চরিত্র কলুষিত হয়; স্বার্থ-উন্মাদিনী, নিত্য "বিশ্বাসঘাতিনী" ; সেই বিশ্বাস-ঘাতিনী সদুপদেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিতা; সদুপদেশফলে, এ হেন প্রখরা নারীদিগের প্রকৃতি পরিণামে বিষম বিপর্য্যস্ত ও সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়।

৩৫। যে "সত্যবতী" নহে, সে কখনই 'ন্যায়-ব্রতপালিকা' হইতে পারে না; যেহেতু, ন্যায়-পরায়ণতার মূল 'সত্য'।

৩৬। ন্যায়-নিষ্ঠাবতী সংসারের অলঙ্কারস্বরূপা; তিনি ইহকালে অক্ষয় যশ ও প্রভূত সম্মান লাভ করিয়া পরকালে অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করেন।

৩৭। আশ্রিত ও অভ্যাগতজনের প্রতি 'স্নেহ' ও 'বাৎসল্য' প্রদর্শন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

৩৮। যিনি যে পরিমাণে আশ্রিত ভক্তের প্রতি 'বাৎসল্য' প্রদর্শন করিবেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে সন্তুষ্ট হইবেন।

৩৯। 'প্রতিজ্ঞা পালন,' শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কিন্তু অন্যায় ও পাপজনক প্রতিজ্ঞাপালনে অধর্ম্ম সঞ্চয় হইয়া থাকে।

৪০। 'ন্যায় ও পুণ্য' সাধনেই শক্তির চালনা হওয়া সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

৪১। যিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া নিরন্তর রক্ষা ও বিবিধ কাম্যবস্তু প্রদান করিতেছেন, সেই শিবময় পরমেশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে 'অর্চ্চনা' করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। (অনন্ত গুণময়ের গুণাবলী স্মরণ ও অনুকরণ করাই, প্রকৃত 'অর্চ্চনা')।

৪২। "সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বেশ্বর আমাদের নিভৃত কেন্দ্রের নিভৃত তলস্থ "অভিপ্রায়" দেখিয়াই পাপ-পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন," এই অটল বিশ্বাসে 'সদভিপ্রায়ে', সৎকর্ম্ম-সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকা সকলের পক্ষেই পরম ধর্ম্ম।

৪৩। প্রথমতঃ দেখ, তুমি স্বয়ং কার্য্য-সিদ্ধির পথ জান কি না? দ্বিতীয়তঃ দেখ, তোমার নিযুক্ত লোকগণকে তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ করিতে পারিয়াছ কি না?

৪৫। বাগ্-যন্ত্রের সংযম বিশেষ আবশ্যক; 'উচিতমত কথা' কহিতে না পারিলে, তোমার হিতসাধনেচ্ছা বিপরীত ফল প্রসব করিবে।

৪৬। তোমার অন্তঃকরণ সদিচ্ছাপূর্ণ হইলেও, 'বাক্য-দোষে' তুমি যেন সকলের অপ্রিয় হইয়া পড়িও না; সংসারে 'অপ্রিয়বাদিনী' এই নিন্দনীয় আখ্যা নিশ্চয়ই দুরন্ত অভিসম্পাতবৎ, উৎকট ব্যাধিবৎ, পাপের প্রহেলিকাবৎ ও মোহ-মথিত গরলবৎ।

৪৭। যে লোক তোমার ক্রোধে ভীত, তাহার সম্পাদিত কার্য্য কখনই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে না; যেহেতু, ভীত-জনের চক্ষু 'পারিপাট্য' দেখে না;—মনের চিত্রপটে অপ্রীতির ধূসর অঙ্কন দেখে; 'মনের অপ্রীতি,' 'কার্য্যের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য নাশ করে; অতএব, 'ক্রোধের পর ক্ষমা প্রদর্শনপূর্ব্বক লোককে প্রীতি করিবে'।

৪৮। লোকের 'সৎপ্রবৃত্তির মুখ' ধীরতাপূর্ব্বক অথবা কৌশলে, তুমি চাপিয়া রাখিলে তোমার সেই পাপের ফলে, নিশ্চয় সে অন্তরে অন্তরে প্রবল হইয়া তোমার বিদ্রোহে উত্থিত হইবে।

৪৯। তুমি স্বয়ং যে কর্ম্ম সমাধা করিয়া পরিতৃপ্ত হও, তৎসম্পাদনে তোমার স্নেহ-পাত্রীগণকে সহকারিণী করিবে; এবং অপরে তোমার প্রতি যে ব্যবহার করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও, অপরের প্রতি ঠিক্ সেই-রূপ ব্যবহারে তোমার হৃদয়-মনকে সর্ব্বদা নিয়োগ করিবে।

৫০। কুলনারী 'রূপে' শোভে, রূপ
শোভে 'গুণে',
'লতিকায়' শোভে তরু, লতিকা
'প্রসূনে'।

প্রথম অংশের উপসংহার।

স্নেহময়ী মা আমার! সুশীলা ভগিনি!
দাঁড়াও অভিন্নরূপে জননী-নন্দিনী,—
গল-লগ্নীকৃতবাসে, প্রেম আলিঙ্গনে,
শিখিতে প্রেমের শিক্ষা; এই শুভক্ষণে
চাহ প্রেম-ভিক্ষা দোঁহে, অমৃত-সদনে;
গাও একতানে, মিলি দু'জনে দুজনে!

(বেহাগ)।

"শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, চির-প্রেমাধার!
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, মলিন না হয় কভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে র'বে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন,
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত-কিরণ-
রাশি,
যে প্রেমের অশ্রু-সুধা শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত-সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও অবলা দুজনে,
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার।"

শ্রীবিদ্যাবতী আবিয়ার সরস্বতী।

পারিবারিক প্রসঙ্গ।

পরিবারের কর্ত্রী রমণী। সুতরাং পরিবারের মধ্যে সেকালেও রমণীর কর্তৃত্ব ছিল, একালেও আছে। তবে সেকাল ও একালের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর।

সেকালে একান্নবর্ত্তী প্রথা অতিশয় প্রবল ছিল। এক একটী পরিবারও অতি বৃহৎ ছিল। তখন এক এক পরিবারে সচরাচর চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক দেখা গিয়াছে। এক এক ব্যক্তির ঊর্দ্ধদিকে পিতা, পিতামহ, মাতা ও মাতামহী এবং নিম্নদিকে পুত্র, পৌত্র, কন্যা দৌহিত্রগণ পরিবারে বাস করিত। ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণ পরিজনবর্গসহ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলা বাহুল্য। কিন্তু পরিবারের শাসন সংরক্ষণ, নিয়ম সুশৃঙ্খলা, আচার-ব্যবহারের শুদ্ধতা ও খরচপত্রের ব্যবস্থা

পরিবারের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ পুরুষ থাকিতেন, তিনিই করিতেন। গৃহের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধা কর্ত্রী থাকিতেন, তিনি বধূদিগের ও পরিবারস্থ অন্যান্য মহিলাদিগের মধ্যে কে কোন্ কাজটি করিবে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, এবং তাঁহাদের কার্য্যশৈথিল্য ও অন্যায়াচরণের জন্য শাসন করিতেন। এই রকম গৃহস্থালী সম্বন্ধীয় আরও দুই চারিটী কাজ ছাড়া কর্ত্রীর বড় বেশি মাথা খাটাইতে হইত না।

তা বলিয়া ঐ সকল কার্য্যে যে গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধি বিবেচনার বড় প্রয়োজন হইত না, তাহা নয়; যিনি বুদ্ধিমতী গৃহকার্য্যে নিপুণা, সুচতুরা, সহৃদয়া ও সুগৃহিণী হইতেন, এবং আপনার নয়নের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল দৃষ্টি সর্ব্বত্র সমানভাবে রাখিতে পারিতেন, তাঁহার দ্বারাই বৃহৎ পরিবারের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য রক্ষা পাইত। নচেৎ যে গৃহকর্ত্রীর বুদ্ধি স্থূল, হৃদয় ক্ষুদ্র, দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ: যিনি সকল ব্যাপারেই অসন্তুষ্ট হইয়া বাড়ীর কর্ত্তাটির সঙ্গে ঝগড়া জুড়িয়া দিতেন; এবং প্রত্যেক কার্য্যেই বধূদিগের খুঁৎ ধরিয়া তাহাদের পিতৃ-মাতৃপ্রদত্ত শিক্ষার অসংখ্য দোষ ত্রুটি অতি নিপুণতার সঙ্গে দেখাইয়া দিতেন,—আর সেই জন্য তাহাদের পিতৃমাতৃকুলের নানা অপযশ ঘোষণ করিয়া সময় অসময় তাহাদিগকে গঞ্জনা দিতেন; সে গৃহকর্ত্রীর গৃহ কলহ-বিবাদেই পূর্ণ থাকিত; শান্তি এবং শৃঙ্খলা একেবারেই দেখা যাইত না।

সুতরাং সে কালের গৃহকর্ত্রীদিগের দায়িত্ব যে নিতান্ত কম ছিল, তাহা নহে। তবে তরুণী বধূদিগের প্রকৃত দায়িত্ব একেবারে ছিল না বলিলেই চলে। তাঁহারা নিজের সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিয়া, শাশুড়ীদিগের শাসন মানিয়া এবং গালিগালাজের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যদি ঝি-চাকরাণীর মত অনবরত খাটিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রশংসার অভাব হইত না। তাঁহাদের স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য কেশ-বিন্যাস ও অঙ্গের সুষমা বৃদ্ধির চেষ্টা ছাড়া আর বড় বেশি কিছু আবশ্যক হইত না। স্বামীর সঙ্গে তাঁহাদের সম্পর্ক ও দেখা সাক্ষাৎই বা কতটুকু সময়ের জন্য!

অনেকে হয় ত আমার এই বর্ণনা পাঠ করিয়া রাগিয়া যাইবেন, এবং চোখ রাঙাইয়া কহিবেন "এ কালের শিক্ষা-বিকৃত বেহায়া বাবুদিগের বিলাসিনী ঘরণীর চেয়ে, সে কালের শ্রমশীলা নিঃস্বার্থ-প্রাণা তরুণীরা কি মন্দ?"

নিঃস্বার্থপ্রাণা তরুণীদিগকে কেহই মন্দ বলে না। বাস্তবিকই তাঁহাদের সেবা-পরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও অক্লান্ত দেহে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধার উদয় হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার দুঃখ এবং করুণারও উদ্রেক হয়। হাজার হো'ক তাঁহারাত রক্ত মাংসে নির্ম্মিত মানুষ, এই সুন্দর ও বিচিত্র ধরণীর সমস্ত সুখ-সৌন্দর্য্য জ্ঞান প্রীতি সাহিত্য ও কলা শুধুই পুরুষের জন্য রাখিয়া দিয়া, তাঁহাদের জন্য অবিরত

কঠোর শ্রম ও নিষ্ঠুর স্বার্থত্যাগের বন্দোবস্ত করা;—কথায় এবং কেতাবে পড়েই শুনায় ভাল; কিন্তু আসলে ব্যাপারটা যে অতি মর্ম্মান্তিক, তাহা যাহাদের মর্ম্মবেদনা অনুভব করিবার মত হৃদয় আছে, তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারেন।

সেই জন্য আমরা সেকালের সামাজিক প্রথার প্রতিই কটাক্ষপাত করিতেছি, সেকালের বধূদিগকে কিছুই বলিতেছি না।

সে কথা যা'ক। এখন একালের গৃহকর্ত্রীদিগের কথাই বলি। একালে আর সে কালের মত একান্নবর্ত্তী প্রথা নাই, এক একটী সুবৃহৎ পরিবারও নাই; একালে রমণীদিগের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

কিন্তু আমরা যে বলিলাম সেকালের মত একান্নবর্ত্তী প্রথা নাই। এ প্রথা কে উঠাইয়া দিল? অনেকে হয় ত বলিবেন, "ইংরাজী শিক্ষায় বিকৃতমস্তিষ্ক, পাশ্চাত্য কুহকে মোহাচ্ছন্ন, নব্যভাবাপন্ন লোকের দুর্বুদ্ধির জন্যই হিন্দুর এই পরম মঙ্গলজনক প্রথাটী উঠিয়া যাইতেছে।"

আমরা বলি এ কথা ঠিক্ নয়। একান্নবর্ত্তী প্রথা আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনে আপনা আপনিই উঠিয়া যাইতেছে। ইহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি হয় ত উকীল, তিনি কর্ম্মোপলক্ষে পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া সহরে বাস করেন। তাঁহার পত্নী এবং সন্তানেরাও সঙ্গে থাকে। কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মুনসেফ ও সবজজের কার্য্য করিয়া বহুমূত্র রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে রোগের জন্য সস্ত্রীক কারসিয়াঙ্গের ন্যায় ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করিতে হয়। তা ছাড়া ঐ প্রৌঢ় ব্যক্তির এক ছেলে সম্প্রতি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন, তিনি সস্ত্রীক কর্ম্মস্থানেই বাস করেন। অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে কেহ পাটনা কলেজে, কেহ শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে, কেহ কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করে; তাহারা সকলেই অবিবাহিত। যখন তাহাদের বিবাহ হইবে, তাহারা কর্ম্মগ্রহণ করিবে, তখন তাহারাও পরিবার লইয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে বাস করিবে। তাহা হইলেই দেখুন সকলেরই একান্নভুক্ত হইয়া এক পরিবারে বাস করিবার সুবিধা হইল না। সুতরাং একান্নবর্ত্তী প্রথা রক্ষা হয় কিরূপে?

তবে যেখানে পিতা পুত্র, ভাই বোন সকলেই এক সহরে থাকেন, সেখানেও যদি শুধুই আপনার সুখবৃদ্ধি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর গহনার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বতন্ত্র ভাবে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে সেই অন্যায় কার্য্যের আর সমর্থন করা যায় না।

কিন্তু যে সকল স্থানে একজন যুবককে কর্ম্মোপলক্ষে পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরদেশে চলিয়া যাইতে হয়, সেখানে তাঁহার তরুণী ভার্য্যাকেও শ্বশুর শাশুড়ী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বামীর কাছেই যাইতে হয়। এই জন্যই একালের

পরিবার-প্রথার পার্থক্য অত্যন্ত অধিক; এবং একালের পরিবারের কর্ত্রীদিগের দায়িত্ব ও কার্য্যের গুরুত্বও অনেক বেশি। যে তরুণ বয়সে রমণীদিগের বুদ্ধি অপক্ক এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ অভাব থাকে, সেই বয়সেই স্বামীর সঙ্গে দূর বিদেশে গিয়া একটী পরিবারের কর্ত্রী হইয়া বসিতে হয়। সেখানে আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, পরামর্শ দিবার কেহ নাই; বিপদের মুহূর্ত্তে সাহায্য করিবার কেহ নাই, মনের অস্থিরতা ও হৃদয়ের দুর্ব্বলতার সময় কাহারও নিকট সান্ত্বনা ও বল পাইবারও আশা নাই। অথচ ঐ সকল অবস্থার মধ্যে স্বামীর সুখস্বাস্থ্য, সন্তোষ ও মনোরঞ্জনের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে; সন্তান প্রতিপালন করিতে হইবে। গৃহের রান্নাবান্নার সুবন্দোবস্ত ও চাকর চাকরাণীর কার্য্যের শৃঙ্খলার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, অতিথির পরিচর্য্যা ও চিত্তবিনোদন এবং অনুষ্ঠানোপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে; স্বামীর শ্রমোপার্জ্জিত অর্থের যাহাতে অপব্যয় না হয়, অমিতব্যয়ের জন্য যাহাতে স্বামীকে ঋণগ্রস্ত ও অসুখী না হইতে হয়;—এই সকল বিষয়েই মনোযোগী হইতে হইবে।

অতএব এ সময় পারিবারিক সুখের জন্য রমণীদিগের যে কি সুশিক্ষা, মার্জ্জিত বুদ্ধি, গৃহকর্ম্মে অভিজ্ঞতা, সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মবলের প্রয়োজন, তাহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। দুঃখের বিষয় এখনো অধিকাংশ রমণীর মধ্যে ঐ সকল গুণের সমুচিত বিকাশ ও ঐ সকল ভাবের সমুচিত স্ফূর্ত্তি নয় নাই। সেই জন্য অনেক পরিবারে পারিবারিক সুখ শান্তিও সুদুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত পারিবারিক সুখের প্রত্যাশা করিতে হইলে, পরিবারের কর্ত্রীদিকেও এ কালের আদর্শানুসারে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং অনিষ্টকর সামাজিক কুপ্রথাগুলিকেও দূর করিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

সম্রাট মার্কস অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ।

১১ অধ্যায়।

১। কি মহৎ সেই আত্মা যে এই মুহূর্ত্তেই শরীর ছাড়িয়া যাইতে প্রস্তুত!

২। এখন তুমি যে অবস্থায় আছ, তোমার জ্ঞান-দৃষ্টির পক্ষে তদপেক্ষা জীবনের আর অনুকূল অবস্থা হইবে না, ইহা কেমন সুস্পষ্ট সত্য!

৩। তুমি সুযুক্তি দ্বারা যে পথ ধরিয়া চলিতেছ, তোমার শত্রুগণ যেমন তাহা হইতে তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না; তেমনি তাহাদের প্রতি তোমার যে সদ্ভাব, তাহা হইতেও শত্রুরা তোমাকে যেন বিচলিত করিতে না পারে।

৪। আত্মার প্রকৃতি* আত্মসাম্য, তাহা রক্ষা করিবে, ইহা কোন বস্তুর প্রতি প্রসারিত হইবে না এবং কোন বস্তু হইতে সঙ্কুচিতও হইবে না। ইহা বিক্ষিপ্ত হইবে না এবং ডুবিয়াও যাইবে না, কিন্তু সর্ব্বাবয়বে দিব্য আলোকে আলোকিত হইবে, তাহা হইলে সত্য দর্শন করিবে—সকল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব এবং আত্মনিহিত তত্ত্বও দর্শন করিবে।

৫। মনে কর কোন ব্যক্তি আমাকে ঘৃণা করিল। সে আপনাকে আপনি দেখুক। আমি দেখিব যে ঘৃণার যোগ্য কোন কাজ আমি করিয়াছি কিনা? কোনও কথা বলিয়াছি কি না? এরূপ কাজ যেন আমার ব্যবহার দ্বারা কাহার নিকট প্রকাশিত না হয়।

৬। "তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি", এ কথা যে বলে সে কি অসার ও কপট! এরূপ বিজ্ঞাপন দিবার প্রয়োজন নাই। কার্য্যদ্বারাই অচিরে ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

৭। উৎকৃষ্টরূপে আত্মজীবন ধারণের ক্ষমতা আত্মার আছে। এ জন্য অনাবশ্যক বিষয়ের প্রতি আত্মার উদাসীন হওয়া চাই।

৮। তোমার সদ্ভাব যদি মৌখিক হাসি বা নাট্যাভিনয় না হইয়া অন্তরের অকপট ভাব হয়, তাহার শক্তি অজেয়। অত্যুগ্রপ্রকৃতি লোকের প্রতিও তুমি যদি সদয় ভাব রক্ষা কর, সে তোমার কি ক্ষতি করিবে?

৯। রাগের উত্তেজনার সময় এই সত্য স্মরণ রাখিও "রাগোন্মত্ত হওয়া মনুষ্যোচিত নয়, কিন্তু নম্রতা ও শান্তভাব যেমন মানবপ্রকৃতি-সঙ্গত, সেইরূপ উহা মনুষ্যোচিত। যে ব্যক্তির এই গুণ আছে, সেই ব্যক্তি শক্তি, দৃঢ়তা ও সাহসের অধিকারী; যে ব্যক্তি রাগ ও অসন্তোষের অধীন, সে কখনও সেরূপ নয়। মানুষের মন প্রকৃতির শৃঙ্খল হইতে যত উন্মুক্ত, ততই তাহা শক্তিশালী। বেদনা অনুভূতি যেমন দুর্ব্বলতার চিহ্ন, রাগও সেইরূপ। যে ব্যক্তি বেদনায় অধীর হয় এবং যে ব্যক্তি রাগের অধীন হয়, এ উভয় ব্যক্তিই সমান আহত ও পরাজিত।

১০। কুজন কুকাজ করিবে না, এরূপ আশা করাই বাতুলতা, কারণ ইহা অসম্ভব আশা।

১১। যে ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য এক নয় এবং সর্ব্বদা একরূপ নয়, সে সমস্ত জীবন এক হইতে এবং একরূপ হইতে পারে না।

১২। সক্রেটিস বলিতেন "সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া আমি মরিব না" অর্থাৎ লোকের এমন অনুগ্রহ লইব না, যাহার প্রতিদান করিতে না পারি।

১৩। প্রাচীন কালের কোন না কোন ধর্ম্মাত্মার বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিবে।

* মূল উপদেশে 'আত্মা গোলাকৃতি' অর্থাৎ ইহার আত্মকেন্দ্রগত প্রকৃতি।

১৪। কোনও ব্যক্তিই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা হরণ করিয়া লইতে পারে না।

১৫। লেখা কিম্বা পাঠ বিষয়ে যে নিয়ম নিজে পালন কর নাই, অন্যের জন্য তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পার না। জীবন সম্বন্ধে এ কথা আরও সত্য।

লেডী কার্জ্জন।

সুবিখ্যাত লর্ডকার্জ্জনের পত্নী লেডী কার্জ্জনের মৃত্যু ঘটনায় সমগ্র ইংরাজ সাম্রাজ্য হইতে শোকধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। গত ১৮ই জুলাই তাঁহার ইংলণ্ডস্থ আবাস-বাটী কেডলষ্টোনে হৃদ্‌রোগে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে এবং বিলাতে সেণ্টপল কেথিড্রাল ও ভারতের সিমলা গির্জ্জায় তাঁহার স্মরণার্থে উপাসনা হইয়াছে।

লেডী কার্জ্জন মার্কিন্‌জাতীয়া। তাঁহার পিতার নাম লিটার। তিনি অতি হীন-পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তা গুণে ক্রোরপতি হইয়াছিলেন এবং পুত্রাভাবে তাঁহার দুই কন্যা এই অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। কুমারী লিটার (লেডীকার্জ্জন) শৈশব হইতেই সৌভাগ্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন। তিনি যেমন রূপবতী, সেইরূপ অশেষ গুণে গুণবতী হইয়াছিলেন এবং ওয়াসিংটন নারী-সমাজের ভূষণ ছিলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতেন, তিনিও জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ স্নেহবতী ও ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁহার মহৎ গুণাবলীর জন্য কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ষ সর্ব্বত্রই তিনি আদরণীয় ও সম্মানিত হইয়াছেন।

কুমারী লিটারের রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া লর্ড কার্জ্জন এই বিদেশীয় নারীর পাণিগ্রহণ করেন এবং ইহাতে তাঁহারা উভয়েই যে চিরজীবন সুখী হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য।

পাঁচ বৎসর কাল ভারতবর্ষে তাঁহারা সর্ব্বোচ্চ পদ অধিকার করিয়াছিলেন। মার্কিণ মহিলাদিগের মধ্যে ভারত-রাজ-প্রতিনিধির পত্নীত্বের মহৎ গৌরব সর্ব্ব-প্রথম লেডী কার্জ্জনের ভাগ্যেই লাভ হয় এবং তিনি যেমন রাজোচিত আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ স্বামীর রাজ-কার্য্যের সহায়তায় ও সুখশান্তি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। উভয়েই ইংলণ্ডে চলিয়া যান। লেডী কার্জ্জন তথায় যে সাংঘাতিক পীড়ায় সুদীর্ঘকাল শয্যাগত ছিলেন, তাহাতে কাহারও আশা ছিল না যে তিনি বাঁচিয়া পুনরায় ভারত দর্শন করিবেন। স্বামীর অসা-ধারণ সেবা ও যত্নে তিনি পুনর্জ্জীবন লাভ

করেন। এই অবস্থায় লর্ড কার্জ্জন একাকী ভারতে প্রত্যাগত হইয়া যে আপনার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও চিত্তের সাম্য হারাইয়া ছিলেন, তাহা সকলেরই বিদিত। সাধ্বী পত্নী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে না করিতে স্বামি-সেবার জন্য ভারতে প্রত্যাগত হন এবং আপনার দুর্ব্বল শরীরেও পীড়িত স্বামীর সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি করেন নাই; ইহাতে তাঁহার শরীর আরও ভগ্ন হইয়া যায়। ইংলণ্ডে পুনরাগত হইয়া তিনি পূর্ব্ব স্বাস্থ্য আর লাভ করিতে পারেন নাই। সমস্ত গ্রীষ্মকাল অসুখে অসুখে গিয়াছে এবং অবশেষে হঠাৎ মৃত্যু ঘটনা হয়।

পারিবারিক কর্ত্তব্যসাধনে আদর্শনারী হইয়াও লেডী কার্জন সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী ছিলেন না। কি লণ্ডনের কি কলিকাতা ও সিমলার ইংরাজ নারীসমাজ তাঁহার গুণে মুগ্ধ। তিনি লেডী ডফারিনফণ্ডের সভাপতি হইয়া এ দেশীয় নারীদিগের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির অনেক পরিচয় দিয়াছেন। নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়া বিপন্নদিগকে সাহায্য করিয়াছেন। বিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ছাত্রবৃত্তি ফণ্ডের তিনি সংস্থাপিকা। তাঁহার চেষ্টায় ইহাতে ৭ লক্ষ টাকা জমে। কলিকাতাবাসীদিগের হিতার্থ এক অনুষ্ঠান জন্য তিনি অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কত হৃদয় যে ব্যথিত হইয়াছে, লর্ড কার্জনের নিকট অসংখ্য অসংখ্য তার সংবাদে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বিলাতের টাইম্‌স্‌ পত্র লেডী কার্জ্জন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ইহাতে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

Lady Curzon was, it is needless to say, the first Ameiican to whose lot it fell to share with an English husband the greatest Viceroyalty in the world. By character, by personal charm, by a rare intelligence, Lady Curzon was admirably and perfectly fitted for this distinction. For she herself had distinction—the distinction which comes of nature. Educated with every modern advantage, she had the kind of intelligence which education develops and never overloads. There were other characteristics, of which it is, perhaps, less warrantable to speak freely; the beauty of her life in all domestic relations no less remarkable than the beauty of face form, seen and admired of all. Perhaps, the best testimony to that was the entire devotion of her to her father and mother in early life, and to the last. None but the best natures attract and keep a devotion of that kind, even, though some of it may have sprung from their pride in her beauty and in her. London welcomed her from some of the same reasons, and England welcomed her; and then India. Many gifted and distinguished women have in turn adorned the exalted position which she was called to share with Lord Curzon,

and it is no small tribute to Lady Curzon that she proved no unworthy successor to them. Deeply interested in her husband's work, she was his constant and devoted helpmeet. Only those who have been in India know how invaluable to the ruler of India is help of that kind. What impression Lady Curzon's queenly figure made on the assembled princes and native rulers of India at the great Coronation Durbar of 1903 in Delhi is known; it has passed into history. At the famous State Ball in the Palace of Akbar, which combined the pomp and circumstance of the East and of the West, she was, perhaps, of all the splendid figures present, herself the most splendid. But by many humble folk in India, she will be remembered equally for the unostentatious acts of personal kindness by which she was ever at pains to relieve sorrow and distress.

শোভনা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দুর্গমধ্যস্থ বাতায়ন।

গীত।

ঐ গগনে কেমন,
ধীরে ধীরে সন্ধ্যা সতী দেয় দরশন।
সিঁথি পরি চন্দ্রমার, গলায় তারার হার,
মধুর মাধুরী-ভরা প্রশান্ত আনন।
মলয় বহিয়া ধীরে, চামর ঢুলায় তাঁরে,
ধরণী দিতেছে পেতে হৃদয় আসন।
এবে যে ধরণী হায়, আঁধারে ডুবিয়া যায়,
প্রভাতে হাসিবে পুন উদিলে তপন।
আর কত দিন তরে, এ নিরাশা-অন্ধকারে
আমারি হৃদয় রবে বিষাদে মগন।
হায়! সে সুদিন মোর
আসিবে কি ফিরে?
সুখরবি হবে সমুদিত
নাহি জানি কতদিন পরে।
ঝালাবার-সর্দ্দার-নন্দিনী,
ভাগ্য-দোষে হইয়াছি রাণার বন্দিনী।
পিতা মাতা কোথা পরিজন,
কোথায় রহিল প্রিয়তম!
হায় মা! ভবানী;
এসেছিনু পূজিবারে চরণ তোমার,
এই কিগো প্রতিফল তার?
সঙ্গে যারা ছিল অনুচর,
পিতৃরাজ্যে গিয়েছে ফিরিয়া।
পেয়েছেন পিতা মাতা আমার সংবাদ,
কিন্তু বুঝি তাঁরা,
শঙ্কিত রাণার সনে করিতে বিবাদ,
রয়েছেন নীরব হইয়া।
জানেন কি সূর্য্যমল, আছি যে দশায়?
সুন্দর দুর্গের চূড়া ওই দেখা যায়,
মাড়োয়ার রাজধানী শোভে তার পরে।
হোথা প্রাণেশ্বর,
হরষেতে করিছেন রাজ্য সংরক্ষণ,
প্রিয়ারে তাঁহার চোরে করিল হরণ,
আছেন কি অবগত হায়!
বসন্তের মধু পূর্ণিমায়,

প্রাণেশ্বর সনে,
মিলিতাম বিবাহ-বন্ধনে।
কি আনন্দে সে সুখের আশে,
আছিলাম মনের উল্লাসে!
হায় বিধি! বড় আশা করেছ নিরাশ,
আশাবৃক্ষ না হইতে পুষ্পিত ফলিত,
অকালে ঝটিকাঘাতে হল উৎপাটিত।
দুর্ব্বিষহ জীবনের ভার,
বহিবরে কতদিন আর?
রাণা কুম্ভ!
আশা তব কখনও হবে না পুরণ,
নারী প্রেমধন
এক বিনা দুয়ে কভু পারে কি দানিতে?
উচ্ছ্বসিতা স্রোতস্বিনী ধায় সিন্ধুমুখে,
শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রমি।
তেমতি আমার
অনন্ত প্রণয়-স্রোত সূর্য্যমল সনে,
মিশে যাবে মিলন সঙ্গমে,
শত বাধা বিঘ্ন করি দূর,
কুম্ভরাণা তেজো-গর্ব্ব দর্প করি চূর।

পদ্মার প্রবেশ।

এস সখি! আছি প্রতীক্ষায়।
পদ্মা। প্রিয় সখি! কি বলিব হায়!
আসিতে তোমার পাশে সদা প্রাণ চায়।
কিন্তু তব বিষণ্ণ মুরতি,
বিষাদ কালিমাচ্ছন্ন সুন্দর বদন,
দেখি যবে বড় ক্লেশ পাই,
ভাবি মনে রাজারে জানাই,
রাণার চরণে ধরি কাতরে কাঁদিয়া
ক্লেশ তব করি বিমোচন।
কতদিন রবে আর বন্দিনী হইয়া?
সখি! রাখ নিবেদন,
পূর্ব্বের সঙ্কল্প ত্যজি,
কুম্ভে কেন করনা বরণ?
কুমারী কামিনী তুমি কিবা দোষ তায়?
মরি! এ রূপের রাশি,
অযতনে হইতেছে মসী,
তবুও লাবণ্য দেহে উছলিয়া যায়।
রাজস্থানে প্রফুল্ল পদ্মিনী,
সাম্রাজ্ঞীর যোগ্যা তুমি ধনী।
কুম্ভ রাণা ধন্য হবে পেলে তব কর,
রাণাও ত রূপে গুণে তব যোগ্য বর।
শোভনা। ছিছি পদ্মা! হেন বাণী
আনিও না মুখে,
মাড়োয়ার-রাজা অধীশ্বর,
সূর্য্যমল মোর প্রাণেশ্বর,
আমি তাঁর চরণ-প্রার্থিনী,
তিনি মম স্বামী।
পারি কি ভুলিতে তাঁরে জীবন
থাকিতে?
ছিছি সখি! তুমি না রমণী?
নারী হয়ে বোঝ না নারীর প্রাণ?
শত প্রাণ দিয়ে বলিদান,
রাখে নারী প্রেমের সম্মান,
প্রেমেই পূর্ণতা লভে রমণীজীবন।
হেন প্রেমে হতে বল বিশ্বাস-ঘাতিনী!
ছি ছি নারী তুমি,
বোঝনা নারীর ব্যথা?
পদ্মা। কুমারী! ক্ষমিও দোষ, দেখি তব
ক্লেশ,
প্রাণে বড় লাগে যে বেদন,
সাধ হয়,

প্রাণ দিয়ে তব দুঃখ করি বিমোচন।
কিন্তু সখি! কোথা সূর্য্যমল?
এ দুর্গতি তব,
আজিও কি অবিদিত তার,
আসিয়া না করে কেন তোমার উদ্ধার?
বিনা যুদ্ধে রাণা যদি না ছাড়ে তোমায়,
তিনি ক্ষত্র-বংশধর,
রাজকুলেশ্বর,
করুন্ বিমুক্ত তোমা, করি রণ জয়।
প্রণয়িনী করিলে হরণ,
এ দারুণ অপমান,
রক্তবিন্দু থাকিতে শরীরে,
ক্ষত্রিয় কি পারে সহিবারে?
পারে কি সহিতে কেহ নারী
নির্য্যাতন?
নাই কি তাঁহার দেহে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ?
বিনা প্রতিশোধে, তবে হায়!
কাপুরুষ-প্রায়
ধৈর্য্য ধরি আছেন কেমনে?
রাণা যদি সবলে তোমায়ে
আজি নিজ বশীভূতা করে,
হবে কি সমর্থ তুমি প্রতিকূলতায়?
অবলা রমণী,
পরাজিত চিরদিন পুরুষের কাছে।
আর জেন সখি!
অদ্যাবধি মহারাণা ক্ষমিছে তোমারে,
শুধু রাণীর শাসনে।
মূর্ত্তিমতী রাজলক্ষ্মী-প্রিয়া বাগ্দেবীর,
মহারাণী মীরাবাই,
শুনি তোমার বারতা
মহারাজে তিরস্কারে করিয়া লজ্জিত,
উপদেশদানে,
অত্যাচার পরনারী প্রতি,
নিবারণ করিছেন সতী।
কিন্তু ভগ্নি, কত দিন আর
প্রলোভিত পুরুষের মন
মানিবেক রমণী-শাসন?

শোভনা। (সবিষাদে)
সখি! কি করি উপায়,
অন্ধকার হেরি চারিদিক্!
নিত্য আসি মহারাণা সাধিছেন পায়,
কত মতে মিনতি বচনে,
নিত্য নিত্য নব আলাপনে
মাগেন প্রণয় ভিক্ষা।
করি কত ঘৃণা প্রদর্শন,
রোষে শত বলি কুবচন,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই তাঁর।
অবশেষে চরণে ধরিয়া
কৃপাভিক্ষা করেছি কাঁদিয়া,
তবু অটল সে প্রতিজ্ঞা তাঁহার।
বল পদ্মা, কি উপায় করি,
শুনি রাজেশ্বরী,
মূর্ত্তিমতী হিতৈষিণী করুণার রাণী,
তাঁহারে জানাই যদি এ দুঃখ-কাহিনী,
হবে না কি ফলোদয়?
সখি! কি বিস্ময়?
শুনিতাম কুম্ভ রাণা বড় সদাশয়।
তিনি যে চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল-মতি,
ভাবি মনে,
ঘৃণার উদয় হয় মহারাণা প্রতি।
কহ এবে সদুপায় কিসে ত্রাণ পাব,
রাণার কুচক্র ভেদি কেমনে পলাব?

সূর্য্যমলে পত্র লিখি দিব সমাচার,
সে ক্ষমতা নাহিক আমার,
বন্দিনী যে আমি।
আমার এ দুর্দ্দশার বুঝি প্রিয়তম
পান নাই সংবাদ এখন,
কিবা দোষ তাঁর ?
দেখ সই, চেয়ে গৃহ-কোণে,
নিশা-দীপ রেখেছি জ্বালায়ে ;
ওই যে সুন্দর দুর্গ দূরে দেখা যায়,
দুর্গ-শিরে উঠি প্রাণেশ্বর,
যদি কভু অধীনীরে করেন স্মরণ,
কোথায় রয়েছি আমি অজ্ঞাত তাঁহার,
তাই এই দীপশিখা রাখি নিদর্শন।
কেবা তাঁরে দিবে এ বারতা,
আছে প্রাণ তাঁরি আশে।

পদ্মা। সখি, হয়ো না অধীরা এত,
ধৈর্য্য রাখ মনে,
নিত্য আমি চিন্তি সদুপায়
কিসে তোমা করিব উদ্ধার।
আছে এক পন্থা, যদি মীরাবাই সনে
সাক্ষাৎ করিতে পার সুযোগ সন্ধানে,
তিনি দয়াময়ী,
সূর্য্যমলে দিয়ে সমাচার,
করিবেন তোমারে উদ্ধার।
আছে মাত্র এই আশা।

শোভনা। রাণীর দর্শন পাব কেমনে
স্বজনি !
আমি রাজার বন্দিনী,
তিনি রাজরাণী,
তাঁহার প্রাসাদে আমি পশিব কেমনে ?
মীরাবাই যদি দয়া করি,
আসিয়া এ দীনা সন্নিধানে,
করেন কৃতার্থ মোরে দরশন দানে।
তবেই সফল হয় আশ,
নহে বিষ পানে
করিব এ জীবন বিনাশ।
সখি, তুমি যাও তাঁর পাশে,
আমার এ মিনতি বচন,
তাঁর পায় কর নিবেদন।
করুণায় যদি তিনি দেন দরশন।

পদ্মা। যে আজ্ঞা কুমারী,
উচাটন হয়োনা এমন,
যাব আমি রাজার ভবন।
তোমার এ দুঃখের বারতা
রাণীরে করিব নিবেদন।
রহ মন স্থির করি,
হের ঘোরা বিভাবরী,
শান্তচিত্তে করগে শয়ন।
করিবেন মঙ্গলনিদান
তোমার এ ক্লেশ অবসান।

(প্রস্থান।)

শোভনা। গীত

বহ আরো ধীরে বহ মন্দ সমীরণ,
ঢালিয়া রজত ধার, হাসিও না শশী আর,
তোমার জ্যোছনা করে অগ্নি বরিষণ।
লুকাও মেঘের কোলে, সঙ্গে লয়ে তারা
দলে,
অনন্ত আঁধারে ঢাক ভরিয়া ভুবন।
আমার হৃদয়শশী, আছে অস্তাচলে পশি,
তাই আমি ভালবাসি আঁধার ভীষণ।

(ক্রমশঃ)

রত্ন-শতকম্।

(৫১৪ সংখ্যা—৪২ পৃষ্ঠার পর)

জয়তি জন্মভূমিশ্চ জয়তি জগদীশ্বরঃ।
জয়তি সাধু-শাস্ত্রঞ্চ জয়তি ধার্ম্মিকো জনঃ ॥৪৩

মূর্খশ্চ বৈ সুখী প্রায়ো দুঃখিতঃ পণ্ডিতো জনঃ।
স্বল্পায়ুষ্কপবান্ মর্ত্ত্যঃ কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥৪৪

নোপেক্ষেত গুরূন্ মিত্রং পিতরং মাতরং স্ত্রিয়ম্।
ধর্ম্মং বিদ্যাং নৃপং সত্যং শাস্ত্রবাক্যং বিশেষতঃ ॥৪৫

ধনেন প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বং ধনেন বান্ধবং জনম্।
ধনেন রাজ-সম্মানং ধনাদ্ধর্ম্মমহাগুণম্ ॥৪৬

বিভেতি নগরাদ্যোগী বিভেতি মৃগপান্মৃগঃ।
বিভেতি ধার্ম্মিকঃ পাপাৎ সর্ব্বে বিভ্যতি
নিন্দকাৎ ॥৪৭

যত্র ধীস্তত্র সম্মানং বিদ্যুস্তত্র যতো ধনম্।
যত্র লোকোঽযশস্তত্র যত্র পুণ্যং ততো বলম্ ॥৪৮

অহঙ্কারাদ্ভবেন্মৃত্যুঃ কামাদকীর্ত্তিরক্ষয়া।
লোভাদন্যতমং নাস্তি নৃণাং পাপস্য কারণং ॥৪৯

জনকো জননী ভৃত্যঃ স্ত্রী পুত্রো জ্ঞাতিবান্ধবঃ।
এতৎ সর্ব্বং প্রযত্নেন শ্রদ্ধয়া পরিপালয় ॥৫০

প্রাজ্ঞ ঔদার্য্যসম্পন্নো ধার্ম্মিকঃ সত্যশীলবান্।
দুর্জ্জনঃ কুটিলশ্চৈব ললনা স্নেহবানসা ॥৫১

ঔদার্য্যং সজ্জনে কুর্য্যাৎ শাসনং দুর্জ্জনে জনে।
প্রীতিঃ প্রিয়ে গুরৌ ভক্তিঃ সর্ব্বথা সত্যমাচরেৎ ॥৫২

প্রজা ভূপমতিক্রান্তা পুত্রঃ পিতরমেবচ।
বালো বৃদ্ধমতিক্রান্তো ন কচিৎ সুখমেধতে ॥৫৩

শীলেন লভতে ধর্ম্মং শীলেন মোক্ষসাধনম্।
শীলেন প্রেম সৌহার্দ্দ্যং শীলং সর্ব্বসুখপ্রদং ॥৫৪

দর্শনাৎ প্রাপ্নুয়াৎ প্রীতিং স্পর্শনাদতুলং সুখম্।
সংলাপাম্মহতীং শান্তিং নূনং প্রেমাস্পদস্য হি ॥৫৫

বসেদ্দেবালয়ে যোগী তীর্থে বা নির্জ্জনে বনে।
অরিমিব নৃপদ্বারং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৫৬

বিরোধঃ প্রণয়ো বাপি বিরহো মিলনং তথা।
সুখং দুঃখং জরা জন্ম চিরায় ন চ কস্যচিৎ ॥৫৭

কিং দানেন কিমজ্ঞেন ব্রতেন দেবপূজনৈঃ।
সতীত্বস্য সমো ধর্ম্মঃ স্ত্রীণাং কুত্র ন বিদ্যতে ॥৫৮

দক্ষশ্চ পণ্ডিতো মূর্খঃ শিথিলঃ সর্ব্বকর্ম্মণি।
সদৈব সংযতঃ সাধুঃ সত্যং সত্যং হি বান্ধবঃ ॥৫৯

কেশং বেশঞ্চ বিন্যাসং গতিং মতিঞ্চ লক্ষণম্।
অজ্ঞাদীন্ বীক্ষ্য বৈ জ্ঞানী বদেৎ শুভাশুভং
স্বতঃ ॥৬০

অহিংসা চার্জ্জবং শ্রদ্ধা দয়া ক্ষান্তিঃ সলজ্জতা।
সত্যং পূজাঽতিথেঃ সেবা ক্ষমা চ পিতৃতর্পণম্ ॥
প্রিয়বাক্যমকার্পণ্যমনালস্যমুদারতা।
বিনয়োঽধ্যয়নং বিদ্যা সদা তিষ্ঠতি সজ্জনে ॥৬১

পুত্রং স্নেহেন গৃহ্ণীয়াৎ ভক্ত্যা চ পিতরৌ জনঃ।
প্রেম্না মিত্রঞ্চ গৃহ্ণীয়াৎ বিদ্যয়া পণ্ডিতং জনম্ ॥৬২

বীরো বাক্যেন বাঙ্গালী জাপানী কর্ম্মণা তথা।
বলেন শিখ-তুর্খীশ্চ দর্পেণ পুরুষো জয়ঃ ॥৬৩

শান্তিপুরে সুধাকান্ত খাদ্যং মধুপুরে তথা।
তাম্বূলং সলিলং নারী কামরূপে প্রশস্যতে ॥৬৪

অদেয়মপি চাগ্রাহ্যমস্পৃশ্যঞ্চ পুনস্তথা।
মাদকং কর্ম্মহন্তারং ধর্ম্মার্থমোক্ষনাশনম্ ॥৬৫

গমনং পাবনে যানে শয়নং তল্পতল্লকঃ।
ভ্রমণং তীর্থতস্তীর্থে ত্রয়মেতৎ সুখাবহম্ ॥৬৬

অসৎসঙ্গমসদ্গ্রন্থমসৎকার্য্যাকুতূহলম্।
অসৎকাব্যমসদ্বাক্যং যত্নেন পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৬৭

সদাচারপরিভ্রষ্টো হিংসানিন্দাপরায়ণঃ।
কৃতঘ্নোঽনৃতবাদী যঃ স পাপিষ্ঠো নরাধমঃ ॥৬৮

চঞ্চলা গর্ব্বিতা ক্রুদ্ধা মুখরা লোলুপালসা।
গৃহকর্ম্মণ্যশক্তা যা সা নারী কুলপাংশুলা ॥৬৯

ধর্ম্মোহি কল্পবৃক্ষশ্চ ধর্ম্মোহি সর্ব্বদেবতা।
ধর্ম্মেণ প্রাপ্নুয়াজ্জ্ঞানং বলং বিদ্যাং যশোধনম্ ॥৭০

শ্রমেণ লভতে বিদ্যাং বিদ্যয়া লভতে নয়ম্।
নয়েন ধর্ম্মমাপ্নোতি ধর্ম্মাৎ সংজায়তে সুখম্ ॥৭১

বিদ্যয়া লভ্যতে বিদ্যাং বিদ্যয়া মোক্ষসাধনম্।
বিদ্যয়া জয়মাপ্নোতি নৃণাং বিদ্যা মহদ্ধনম্ ॥৭২
বর্জ্জ্যাং পর্য্যুসিতং সর্ব্বং বসনান্নঞ্চ দূষণম্।
বিশ্ম্যমলবদ্বর্জ্জ্যাং দুর্জ্জনৈঃ সহ ভোজনম্ ॥৭৩
খলশ্চ নিন্দকো ধূর্ত্তঃ পন্নগাদপি ভীষণঃ।
এতৈঃ সহ সমাযোগো নূনং নাশস্য কারণম্ ॥৭৪
শাস্ত্রজ্ঞো ধর্ম্মশালী যো বিজ্ঞঃ কাপট্য-বর্জ্জিতঃ।
অনেন সহ সংযোগঃ স্বর্গাদপি সুখঃ স্মৃতঃ ॥৭৫
পতিভক্তিঃ ক্ষমা লজ্জা চাতিথ্যং ধর্ম্মভীরুতা।
মৃদুত্বং মিষ্টভাষিত্বং কুলস্ত্রীণাং স্বভাবজম্ ॥৭৬
অনৃতং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ সাহসং কটুভাষণম্।
অশৌচমতিলুব্ধত্বং মূর্খাণাং দূষণানি ষট্ ॥৭৭
উত্তমং জ্ঞানদং বাক্যং মধ্যমং প্রীতিভাষণম্।
অধমং কেলিদং দর্প ইতি বাক্যং ত্রিধামতম্ ॥৭৮
সত্যেন নির্ম্মলং জ্ঞানং সত্যে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যং সর্ব্বত্র পূজ্যঞ্চ ন বিচার্য্যং কদাচন ॥৭৯
বহ্নাবৌষ্ণ্যং জলে শৈত্যঞ্জ্যোতির্দ্দিবাকরে যথা।
ধর্ম্মঞ্চ সত্যমৌদার্য্যং সাধুষু বিদ্যতে তথা ॥৮০
কর্ত্তব্যং প্রাতরুত্থানং কর্ত্তব্যঃ কোষ-সংগ্রহঃ।
ধর্ম্মে মতিঃপ্রকর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যাধ্যয়নশীলতা ॥৮১
শ্রেষ্ঠো ভূপঃ প্রজানাঞ্চ মাতৃণাং তনয়ো যথা।
শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রঞ্চ বিজ্ঞানং প্রিয়ং ভূমণ্ডলং সতাম্ ॥৮২
ভূপং বহ্নায়তে কাঽপি মূর্খো ধীরায়তে কচিৎ।
কচিদাচ্ছাদ্যতে নিঃস্বো দৈবশক্তের্ন সংশয়ঃ ॥৮৩
বান্ধবেষু প্রিয়া শ্রেষ্ঠা ভাষাসু সংস্কৃতা যথা।
পূজ্যাসু জননী শ্রেষ্ঠা নদীনাং জাহ্নবী যথা ॥৮৪
আমিষে রোগবাহুল্যং রোগনাশো নিরামিষে।
ইতি বিজ্ঞায় হি জ্ঞানী আমিষং নৈব ভক্ষয়েৎ ॥৮৫
সুখদং শৈশবং নিত্যং কৌমারঞ্চ বিশেষতঃ।
যৌবনং দারুণং প্রোক্তং বার্দ্ধক্যং প্রাণ-ঘাতকম্ ॥৮৬
ভাবরূপবয়স্তুল্যং তুল্যংকুলগুণকর্ম্মণোঃ।
বংশোবিত্তং বয়োস্তুল্যং পরিণয়ঃ শুভস্তয়োঃ ॥৮৭
বর্দ্ধন্তে ভোজনৈঃ প্রাণা ভোজনৈঃ প্রাণ-সংক্ষয়ঃ।
কুভোজনাদ্ ভবেদ্রোগো বদন্তীতি বিচক্ষণাঃ ॥৮৮
প্রাণদাতা পিতা নৃণাং গুরূণাঞ্চ গুরুঃ পিতা।
সর্ব্বথা পরিপূজ্যশ্চ পিতা প্রত্যক্ষ ঈশ্বরঃ ॥৮৯
বাণী সুমধুরা কস্য প্রীতিঃ কস্য সুখপ্রদা।
সুমধুরা কবের্ব্বাণী সাধুনঃ প্রণয়স্তথা ॥৯০
সীমা ক্রোধস্য যত্র জ্ঞানং কামস্য চ বিরাগতা।
সম্ভাষণং বিরোধস্য প্রণয়স্য যুগান্তরম্ ॥৯১
মৈথুনঞ্চ ক্ষুধা-নিদ্রা-বিতণ্ডা দীর্ঘসূত্রতা।
ক্রোধশ্চ ভীরুতা-স্বাভাং মূর্খেষু প্রবলং সদা ॥৯২
বিদ্যতে যৌবনে রূপং বিদ্যতে বার্দ্ধকে জরা।
বালেষু বিদ্যতে সত্যং বালাসু বিদ্যতে দয়া ॥৯৩
দুর্জ্জনে বিদ্যতে শাঠ্যং নিশিষু বিদ্যতে তমঃ।
পুষ্পেষু বিদ্যতে গন্ধঃ পণ্ডিতে বিদ্যতে ধৃতিঃ ॥৯৪
অনায়োগ্যমনায়ুষ্যমুদরাময়কারণম্।
যত্নেন বর্জ্জয়েদ্ধীমান্ দুঃখদঞ্চাতিভোজনম্ ॥৯৫
রক্ষিতব্যঃ সদা ধর্ম্মো রক্ষিতব্যোহি সজ্জনঃ।
রক্ষিতব্যঃ সদাচারঃ স্বজনঃ শরণাগতঃ ॥৯৬
অতি প্রেম্ণা হতোঽশ্বশ্চ গুণেন নিহতার্জ্জুনিঃ।
রূপেণ প্রস্তরোঽহল্যা যদতি তন্ন শোভতে ॥৯৭
হৃষ্টো যোদৈর্ঘথাবালস্তস্করস্তমসা যথা।
যথা বিভূষণৈর্নারী কাব্যেন পণ্ডিতস্তথা ॥৯৮
কিং ধনেন চ রাজ্যেন কিং রূপেণ বলেন চ।
বিদ্যাধর্ম্মবিহীনস্য তৎ সর্ব্বং বিফলং ভবেৎ ॥৯৯
ভার্য্যায়া চ পতি সুপতিনা ভার্য্যা ভার্য্যায়া পত্যাচ
বিভাতি গেহঃ।
যৌবনেন রূপং রূপেণ যৌবনং রূপ-যৌবনেন
বিভাতি দেহঃ।
বিদ্যয়া চ কবিঃ কবিনা চ বিদ্যা বিদ্যয়া কবিনা
বিভাতি স্বরঃ।
শীলেন চ ধর্ম্মো ধর্ম্মেণ চ শীলঃ শীলেন ধর্ম্মেণ
বিভাতি নরঃ ॥১০০

শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী।

উন্নতি।

মহাত্মাগণ বলিয়াছেন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য উন্নতি। উন্নতি জীবিতের পরিচায়ক ; যতক্ষণ যাহার ক্রমোন্নতি হইতে থাকে, ততক্ষণ সে জীবিত ; যখন উন্নতির শেষ হইল, তখন সে জীবিত থাকিলেও মৃত।

মানবের উন্নতি অনেক প্রকার, কিন্তু প্রধানতঃ ত্রিবিধ। প্রথম শরীরের উন্নতি, দ্বিতীয় মনের উন্নতি, তৃতীয় আত্মার উন্নতি। শরীরের উন্নতির ফল সুস্থতা, মনের উন্নতির ফল জ্ঞান, আত্মার উন্নতির ফল পুণ্য। এই সুস্থতা, জ্ঞান ও পুণ্য লাভ মানবজীবনের চরমোৎকর্ষ। ধন, যশঃ, প্রতিপত্তি সবই ইহার অনুগামী।

জীবন স্রোতঃ যেমন ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, উন্নতিও সেইরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ হইতে থাকে। তাই এক দিনে অথবা পাঁচদিনে কেহ আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই।

এ জগতে উন্নতিপথ কুসুমাস্তৃত নহে, কণ্টকাকীর্ণ। সুখসাধ্য হইলে উন্নতির আর গৌরব কিসে? কষ্টসাধ্য বলিয়াই তো উন্নতিলাভে মানব জীবনের সার্থকতা।

এ জগতে যে কোনও উন্নতিশীল জাতির ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখ না কেন, ভারতের সেই শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্ মনস্বী তেজস্বী ঋষি ও ক্ষত্রিয়গণ, ইয়োরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানবিদ্ কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ, ইংলণ্ডের বাণিজ্য-কুশলী চতুর বণিক্‌গণ জাপানের স্বদেশভক্ত, সুদক্ষ বীরগণ, যাহাদিগকে তুমি শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মনে কর, তাহাদিগের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে উন্নতির জন্য অনেক সাধনা করিয়া তবে সিদ্ধি লাভ করিতে হইয়াছে।

শাস্ত্রে বলে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।" মানব উন্নতির তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে প্রায় প্রতি পাদক্ষেপে বাধা বিপত্তি আসিয়া পদস্খলন করিতে চাহে। সেই বিঘ্ন বাধাসকলকে পদদলিত করিয়া, দৈবের উপরে নির্ভরপূর্ব্বক, পুরুষকার আশ্রয় করিয়া যিনি জীবনকে উন্নতি-লক্ষ্যে উৎসর্গ করিতে পারেন, উন্নতি লাভের অধিকারী তিনিই। আমাদের দেশে অনেক মহাত্মা উন্নতি লাভ করিয়াছেন ; তথাপি আমরা একজন মাত্র প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কথা উল্লেখ করিতেছি, পুরুষকারের জীবন্ত মূর্ত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বলিতেছি ; তাঁহার সাধনা—তাঁহার সিদ্ধি লাভ যে প্রত্যেক মানবের শিক্ষণীয় এ কথা কি বলিতে হইবে ?

বোধ হয় আমাদের পাঠিকা ভগিনীরা সকলেই জানেন, প্রায় সকল মানবের অভ্যন্তরে পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের বীজ নিহিত থাকে। যখন শিক্ষা ও অনুশীলন ফলে, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে, এবং (পূর্ণ বিকাশে) মনুষ্যত্ব হইতে

দেবত্বে উন্নীত হইতে পারা যায়, তখনই মানবের প্রকৃত উন্নতি লাভ হইয়া থাকে।

মানব ধীরে ধীরে কিরূপে উন্নতি প্রাপ্ত হয়, পৌরাণিক ক্ষত্রিয় ঋষি বিশ্বামিত্রের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। যখন ক্ষত্রিয় রাজকুমার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের অতিথি হইলেন, যখন বশিষ্ঠের কামধেনু শবলার প্রভাব দেখিয়া গাভীটি গ্রহণ করিতে লোলুপ হইলেন, তখন তিনি কি? তখন তিনি রিপু-পরতন্ত্র, পাশব শক্তি এবং পাশব জ্ঞানবিশিষ্ট একজন মনুষ্য মাত্র। তাই বশিষ্ঠদেব যখন তাঁহাকে ধেনু দান করিতে অসম্মত হইলেন, তখন রাজকুমার পাশব বল প্রয়োগে গাভী হরণ করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্" ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠের ব্রহ্মতেজোবলে রাজপুত্র পরাজিত হইলেন। এই পরাভব অপমানে এবং শবলা-লালসায় চির অভিমানী বিশ্বামিত্রের অহঙ্কারে আঘাত লাগিল; তাই তিনি ব্রহ্মণ্য লাভের জন্য—ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া বশিষ্ঠকে পরাভব করিবার জন্য তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তপস্যা মানবের সর্ব্বশুভঙ্করী এবং সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রী। কিন্তু পরের অহিতাচরণ এবং স্বার্থপরতা চরিতার্থ করা যাহার তপশ্চরণের উদ্দেশ্য, এ জগতে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত হতভাগ্য। বিশ্বামিত্র সেইরূপ হতভাগ্য ব্যক্তি।

শাস্ত্রে আছে পুণ্যকর্ম্মে অভ্যস্ত হইলে মহাপাপীর চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে। নরঘাতক দস্যু রত্নাকর রাম নাম জপ করিয়া শুদ্ধচেতা বাল্মীকি ঋষি হইয়াছিলেন। তপস্যার অর্থ কতকগুলি নিয়মের সহিত ভগবানের আরাধনা। সেই নিয়মগুলি গীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবং।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যপ্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়ভ্যসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎতপো মানসমুচ্যতে
১৭শ অধ্যায়।

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচাচার, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য এবং অহিংসা—ইহাকে শারীর তপ বলে; অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতবাক্য কথন, বেদাধ্যয়ন—ইহাকে বাঙ্ময় তপ বলে; মনের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্ম-বিনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি—ইহাকে মানস তপ বলে।

অতএব এখন আমরা বুঝিতেছি এইরূপ তপস্যাপরায়ণ হইতে পারিলে মানবের পশুত্ব ক্রমশঃ দূর হইতে থাকে। তাই বিশ্বামিত্রেরও চিত্তের কতকটা উন্নতি হইল। প্রথমতঃ ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র "রাজর্ষি" হইলেন। রাজর্ষি হইয়া তিনি পরধনের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলেন বটে, বশিষ্ঠের শবলা হরণ করিতে গেলেন না বটে, তথাপি তপস্যায়

কতকটা সিদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া একটা দর্প জন্মিল; তিনি ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গবাসী করিলেন; স্বতন্ত্র স্বর্গ সৃষ্টি করিয়া বিশ্বস্রষ্টার উপরে "টেক্কা" চালাইলেন! প্রকৃত সাধকের হৃদয় যে এ রকম হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু তপস্যায় বিশ্বামিত্রের বিরাম নাই। তপোবলে বিশ্বামিত্র আরও উন্নতি লাভ করিলেন। তাই বিধাতার দ্বিতীয় পরীক্ষায় বিশ্বামিত্র আত্মত্যাগ করিতে সক্ষম হইলেন; শুনঃশেফের রক্ষার্থ অম্বরীষের যজ্ঞে নিজ প্রাণাধিক পুত্রগণকে উৎসর্গ করিতে পারিলেন। তখন বিধাতা তাঁহাকে ঋষিত্ব প্রদান করিলেন।

এই ঋষির তৃতীয় পরীক্ষা উপস্থিত হইল। দেবরাজ তাঁহার জন্য মূর্ত্তিমতী প্রলোভনতুল্যা মেনকাকে প্রেরণ করিলেন। মুহূর্ত্ত জন্য জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া সেই তপঃসিদ্ধ দেহ, মন ও হৃদয় মেনকার চরণে উৎসর্গ করিলেন। কিন্তু তেজস্বী মনস্বী বিশ্বামিত্রের অধঃপতন কয়দিন থাকিতে পারে? বিশ্বামিত্র আবার উঠিলেন!—পাশবশক্তিকে পদদলিত করিয়া দ্বিগুণবলে আবার উঠিলেন—প্রলোভনকে দূর করিয়া দিয়া আবার তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এইবার ব্রহ্মার কৃপায় ঋষিবর "মহর্ষি" হইলেন। সেই তপোনিষ্ঠ মহর্ষিকে চতুর্থ বার পরীক্ষার অনলে দগ্ধ করিতে ভুবনমোহিনী রম্ভা উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই অপ্সরার "বিলাস-বিভ্রমে" মহর্ষির কোনও রূপ চিত্তবিকার জন্মিল না; অধিকন্তু অসদভিসন্ধিকারিণী বলিয়া রম্ভাকে তিনি অভিশাপ প্রদান করিলেন।

কিন্তু রম্ভাকে এইরূপে নির্যাতন করিয়া বিশ্বামিত্রের আত্মপ্রসাদ হইল না। কেন না তিনি আত্ম-পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন তাঁহার অন্যান্য রিপু সংযত হইলেও হৃদয়ে ক্রোধ এবং জিঘাংসা এখনও প্রবল। মহর্ষি অনুতপ্তচিত্তে আবার তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যাহার অধ্যবসায়, একাগ্রতা এবং পুরুষকার এতদূর প্রবল, ভগবান্ তাহাকে নিশ্চিত পুরস্কৃত করেন। তাই যখন দেবরাজ বিশ্বামিত্রকে পঞ্চমবার পরীক্ষা করিলেন—বড় ক্ষুধার সময়ে তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইলেন, তখন বিশ্বামিত্র সত্ত্বগুণান্বিত, তখন বিশ্বামিত্রের ছয় রিপু বশীভূত হইয়াছে, বিশ্বামিত্রের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাঁহার উন্নতি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; তাই তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইলেও আততায়ীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাহাকেও মিত্রভাবে দর্শন করিতে পারিলেন। তখন তিনি আর কোনও আকাঙ্ক্ষায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন না; জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া সম্পূর্ণ নিষ্কামচিত্তে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে "ব্রহ্মর্ষি" করিয়া তাঁহার জীবন সার্থক করিয়া দিলেন; দেবাদিদেব তাঁহার সুযোগ্য সন্তানকে উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

আমরা এই অতি পরিচিত এবং

পুরাতন আখ্যায়িকা হইতে একটী বিশেষ উপদেশ পাইয়া থাকি। আমরা অনেকেই কার্য্যক্ষেত্রে তম ও রজোগুণপূর্ণ বিশ্বামিত্র। সংসার সংগ্রামে পরাজিত হইয়া উন্নতিরূপ সত্বগুণান্বিত ব্রহ্মণ্য লাভের আশয়ে তপোনিরত হইতে থাকি। তার পরে প্রভেদ এই যে এখন দেখি প্রতি দিনে প্রতি মুহূর্ত্তে এবং প্রতি দণ্ডে আমাদের অগ্নি-পরীক্ষা আরম্ভ হয়, তখন আমরা আমাদিগকে অধঃপতিত দেখিয়া হতাশে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাই! যদি আমরা সেই ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের মত "উন্নতি" জীবনের লক্ষ্য করিয়া, মহতী তপস্যায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরাও প্রকৃত উন্নতি লাভ করিয়া মানব-জন্ম সার্থক করিতে পারি। সকল সময়ে আমাদের মনে রাখা উচিত যে স্নেহময় দয়াময় পতিতপাবন দেবতা আমাদের মত অধম সন্তানদিগের জন্য তাঁহার পবিত্র বলিষ্ঠ হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন; আমরা ভ্রান্ত হই, পতিত হই, অযোগ্য হই, তিনি আমাদিগকে স্নেহের আশ্রয়—অভয় আশ্রয় দিতে বিমুখ হইবেন না। অতএব আমরা সেই অভয়-প্রদ, সর্ব্বসন্তাপ-নাশন চরণ লক্ষ্য করিয়া, উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারিলে গন্তা স্থানে পৌছিবই—আমাদের প্রার্থিত উন্নতি লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবই—সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা আমাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবেনই।

আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার সময়ে, বামাবোধিনীর জন্ম-দিনে একটী প্রার্থনা করিতেছি, যাঁহারা আমাদের "সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা" শ্যামাসুন্দরী বঙ্গ জননীর সেবক ও সেবিকা, যাঁহারা স্বদেশের সেবা করিতে গিয়া সম্মুখে নানা বিঘ্ন বিপত্তি দেখিয়া মনে মনে কিছু নিরাশ হইতেন, বিফলতার আশঙ্কা অলক্ষ্যে যাঁহাদের চিত্তে প্রবেশ করিতেছে, সেই সব তরুণবয়স্ক ভাই ভগিনীদিগের কাছে আজি যুক্তকরে নিবেদন করিতেছি, এ জগতে কাহারও প্রাণপণ চেষ্টা নিষ্ফল হইবার নহে, এই কথায় বিশ্বাস করিয়া সকলে আজি মহাত্মা বিশ্বামিত্রের মত অধ্যবসায়, একাগ্রতা এবং পুরুষকার অবলম্বন করুন্। পথে অনেক ভয়, অনেক বাধা, অনেক প্রলোভন, আজি বিশ্বামিত্রের মত সে সব পদ-দলিত করিয়া সাধনায় সিদ্ধ হইয়া প্রকৃতরূপে মানুষ হইতে হইবে। আমরা অমর বংশ—আমাদের জরা নাই, মৃত্যু নাই, হতাশা নাই। আমাদের এক রমাকান্ত চলিয়া গেলে শত রমাকান্ত তাহার শূন্য স্থান পূর্ণ করিবে! উঠ! আনন্দমঠের আনন্দ ময়ের সন্তানগণ! উন্নতি সাধনা কর।

লেখিকা—শ্রীমা—

স্বর্গীয় আনন্দমোহন।

বঙ্গের উজ্জ্বলরত্ন ভারতগৌরব শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু (Mr A. M. Bose, M. A.) গত ৪ঠা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৬টার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ১৮৪৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পাইয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতা প্রেসীডেন্সী কলেজ হইতে এফ এ, বিএ, এমএ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় হইয়া উত্তীর্ণ হন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া শিক্ষা সমাপনার্থ ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিঙ কলেজের গণিতাধ্যাপকের কার্য্য করেন। তিনি যখন অনর সহিত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন কনভোকেসন সভায় ভাইসচান্সেলার মেইন সাহেব বলিয়াছিলেন, এরূপ গণিত-দক্ষতা ইংলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম ছাত্রের পক্ষেও গৌরবসূচক। ইংলণ্ডে গিয়া গণিত ট্রাইপোতে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় সর্ব্ব প্রথম 'রাঙ্গলার' হন। পরে বারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাগত হন ও কলিকাতা হাইকোর্টের 'বার' ভূষিত করেন।

বসু মহাশয় অল্পকালমধ্যে বারিষ্টারীতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে স্বদেশ সেবার্থ আগ্রহান্বিত হন। ব্যবসায় চালান ও স্বদেশসেবা একসঙ্গে কিরূপে চলিতে পারে, এই সমস্যায় পড়িয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, মফস্বলে প্রতিমাসে অল্পদিন ব্যবসায় চালাইয়া প্রয়োজন মত অর্থ লাভ করিবেন, পরে অবশিষ্ট যথেষ্ট সময় সাধারণ হিতকর কার্য্যে ক্ষেপণ করিবেন। কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াছিলেন। ছাত্রসভা, বিশ্ববিদ্যালয়, সিটী কলেজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন, কন্‌গ্রেস, স্ত্রীবিদ্যালয় প্রভৃতি সাধারণ কার্য্যের জন্য তিনি খুব খাটিয়াছেন। সিটী কলেজের তিনি সংস্থাপক এবং সাধারণ সমাজ ও ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসন স্থাপনেও তিনি প্রধান উদ্যোগী। এই সকল কার্য্যের জন্য কত পরিশ্রম ও সময়ব্যয় করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এডুকেশন কমিসনে একবার এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দুইবার সভ্য হইয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয়।

ইংলণ্ডে ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা করিয়া বসু মহাশয় সুখ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। পরে দেশের কার্য্য করিতে করিতে কয়েকবার ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে ইউরোপের অন্যান্য দেশও ভ্রমণ করেন। ইংলণ্ডের বহু সভা সমিতিতে ভারতের দুঃখকাহিনী বর্ণন করিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আর্দ্র করিয়া-

ছিলেন। ইংলণ্ডের উচ্চশ্রেণীয় লোকে তাঁহার সমাদর করেন এবং কয়েকটী ইংরাজ পুরুষ ও রমনীর সহিত তিনি বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন ও তাহার নিয়মপ্রণালী প্রণয়নে তিনিই প্রধান সহায়। অনেক বৎসর ইহার সভাপতির কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন। সিটী কলেজ তাঁহারই অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রমে চতুষ্কল আবাস-গৃহ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। বালকদিগের ন্যায় বালিকা-দিগের উচ্চশিক্ষার জন্যও তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের সহিত মিলিত হইয়া মিস এক্রয়েডের (বিবী বেভারেজ) অধ্যক্ষতাধীনে "বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়" স্কুলের স্থাপন ও উন্নতিকল্পে প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন, বেথুন স্কুল তাহারই সহিত যোগে প্রথম-শ্রেণীর কলেজে পরিণত হইতে পারিয়াছে। বেথুন কলেজ ও ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও কার্য্যাধ্যক্ষ সভায় বহুদিন ছিলেন এবং তাহার কার্য্যে অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের সভাপতি ও সম্পাদকরূপে দেশের রাজনৈতিক চর্চ্চার পথ প্রসারিত করেন। মান্দ্রাজ কন্‌গ্রেসের সভাপতি হইয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহার তুল্য-মূল্য বক্তৃতা অল্পই আছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য সময়েও কন্‌গ্রেসের অন্যতম নেতৃ-স্বরূপে অনেক বক্তৃতা ও পরামর্শ দান করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি রোগশয্যায়। তথাপি ইহার সহিত তাঁহার হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগ ছিল এবং রোগশয্যা হইতে বঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সম্বন্ধে প্রবন্ধ সময় সময় প্রচার করিয়াছেন। গত ১৬ই অক্টোবর রাখিবন্ধন দিনে "ফেডারেসন হলের" ভিত্তি স্থাপনে যে সুমিষ্ট, সুদীর্ঘ, হৃদয়দ্রাবক বক্তৃতা করেন, তাহাও অতুলনীয়।

দেশের লোকে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের দৃষ্টান্ত পায়, এজন্য তাঁহার বন্ধু স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাসের সহিত মিলিত হইয়া আসামে একটী চা-বাগান স্থাপন করেন। ইহাতে উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করিয়াছেন; আশা ছিল ইহা দ্বারা ভবিষ্যতের সংস্থান হইবে। কিন্তু ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় সে আশা সফল হইতে পারে নাই।

মেঃ বসুর উৎকট রোগ ও অকালমৃত্যু অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের ফল। তিনি কোনও কার্য্য আংশিকরূপে করিতে জানিতেন না; যাহা করিতেন, তাহাতে মনঃপ্রাণ সম্পূর্ণ ঢালিয়া দিতেন। অন্য দিকে উপযুক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা বিশ্রামের অবসর পাইতেন না। বহুকাল তাঁহার শরীর সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল। প্রথমে শ্বাসযন্ত্রের পীড়া, পরে বাত এবং পরিশেষে মস্তিকের পক্ষাঘাতে তাঁহাকে পাড়িয়া ফেলে। শেষ কয়েক বৎসর রোগশয্যায়

থাকিয়াও স্বদেশের কল্যাণে অনেক ভাবিয়াছেন ও সুযোগ পাইলেই পরিশ্রম করিয়াছেন। ইহাতেই আয়ু শীঘ্র শীঘ্র শেষ হইল।

বসু মহাশয়ের জীবন বহুঘটনাপূর্ণ, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে বৃহৎ পুস্তক হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহা বর্ত্তমান কালের উজ্জ্বল আদর্শ জীবন। মানসিক উৎকর্ষ ও তেজস্বিতা, নৈতিক বল ও চরিত্রের বিশুদ্ধতা, হৃদয়ের উদারতা ও কোমলতা, স্বাভাবিক ঈশ্বরভক্তি ও ধর্ম্মপরায়ণতা—একাধারে এত গুলি গুণের সমাবেশ অতি দুর্লভ। ভারতের যে দুঃসময় পড়িয়াছে, ইহাতে তাঁহার মত সমদর্শী, সুবিচক্ষণ, শান্ত ও উৎসাহশীল নেতার বড়ই প্রয়োজন। তাঁহার বিয়োগ জাতীয় মহা দুর্ঘটনা এবং তাঁহার অভাব পূর্ণ হইবার নয়। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার চিরশান্তি ও আনন্দ বিধান করুন্ এবং তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয় পরিজনদিগকে সান্ত্বনা দান করুন্।

বেথুনের স্মরণোৎসব।

গত ১২ই আগষ্ট রবিবার নারীহিতৈষী মহাত্মা বেথুনের ৫৫ সাংবৎসরিক স্মরণোৎসব হইয়াছে। ঐ দিবস প্রাতে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষা শ্রীমতী কুমুদিনী দাস, বি এ, ছাত্রী, অধ্যাপক ও বন্ধুগণসহ গবর্ণমেণ্ট সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হইয়া পুষ্প পল্লবে সমাধিপ্রস্তর সুসজ্জিত করেন, পরে সঙ্গীত ও সময়োচিত প্রার্থনা হয়। বেথুন স্কুলের শিক্ষক বাবু নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস বেথুন ও তাঁহার সমসাময়িক কয়েক মহাত্মার মাহাত্ম্যপূর্ণ একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অপরাহ্নে বেথুন কলেজ ভবনে ছাত্রী, শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ লইয়া এক সভা হয়, তাহাতে বেথুন কলেজ কমিটীর অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতির কার্য্য করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনাপূর্ব্বক সভা কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে অধ্যাপক বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় বাবু দ্বারকানাথ দাস প্রণীত বেথুন জীবনীর কিয়দংশ পাঠ করেন। পরে ছাত্রী চামেলী এক কবিতা পাঠ করিলে শিক্ষক—শরৎ বাবু ও নকুড় বাবু স্ব স্ব লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপরে সভাপতি সময়োচিত বক্তৃতা করিয়া বেথুনের নারীহিতৈষিতা গুণ বর্ণনা করিতে করিতে বলেন শিক্ষিতা মহিলাগণ কবে তাঁহার প্রস্তরময় মূর্ত্তির স্থলে স্বর্ণময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন? প্রত্যেকের হৃদয়-ফলকে তাঁহার ছবি অঙ্কিত রাখিতে অনুরোধ করেন, আর তাঁহাদের জীবনে বেথুনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দেশের বিপন্না ও অজ্ঞান তমসাচ্ছন্না অসংখ্য রমণীর হিতসাধনে অগ্রসর হইতে বলেন। একটী সঙ্গীত হইয়া সভাকার্য্য শেষ হয়।

কোনও বন্ধু এতদুপলক্ষে এই বিদায়-কবিতা লিখিয়াছিলেন :—

জীবন সফল করি এস মোরা ঘরে যাই;
আশীষ লইয়ে শিরে, আর কিছু নাহি চাই;
জনমে জনমে যেন
গুরো! এই নিবেদন—
তোমা হেন শিক্ষা-গুরু-পাদ-পদ্ম হৃদে পাই,
অজ্ঞান-তিমির-হর তপন যে আর নাই।

স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন মহোদয়ের প্রতি।

ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধে আজি কোন্ দেবলোকে
ছুটিছে তোমার রথ? ক্ষিপ্ত উল্কাসম
অসীম অজ্ঞেয় বেগে; আত্মার আলোকে
উজলিছ কোন্ পথ তব অনুপম,
অপার্থিব, অভ্রভেদী জ্ঞানের প্রভায়?
তোমার চরণ-তলে বসি' এক দিন
লভিয়াছি তত্ত্বজ্ঞান; গিরীশের পায়
যেমতি কুড়ায় শিলা কাণ্ডজ্ঞান-হীন
শৈলেশ-অতিথি। মুগধ নয়নদ্বয়,
ঊর্দ্ধে যদি চাহি, দেখে শূন্য সেই স্থান,
রাজত্ব করিত যথা গর্ব্বে হিমালয়,
নিমেষের তরে তার কাঁপিবে না প্রাণ?
তার পর দূর হবে যত মোহ ভয়
দেখিয়া আলোক রাজ্য অনন্ত মহান্।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেহগনি তরুর প্রতি।*

কত কাল ধরে হে বিশাল তরুবর!
দাঁড়ায়ে রয়েছ এই প্রাঙ্গণ উপর।
কি গভীর ধ্যানে মগ্ন আছ দাঁড়াইয়া,
তোমা হেরি বিস্ময়েতে পরিপূর্ণ হিয়া।
নিত্য নিত্য হেরি তব প্রশান্ত মুরতি,
আপনাকে ভুলে যাই—নাহিক শকতি
বর্ণিতে সে ভাবোচ্ছ্বাস, হৃদে যা উথলে
মহিমা-পূরিত দেহ হেরি কুতূহলে।
ফুলসাজে যবে সাজে ভীম কলেবর
অনিমেষে চেয়ে থাকি মোহিত অন্তর।
মনে পড়ে যেই দিন প্রথম জীবনে
এসেছিনু প্রকৃতির এ ক্রীড়া-কাননে।
তোমার ছায়ায় কত আনন্দের মেলা
মিলিয়াছে শিশুর সে শৈশবের খেলা।
কতই স্বর্গের ভাব এনেছ প্রাণেতে,
স্মরিয়া সে সব কথা প্রাণ উঠে মেতে।
শাখা প্রশাখার অই প্রতি অস্থিপরে
ইতিবৃত্ত লেখা আছে অনন্ত অক্ষরে।
কত ঝড় বজ্রাঘাত সহিয়াছ প্রাণে,
তবুও রয়েছ চেয়ে নীলাকাশ পানে।
ঘোর দুর্দ্দিনেতে নহ অবনত-শির,
দাঁড়াইয়া আছ—ভাব কি স্থির গম্ভীর!
(হায়!) সংসারের ঝঞ্ঝাবাত যদি তুচ্ছ করে
যেতে পারিতাম আপনার লক্ষ্য ধরে,

---

* দমদমা "কেয়ারি হল" ভবনপ্রাঙ্গণস্থ প্রাচীন বৃহৎ ও সুন্দর তরুবর। ইহার ছায়াতলে অনেক বন্ধু সম্মিলন হইয়াছে এবং মাঘোৎসব উপলক্ষে শত শত নরনারী তথায় বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য ও দুঃখে বিষয় ইহার অধিকারীর পীড়ার সঙ্গে সঙ্গে তরুবরটী শুষ্ক ও জীবন্মৃতপ্রায়। বা, বো, স।



পুণ্যশীল আনন্দমোহন।

(SAINT ANANDA MOHAN).

আনন্দময়ের পুত্র আনন্দমোহন!
কি মোহন মন্ত্রে তুমি মোহিলে ভুবন!
সৌম্যমূর্ত্তি হাস্য-আস্য প্রতিভা-মণ্ডিত,
স্নিগ্ধদৃষ্টি প্রাণস্পর্শী বর্ষিত অমৃত।
বাগ্‌দেবীর প্রিয় পুত্র! তব কণ্ঠস্বর
কি মধুর সুধাময় প্রাণমুগ্ধকর!
মনস্বী তেজস্বী তুমি উদার-পরাণ,
শান্ত দান্ত সুবিবেকী ধীর ভক্তিমান্।
কত বিদ্যা জ্ঞানে গুণে হ'লে অলঙ্কৃত,
নাহি অহঙ্কার-লেশ—সদা সুবিনীত।
আদর্শ চরিত্র সুপবিত্র সুনির্ম্মল,
ধর্ম্মের মুকুট শিরে চির সমুজ্জ্বল।
ক্ষণজন্মা পুণ্যকর্ম্মা বিদ্যা ধন বল—
বিধাতার প্রিয়কার্য্যে সঁপিলে সকল।

সুপুত্র সুপিতা-ভ্রাতা সুমিত্র সুজন,
সুযশে তোমার পূর্ণ হয়েছে ভুবন।
পণ্ডিতসমাজে তুমি পণ্ডিতপ্রধান,
বাগ্মী গুণী কৃতী বশী ব্রতী কীর্ত্তিমান্।
মহাপ্রাণতায় নিজে হয়ে উচ্ছ্বসিত,
কত প্রাণে দিলে প্রাণ করি সঞ্চারিত।
সুকীর্ত্তি তোমার তব শিষ্য যুবদল;
সুকীর্ত্তি তোমার "সিটিকলেজ" উজ্জ্বল,
সুকীর্ত্তি ভারত-রাজনীতির সমাজ; *
সুকীর্ত্তি ব্রাহ্মসমাজ ধরি নব সাজ। †
বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ছিলে ছাত্র সর্ব্বোত্তম,
ভারত "র‍্যাংলার" দলে তুমিই প্রথম।

* Indian Association.
† Sadharan Brahmo Samj.

'সেণ্ট ব্যারিষ্টার' হাইকোর্টের ভূষণ,
সিণ্ডিকেট সেনেটেতে মন্ত্রী বিচক্ষণ।
ব্যবস্থা-সভায় সভ্য হ'য়ে মনোনীত,
সাধিলে অশেষ মতে স্বদেশের হিত।
জাতীয় মহাসভায়* লভি শীর্ষস্থান,
করিয়াছ মাতৃপূজা ঢালি মনঃপ্রাণ।
স্নাপি-বঙ্গনের জন-সমুদ্রের মাঝে
বাঁধিলে প্রেমের সেতু জীবনের সাঁঝে।
সংসারের কুরুক্ষেত্রে যুঝি অবিরত,
কায়মনোবাক্যে সাধি জীবনের ব্রত,
ভীষ্ম-শর-শয্যা তব রোগ-শয্যোপর
ইষ্ট-যোগ ধ্যানে জ্ঞানে কাটিয়া বৎসর
নীরবে আনন্দধামে করিলে প্রস্থান;
যাও দেব! ব্রহ্ম-পদে লভ তব স্থান।

* Madras Congress.

তোমার মতন, ধন্য হইত এ প্রাণ,
হইত না হৃদি শোকে তাপে ম্রিয়মাণ।
তোমার তলায় বসে সুখের স্বপন
কতই হেরেছি তাহা হতেছে স্মরণ।

জীবনের পথে যত আলোকের রেখা,
তোমারি ছায়াতে তার পাইয়াছি দেখা।
জীবনের বেলাভূমি-তীরে দাঁড়াইয়া,
ধন্যবাদ করি তোমা পরাণ ভরিয়া।

শ্রীস্বর্ণপ্রভা বসু।*

নূতন সংবাদ।

১। বড়ই দুঃখের বিষয়, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবোগম-প্রকৃতি যোগীন্দ্রনাথ গত ৩রা ভাদ্র পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি বামাবোধিনীর একজন লেখক ছিলেন। ঈশ্বর ইঁহাকে শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন।

২। লেডী মিণ্টোর ধাত্রীফণ্ডে ৭০ হাজার টাকা দাতব্য উঠিয়াছে।

৩। বরদার গুইকোয়ার মহারাণীসহ ২৭এ জুলাই আমেরিকা ছাড়িয়াছেন, ইংলণ্ড হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।

৪। বোম্বাইয়ের বাল পত্রিকার সম্পাদক ভোপাতকার রাজদ্রোহসূচক প্রবন্ধ লেখার আরোপিত অপরাধে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার মুক্তিতে দেশবাসী সর্ব্বসাধারণ সভা করিয়া মহা সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ তিলক সভাপতি ছিলেন এবং এম এম পারাঞ্জে প্রভৃতি দেশহিতৈষিগণ বক্তৃতা করেন।

৫। পূর্ব্ববাঙ্গলার অনাথ বালকবালিকাদিগকে আশ্রয় দানার্থ পঞ্জাব আর্য্যসমাজ তৎপর হইয়াছেন। ইহার অধীনে ১০—১২টী অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে।

৬। কলিকাতায় ছেলেধরার ভয় হইয়াছে। পুলিস কমিসনর হালিডে সাহেবকে অনরেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। অনুসন্ধানে দেখা গেল অধিকাংশ হুজুক মাত্র।

৭। দক্ষিণ আমেরিকার ভালপারিসোর উত্তরাংশে ভূমিকম্প হইয়াছে, ১২টী নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অনেক লোক হতাহত হইয়াছে।

বামারচনা।

দুর্গা-আমন্ত্রণ।

এস মা মৃণ্ময়ী দুর্গে শক্তি সনাতনী!
মহোল্লাসে ধরাখানি,
সেজেছে সৌন্দর্য্য-রাণী
গাহিছে নৌবত তব গীতি-আগমনী।১

* বামাবোধিনীর এই সহৃদয়া প্রবীণা লেখিকার লিখিত অনেকগুলি সুন্দর কবিতা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, আমরা সাদরে ক্রমে তাহা প্রকাশ করিব। বা, বো, স।

ও প্রতিমা মাটী গড়া কে বলে জননী ?
আমাদের মা-টী তুমি,
স্নেহময়ী জন্মভূমি,
মাটীকে চিনিনি মোরা অধম এমনি ।২
প্রতি শরতেতে তুমি সাজ মা সারদা।
হরিত শস্যের ঘটা,
কাঞ্চন বরণ ছটা,
বুঝিনি তুমিই মাগো অম্বিকে মোক্ষদা ।৩
মহাবাহু বলরূপী কার্ত্তিকেয় লয়ে
জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতী,
সর্ব্ব-সিদ্ধি গণপতি,
ধনরূপী লক্ষ্মীসহ এস দুর্গা হয়ে ।৪
দশভুজে ধর মাগো দশ প্রহরণ।
সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ক্ষমা, ধৃতি,
শৌর্য্য, বীর্য্য, স্নেহ, স্মৃতি,
জ্ঞান, বিদ্যা আদি দিব্য অস্ত্র সুশোভন ।৫
পাশব শক্তিকে পদে করিয়া দলিত,
পাপাসুর নাশ করি,
শক্তিময়ী মূর্ত্তি ধরি,
সন্তানের হৃদে শক্তি কর সঞ্চারিত। ৬
তুমি চির-শোভাময়ী মঙ্গল-দায়িনী।
বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরী,
সুপবিত্রা শান্তিকরী,
শুভঙ্করী সর্ব্বময়ী সম্পদ-শালিনী।৭
জেগেছে মা আজি তব অধম সন্তান।
করিবারে মাতৃ-পূজা,
ডাকিতেছে দশভুজা,
কর মা সন্তান পানে কৃপা দৃষ্টি দান ।৮
দিব ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ও পদকমলে।
এস দেবী সুরেশ্বরী !
তব পদে ভিক্ষা করি,
ধন পুত্র যশঃ ভাগ্য দেহ মা সকলে।৯
এস মা মৃণ্ময়ী দুর্গে শক্তি সনাতনী !
দুঃখ ক্লেশ শোক তাপ,
দূর করি সর্ব্ব পাপ,
রাখ মা সন্তানে পদে জগত-জননী ।১০

নিবেদন।

জন্মভূমি মা রূপিণী, আছিলেন পূর্ব্বে ইনি,
জগদ্ধাত্রী দেবী কেশরি-বাহিনী।
চতুর্ভুজ-সমন্বিতা, আভরণ সুশোভিতা,
বালার্ক-বরণা সুচারু-হাসিনী।
এবে বিষাদে বালিকা, হয়েছেন মা লম্বিকা,
হৃত-সরবস্বা কঙ্কাল-মালিনী।
লাঞ্ছিতা মলিনা ক্ষীণা, পূর্ব্বশ্রী-বিহীনা দীনা,
বহু-শোক-তাপ-ক্লিষ্টা বিষাদিনী।
মা'র সন্তান সন্ততি! মা'র এ কালী মূরতি,
ঘুচাও সকলে মিলিয়ে গো ত্বরা।
দশ প্রহরণ দিয়ে, দশভুজা সাজাইয়ে,
মায়েরে কর গো দুর্গা দুঃখহরা।
মাকে করি দশভুজা, কর সবে মা'র পূজা,
'বন্দেমাতরং' মহা মন্ত্র উচ্চারি।
এই মানব-জীবন, ভবে জনম-গ্রহণ,
সফল হইবে আর পাবে বর্গ চারি।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. God is the source of all light and He lighteth the world of matter as well as that of the spirits.

2. The light at first cometh unasked to save the sinner.

3. He who receiveth the light and useth it properly is capable of receiving more of it.

4. He who disregardeth the light or abuseth it becometh less and less capable of receiving it.

5. Having received the light we should think ourselves debtors to our fellow men and we are bound to save them with that light.

6. The just shall live by faith and the righteousness of God, revealed from faith to faith.

7. A faithful life is a light to guide us and to establish our soul in God.

8. The secret of God's righteousness is revealed to the faithful alone.

9. Most men are faithless and unjust. They cannot appreciate the righteousness of God in all His ways and are tempted to be unjust and unholy.

10. To hold the truth in unrighteousness is an unpardonable sin and divine punishment comes in thousand shapes on those who knowing Him do not worship Him in spirit and truth and having His light do not mould their life according to it, rather who persist in the way of sin and are delighted with it.

THE FAIREST ROSE HAS ITS THORN.

In childhood's bower she roved about,
Her heart was glad and free,
A simple joy she found around
In every bush and tree,
But human-like her nature yearned
For something that was new;
Ah, little child! you could not guess
What that would bring to you?
And on she passed from childhood's bowers
To a garden fair and bright,
Where flowers were in glorious bloom
And breathed of fresh delight.
In rapture glad, the maiden stooped,
And while her heart did beat,
She stretched her hand to pluck the rose
Whose fragrance smelt so sweet.
The prize was hers—so what a prize?
She pressed it to her heart,
A thorn pierced through her tender flesh
And left there such a smart—
That the maid in agony and in a new-felt pain
Turned to seek her former haunts
but alas, in vain!
The gate that led to childhood's bower
Was closed. n'er more to ope;
To enter in its precincts bright,
Again she may not hope.
Ah maid! this is but your desire,—
This is the something new,
Which with its wondrous rare delight
Has brought its pain to you.

ও প্রতিমা মাটী গড়া কে বলে জননী ?
আমাদের মা-টী তুমি,
স্নেহময়ী জন্মভূমি,
মাটীকে চিনিনি মোরা অধম এমনি।২
প্রতি শরতেতে তুমি সাজ মা সারদা!
হরিত শস্যের ঘটা,
কাঞ্চন বরণ ছটা,
বুঝিনি তুমিই মাগো অম্বিকে মোক্ষদা।৩
মহাবাহু বলরূপী কার্ত্তিকেয় লয়ে
জ্ঞান বিদ্যা সরস্বতী,
সর্ব্ব-সিদ্ধি গণপতি,
ধনরূপী লক্ষ্মীসহ এস দুর্গা হয়ে।৪
দশভুজে ধর মাগো দশ প্রহরণ।
সিদ্ধি, ঋদ্ধি, ক্ষমা, ধৃতি,
শৌর্য্য, বীর্য্য, স্নেহ, স্মৃতি,
জ্ঞান, বিদ্যা আদি দিব্য অস্ত্র সুশোভন।৫
পাশব শক্তিকে পদে করিয়া দলিত,
পাপাসুর নাশ করি,
শক্তিময়ী মূর্ত্তি ধরি,
সন্তানের হৃদে শক্তি কর সঞ্চারিত।৬
তুমি চির-শোভাময়ী মঙ্গল-দায়িনী।
বিশ্বমাতা বিশ্বেশ্বরী,
সুপবিত্রা শান্তিকরী,
শুভঙ্করী সর্ব্বময়ী সম্পদ-শালিনী।৭
জেগেছে মা আজি তব অধম সন্তান।
করিবারে মাতৃ-পূজা,
ডাকিতেছে দশভুজা,
কর মা সন্তান পানে কৃপা দৃষ্টি দান।৮
দিব ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি ও পদকমলে।
এস দেবী সুরেশ্বরী!
তব পদে ভিক্ষা করি,
ধন পুত্র যশঃ ভাগ্য দেহ মা সকলে।৯
এস মা মৃণ্ময়ী দুর্গে শক্তি সনাতনী!
দুঃখ ক্লেশ শোক তাপ,
দূর করি সর্ব্ব পাপ,
রাখ মা সন্তানে পদে জগত-জননী।১০

নিবেদন।

জন্মভূমি মা রূপিণী, আছিলেন পূর্ব্বে ইনি,
জগদ্ধাত্রী দেবী কেশরি-বাহিনী।
চতুর্ভুজ-সমন্বিতা, আভরণ সুশোভিতা,
বালার্ক-বরণা সুচারু-হাসিনী।
এবে বিষাদে বালিকা, হয়েছেন মা লম্বিকা,
ক্ষত-সরবস্বা কঙ্কাল-মালিনী।
লাঞ্ছিতা মলিনা ক্ষীণা, পূর্ব্বশ্রী-বিহীনা দীনা,
বহু-শোক-তাপ-ক্লিষ্টা বিষাদিনী।
মা'র সন্তান সন্ততি! মা'র এ কালী মূরতি,
ঘুচাও সকলে মিলিয়ে গো ত্বরা।
দশ প্রহরণ দিয়ে, দশভুজা সাজাইয়ে,
মায়েরে কর গো দুর্গা দুঃখহরা।
মাকে করি দশভুজা, কর সবে মা'র পূজা,
'বন্দেমাতরং' মহা মন্ত্র উচ্চারি।
এই মানব-জীবন, ভবে জনম-গ্রহণ,
সফল হইবে আর পাবে বর্গ চারি।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র,
শোভাবাজার রাজবাটী।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. God is the source of all light and He lighteth the world of matter as well as that of the spirits.

2. The light at first cometh unasked to save the sinner.

3. He who receiveth the light and useth it properly is capable of receiving more of it.

4. He who disregardeth the light or abuseth it becometh less and less capable of receiving it.

5. Having received the light we should think ourselves debtors to our fellow men and we are bound to save them with that light.

6. The just shall live by faith and the righteousness of God, revealed from faith to faith.

7. A faithful life is a light to guide us and to establish our soul in God.

8. The secret of God's righteousness is revealed to the faithful alone.

9. Most men are faithless and unjust. They cannot appreciate the righteousness of God in all His ways and are tempted to be unjust and unholy.

10. To hold the truth in unrighteousness is an unpardonable sin and divine punishment comes in thousand shapes on those who knowing Him do not worship Him in spirit and truth and having His light do not mould their life according to it, rather who persist in the way of sin and are delighted with it.

THE FAIREST ROSE HAS ITS THORN.

In childhood's bower she roved about,
Her heart was glad and free,
A simple joy she found around
In every bush and tree,
But human-like her nature yearned
For something that was new ;
Ah, little child ! you could not guess
What that would bring to you ?
And on she passed from childhood's bowers
To a garden fair and bright,
Where flowers were in glorious bloom
And breathed of fresh delight.
In rapture glad, the maiden stooped,
And while her heart did beat,
She stretched her hand to pluck the rose
Whose fragrance smelt so sweet.
The prize was hers--so what a prize ?
She pressed it to her heart,
A thorn pierced through her tender flesh
And left there such a smart—
That the maid in agony and in a new-felt pain
Turned to seek her former haunts
but alas, in vain !
The gate that led to childhood's bower
Was closed. n'er more to ope ;
To enter in its precincts bright,
Again she may not hope.
Ah maid ! this is but your desire,—
This is the something new,
Which with its wondrous rare delight
Has brought its pain to you.

What can you do but keep the rose,
Though it has caused you pain,
Does not its beauty still delight,
its fragrance still remain?
Lalita Gupta.

A TOTAL eclipse of the sun, visible in Thibet and Siberia, will occur on January 14th next.

THE total amount held to the credit of the Patriotic and Indian Heroes Fund is Rs. 20,40,300 in securities and Rs. 9,04,911 in cash.

MRS. ANNIE BESANT has had a note from the Lady-in-waiting to H. R. H. the Princess of Wales. It says that the princess is sending a signed portrait of H. M. the king; and that she will be much obliged if Mrs. Besant will kindly present the picture to the College Hall at Benares on behalf of Her Royal Highness.

Mr. Beit in his will bequeathed £480,000 sterling for education and charity in South Africa. £158,750 to London University, £6,000 to London Hospitals and charities, £1,000 to the Union Jack Club, and £20,000 to charities in Hamburg.

Through the influence of the President of the United States, Peace was signed on board the cruiser Marblehead between San Salvador and Guatemala on 21st July last.

The Feminist Movement—Eighty thousand French women now belong to the feminist movement which has brought over the Countess of Aberdeen to Paris. Their programme in France is for the present limited to international arbitration, the suppression of the White Slave Traffic, and the right of women to vote in countries enjoying representative Government.

Rice is the staple food of the Indians, and especially of the Bengalis and Madrasis. The Indian rice, which once had no sale in European markets is now consumed by the people in the west. From all reports we learn that during the year 1905-06, India exported rice to the value of Rs. 18,63,96,404. It is no wonder that famine and scarcity will be so frequent now in India.

SUCCESS OF BENGALI MEDICAL STUDENT :—We are glad to learn that Dr. S. K. Nag who after having passed the L. M. S. Examination of the Calcutta University, proceeded to Chicago to complete his education there, has succeeded in obtaining the degree of M. D. of the Chicago University. Dr. Nag is on his way back to India. He is a nephew of Dr. P. K. Roy and Dr. D. N. Roy, the well known Homeopathic Physician of this town.

ALTERATION OF EXAMINATION DATES :—In modification of a previous announcement the following dates have been fixed for holding the ensuing Premchand Roychand Studentship, Honours in Law, M. A. and B. L. Examinations and the Second L. M. S. Re-examination :—Premchand Roychand Studentship and Honours in Law, 19th November 1906 and following days, M. A, B. L., and 2nd L. M. S. Re-examination, 26th November 1906 and following days.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 518. Oct., 1906.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৪ বর্ষ। ৫১৮ সংখ্যা। { আশ্বিন, ১৩১৩। অক্টোবর, ১৯০৬। } ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাখি-বন্ধনোৎসব—আগামী ১৬ই অক্টোবর কলিকাতা 'অখণ্ড বঙ্গ' ক্ষেত্রে ইহার সাংবৎসরিক উৎসব হইবে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে সাধু মহাত্মা আনন্দমোহন গত বৎসর আচার্য্য হইয়া এই উৎসব প্রতিষ্ঠা করেন, এ বৎসর তিনি পরলোকগত!

বঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে মন্তব্য—ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী কাম্বেল বানারম্যান আশ্বাস দিয়াছেন, এ কার্য্যের অযৌক্তিকতা দেখাইতে পারিলে তিনি ইহার পুনর্বিচার করিবেন। পারিসের প্রসিদ্ধ "টেম্পস" পত্র বঙ্গচ্ছেদকে দূষিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

বঙ্গচ্ছেদের সপক্ষ যুক্তি দুর্ব্বল, বিপক্ষে শত শত অকাট্য যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্ত্রিবর চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই আমরা কৃতার্থ হই।

হরিষে বিষাদ—বোম্বাইয়ের জজ বদরুদ্দীন তায়েবজী ইহার চিফ জষ্টিস বা প্রধানতম জজ পদে মনোনীত হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ড হইতে তাঁহার দেহত্যাগের সংবাদ আসিয়াছে।

ইনি ভারতের পরমহিতৈষী সুযোগ্য সন্তান ছিলেন, ভারতের জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির কার্য্য করেন। অল্পদিনের মধ্যে ডবলিউ সি বানুর্জি, আনন্দমোহন বসু ও তায়েবজী কন্‌গ্রেসের তিনজন সভাপতি চলিয়া গেলেন, ইহা ভারতের পক্ষে মহা দুর্ভাগ্য।

রুসীয় বিপ্লব—রুসীয় রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবর্গে প্রধান রাজমন্ত্রী ষ্টলিপিনের পৌত্রের নামকরণ উপলক্ষে এক সমারোহ হয়, তাহাতে একজন চক্রান্তকারী এক বোম নিক্ষেপ করিয়া ৩০ জনকে হত ও ৩১ জনকে আহত করিয়াছে।

রুসিয়ার পাপের ভরা পূর্ণ হইতে বাকী নাই। ধনেপ্রাণে কত বড় লোকই মারা গেল। ঈশ্বর রক্ষা করুন।

শিল্পশিক্ষায় গবর্ণমেণ্ট—বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পশিক্ষার উন্নতির

জন্য ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এই সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

আমীরের ভারতাগমন—আগামী নবেম্বরে কাবুলের আমীর নিমন্ত্রিত হইয়া রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

উচ্চ পদত্যাগ—সার জষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ আগামী নবেম্বরে হাইকোর্টের জজের পদ হইতে অবসর লইবেন।

চন্দ্রমাধব বাবু আপনার সুযোগ্যতার পরিচয় দিয়া গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় সাধারণের সম্মানভাজন হইয়াছেন। আমরা আশা করি তিনি এখন অবসরকাল এদেশের কল্যাণে নিয়োজিত করিবেন। তাঁহার মত লোকের সমাজ-নেতৃত্ব বড়ই প্রার্থনীয়।

চিন লেডী গ্রাজুয়েট—জাপানী বালিকাবিদ্যালয় হইতে ৩০ জন চিন যুবতী উপাধিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

জাপানীরা কেবল নিজদের জন্য নয়, চিন-বালিকাদের শিক্ষার্থও উচ্চ বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ইহাদ্বারা তাঁহারা কি মহত্বই প্রকাশ করিতেছেন!

জাপানের মহাক্ষতি—জাপানী সেনাপতি কোডামার মৃত্যু হইয়াছে। ইনি স্থলযুদ্ধে জাপানের গৌরব সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ফুলারের বিদায়—কলিকাতার ইংলিসম্যান-পক্ষীয় ইংরাজেরা সার বামফিল্ড ফুলারকে ভোজ দিবার অবসর পাইলেন না, তিনি সিলঙ হইতে বোম্বাই দিয়া জাহাজযোগে ইংলণ্ডে প্রস্থান করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ কতকটা জুড়াইল।

স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যাগমন—এই রামকৃষ্ণশিষ্য মহাত্মা আমেরিকায় দশ বৎসর বেদান্ত শিক্ষা দিয়া সিংহল ও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে সগৌরবে অভ্যর্থিত হইয়াছেন, এখন পুরী হইয়া কলিকাতায় আসিবেন।

আমরা ইহাঁকে সাদরে অভিবাদন করিতেছি। বিদেশ হইতে যে অভিজ্ঞতা আনিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি দেশবাসীদিগকে উপকৃত করুন।

লেডী কর্জনের উইল—১৮৯৮ সালে ভারতসমুদ্র-বক্ষে তাঁহার শেষ উইল করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি ১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকার সম্পত্তি এবং অনেক হীরা মণিমুক্তার গহনা রাখিয়া গিয়াছেন।

সাধ্বী রমণী প্রায় সমগ্র সম্পত্তি স্বামীর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। পিতাকে একখানি পুস্তক ও মাতাকে কিছু পোসাক দিয়াছেন। লর্ড কর্জন তাঁহার প্রিয় ভারতের উপকারার্থ এই টাকার কিছু অংশ কি দিবেন?

মহিলা-বৃত্তি—(সিনিয়ার) মাসিক ২০৲ টাকা—জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী, বেথুন কলেজ; ১৬৲ টাকা—রমা ভট্টাচার্য্য, বেথুন কলেজ। (জুনিয়ার) মাসিক ১৬৲ টাকা—সত্যপ্রিয়া ঘোষ, বাঁকীপুর ফিমেল স্কুল; ১২৲ টাকা—বিভাবতী রায়, বেথুন স্কুল; ৮৲ টাকা—প্রভাসনলিনী ঘোষ, কলিকাতা ওম্যান্স ইউনিয়ন সোসাইটী।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ১৫ই আগষ্ট করসিকা দ্বীপের অন্তর্গত আজাক্সিও নামক স্থানে নেপোলিয়ানের জন্ম হয়. তাঁহার পিতার নাম চার্লস এবং মাতার নাম লেটিজিয়া রামোলিনী। চার্লস একজন উকিল ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় একবারে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি এক সময় ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে সেনাপতি পেয়োলির অধীনে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান ইহাঁদিগের মধ্যম পুত্র। নেপোলিয়ানের বয়স যখন ১০ বৎসর, তখন তিনি ব্রায়-নের সামরিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় ৫॥ বৎসর রীতিমত শিক্ষা লাভ করেন। বিদ্যালয়ের পরিদর্শক রাজ-সরকারে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রেরণ করেন:—"গণিতবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ, ইতিহাস ও ভূগোলে মধ্যম, লাটিন, অলঙ্কার শাস্ত্রে ও অন্যান্য বিষয়ে কাঁচা; মিতব্যয়ী, অধ্যয়নশীল, সচ্চরিত্র এবং অত্যুৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যবান্"। তাঁহার ছাত্র-জীবনের একটি আখ্যায়িকা প্রসিদ্ধ আছে। সে এই যে ব্রায়ন বালকেরা একটি বরফের কেল্লা আক্রমণ ও রক্ষা করেন। নেপো-লিয়ান আক্রমণকারীদিগের নেতা হইয়া জয়লাভ করেন। ১৭৮১ সালের অক্টোবর মাসে যখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর মাত্র, তখন তিনি পারিসের সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এক বৎসর যাইতে না যাইতে তিনি গোলোন্দাজদিগের লেফটেন্যাণ্ট পদ প্রাপ্ত হন।

ফরাসী বিপ্লবকালে নেপোলিয়ান সাধারণ লোকের পক্ষ অবলম্বন করেন। টুলো নগরের কেল্লা ভগ্ন করেন এবং জাতীয় রক্ষক সেনাদলকে গোলাগুলি দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেন। ফরাসী ইতিহাসে যে একটি নূতন যুগের পত্তন হইবে এবং ২০ বৎসর কাল তিনি তাহার কেন্দ্রস্থানীয় হইবেন, ইহা তখন তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। উপরি-উক্ত যুদ্ধ ঘটনার পর তাঁহার নাম জাহির হইল এবং তিনি দ্রুতগতিতে উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইতে লাগিলেন। বারাস নামে এক সম্ভ্রান্ত লোক এই সময় ফরাসী গবর্ণ-মেণ্টের একজন ডিরেক্টর ছিলেন। বোনা-পার্টি ২৫ বৎসর বয়সে তাঁহার অনুগ্রহে এক মফস্বল সৈন্যদলের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর ১৭৯৬ সালের মার্চ মাসে জোসেফাইন নাম্নী এক ভূতপূর্ব্ব সেনাপতির বিধবার সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। পত্নী তাঁহার অপেক্ষা বড় হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই বিবাহ তাঁহার পক্ষে শুভজনক হইল, বিবাহের পূর্ব্বদিন সামরিক মন্ত্রী কর্ণো তাঁহাকে ইটালীয় সৈন্যের জেনারেলের পদে অভিষিক্ত করিলেন।

ইটালীর উত্তরাংশ এই সময় অংষ্ট্রা অষ্ট্রেলীয় সৈন্য দ্বারা ছাইয়াছিল, প্রাচীন বোলো তাঁহাদিগের অধিনায়ক। সার্ডিনিয়ার সৈন্যগণ ইহাদিগের সাহায্যকারী। এই প্রবল শত্রুদলের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নেপোলিয়ান যে উপকরণ লইয়া নাইস নগরে উপস্থিত হইলেন, তাহা নিতান্ত হাস্যজনক। ইহাদিগের পোষাক খারাপ, খাদ্য খারাপ, তোয়াজ খারাপ এবং বেতন অল্প। ৪২ হাজার সৈন্যের মধ্যে কাজের মত ১০০ অশ্বারোহীও মেলা দুষ্কর। সুবিধার মধ্যে একটী—সৈন্যগণ যুবক, তিনিও ২৬ বৎসরের যুবক সেনাপতি। নূতন ফরাসী গবর্ণমেণ্টের গৌরব রক্ষা ইহাদিগের যেমন প্রার্থনীয়, ইহাদিগের পক্ষে তাহা সেইরূপ দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কি আশ্চর্য্য! যুবক নেপোলিয়ান এই অনুপযুক্ত সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করিয়া এক বৎসরের মধ্যে সমুদায় ইটালি জয় করিলেন। এই প্রাচীন শিল্প-সঙ্গীতের দেশে প্রতি পদবিক্ষেপে জয়লক্ষ্মী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। ম্যানটিনট্ এবং মিলেসিমো-ক্ষেত্রে তিনি অষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিলেন এবং পিডমণ্টের সাহায্যকারীদিগকে বিচ্ছিন্ন ও কোণঠেসা করিয়া পরাস্ত করিলেন। সার্ডিনিয়ারাজ ভিক্টর তয় আমেদিয়াস তাঁহার সহিত সন্ধিবন্ধনে বাধ্য হইলেন। তাঁহার প্রধান দুর্গসকল এবং গিরিসঙ্কট সকল ফ্রান্সের হস্তে সমর্পণ করিতে হইল। জয়স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বোনাপার্টি পো নদ পার হইয়া শত্রু-সেনানায়ক বোলোকে পশ্চাৎ-পদ হইতে বাধ্য করিলেন। পরে লডি সেতুতে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। অষ্ট্রীয় কামান সকল অগ্রগামী সেনাদলের উপরে কালাগ্নির মত অগ্ন্যুদ্গিরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসী গ্রেনেডিয়ার সৈন্য অপ্রতিহতভাবে অগ্রসর হইয়া সেতু অধিকার করিল এবং অষ্ট্রীয় গোলোন্দাজদিগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া তাহাদিগকে সাঙ্গিন-বিদ্ধ করিতে লাগিল। বোলো তাহাদিগের সাহায্যের নিমিত্ত পদাতিক সৈন্য আনিতে অবসরই পাইলেন না। মিলান নগর বিজয়ী নেপোলিয়ানের হস্তগত হইল। মাণ্টুয়া কিছুকাল অজেয় রহিল। আরকোলায় ৩ দিন ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে অবশেষে নেপোলিয়ানেরই জয় হইল। ১৭৫৭ সালের প্রারম্ভেই রিভোলির জয় এবং মাণ্টুয়ার আত্মসমর্পণ প্রসিদ্ধ ঘটনা। ইটালি এখন নেপোলিয়ানের পদানত, অষ্ট্রিয়া অরণ্যে লুক্কায়িত।

বোনাপার্টি আল্প্স্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আর্চ্চডিউক চার্লসকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ভিয়েনা আর আট দিনের পথ, এমন সময়ে সন্ধির প্রার্থনা আসিল। নেপোলিয়ান তখন প্রাচীন ভিনিস গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। ভিনিস শ্রী সম্পদে অতুলনীয় এবং "Bride of the Adriatic" এড্রিয়েটিক সাগরের বরবর্ণিনী বলিয়া

খ্যাত। ভিনিসের দণ্ডবিধান দ্বারা অষ্ট্রিয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল। ভিনিসীয় পোতের স্বুবর্ণ সজ্জা সকল হরণ করা হইল; ভিনিসীর বহর সকল জলমগ্ন করা হইল। ইটালীর অত্যুৎকৃষ্ট চিত্রপট ও শিল্পজাত সকল ফ্রান্সের টুলিয়ার প্রাসাদে ইতিপূর্ব্বে নীত হইয়াছিল, এখন ভিনিসে যে কিছু মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট বস্তু ছিল, তাহাও তথায় নীত হইল। অতঃপর ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে কাম্পোফারমীর সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহা দ্বারা ফ্রান্স নিদারলণ্ড, রাইন নদীর বামতীরস্থ ভূভাগ, আয়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং ভিনিসীয় রাজ্য লাভ করিল।

নেপোলিয়ান নূতন জয়-মুকুট-লোলুপ হইয়া মিশর দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন এবং ১৭৯০ সালের গ্রীষ্মকালে পিরামিড যুদ্ধক্ষেত্রে মামলুক জাতিকে পরাজিত করিলেন। তখন ভারতবর্ষে ইংরাজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। ইংরাজ-হস্ত হইতে ভারতবর্ষ ছিন্ন করিয়া লওয়া তাঁহার একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার প্রবল শত্রু নেল্‌সন্ তাঁহাকে ভূমধ্যস্থ সাগরে তাড়িত করিলেন এবং আবুকার নামক স্থানে ১৭৯৮ সালের ১লা অক্টোবর তাঁহার রণপোত সকল বিধ্বস্ত করিলেন। ইহার পর নেপোলিয়ান্ একার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে জয়-বিস্তারের আশা পরিত্যাগ করিলেন। নেপোলিয়ানের সেনাদল ক্লান্ত, পীড়িত ও অনাহারে মুমুর্ষু প্রায়। তিনি সেনাপতি ক্লেবারের হস্তে তাহাদিগকে ন্যস্ত করিয়া কয়েকটী অনুরক্ত কর্ম্মচারিসহ গোপনে গোপনে ফ্রান্সে আগমন করিলেন। তিনি ১৭ মাস অনুপস্থিত ছিলেন, ইহার মধ্যে বিষম বিভ্রাট ঘটিয়াছে। অষ্ট্রিয়া রুসিয়ার সাহায্যে ইটালি পুনরুদ্ধার করিয়াছে; ফরাসী সৈন্য রাইন নদীর তীরে সমবেত এবং আর্থিক বিষয়ে রাজ্যের ঘোর দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। রাজস্বের অবস্থাও শোচনীয় হইয়াছে। যে ডিরেক্টরির উপরে রাজ্য-ভার ছিল, তাঁহারা লোকের নিতান্ত বিরাগভাজন হওয়াতে সকলের দৃষ্টি নেপোলিয়ানের উপর পড়িল। তিনি একদিন রাজসভাগৃহে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া সভাসদ্দিগকে তাড়াইয়া দিলেন। পরে ফ্রান্স রাজ্য শাসনার্থ দশ বৎসরের জন্য তিন জন কন্সল নিযুক্ত হইলেন। নেপোলিয়ানের নাম প্রথম কন্সল হইল, আর দুই জন তাঁহার সহকারী মাত্র। কন্সলগণ নূতন ব্যবস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। ৮০ জন সভ্য লইয়া সেনেট, ৩০০ সভ্য লইয়া ব্যবস্থাপক সমাজ এবং ১০০ সভ্য লইয়া ট্রাইবিউনেট সভা হইল।

তখন প্রথম কন্সল রাজার মত চালে চলিতে লাগিলেন। তিনি ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের নিকট সন্ধি প্রস্তাব করিয়া এক পত্র লিখিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রী গ্রেন্‌ভিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তীব্রোক্তি-পূর্ণ প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। নেপোলিয়ান ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডকে জাতীয় সম্মিলন হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়াছিলেন। তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফরাসীদিগের মধ্য হইতে আড়াই লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিলেন এবং ফ্রান্স দেশকে গুপ্ত চরে ছাইয়া ফেলিলেন। ফরাসী লোকেরা বড় বাহ্যাড়ম্বর-প্রিয়। তিনি টুলিয়ার রাজপ্রাসাদে নৃত্যশালা উদ্ঘাটন করিয়া সুন্দর সুন্দরীদিগের নৃত্যগীত ও প্রমোদ-ক্রীড়ায় জন সাধারণকে মোহিত করিলেন।

ইটালিতে অষ্ট্রিয়ার দর্প পুনরায় চূর্ণ করিতে হইবে, এই ভাবিয়া তিনি ১৮০০ সালের মে মাসে ৩৬ হাজার সৈন্য এবং ৪০টা কামান-সহ অশেষ ক্লেশ বহনপূর্ব্বক আল্প্স পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন, ইহাই তাঁহার "আল্প্স উল্লঙ্ঘন" নামে প্রসিদ্ধ। অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তিনি মিলান নগরে প্রবেশ করিলেন; পরে ম্যারেঙ্গার রণক্ষেত্রে অষ্ট্রীয় সেনাপতি মেলাসকে পরাভূত করিয়া ইটালিরাজ্য পুনরধিকার করিলেন। এই বৎসরের নবেম্বর মাসে তাঁহার সেনাপতি মোরো রাইন নদী-তীরে অষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করিলেন লুনভিল নামক স্থানে কাম্পো-ফরমিওর ন্যায় সন্ধি ১৮০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মধ্যে স্থাপিত হইল। নেপোলিয়ান ইংলণ্ডের চিরশত্রু, কিন্তু ইহার রণপোত সকলের জন্য তিনি ইহাকে ভয় করিতেন। তিনি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিলেন। রুষিয়া, সুইডেন, ডেনমার্ক এবং প্রুষিয়া এই ষড়্‌যন্ত্রে যোগদান করিল। কিন্তু ২রা এপ্রেল মহাবীর নেল্‌সন্ কোপ্‌নহেগেনে যাত্রা করিয়া ৪ ঘণ্টার মধ্যে ডেনমার্কের নৌবল চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন। ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে রুষীয় সম্রাট পল্ গোপনে হত হন। এই সকল ঘটনায় প্রকাণ্ড জাতীয় সম্মিলন ভগ্ন হইয়া গেল। এদিকে নেপোলিয়ান মিশরে যে সকল সৈন্য রাখিয়া আসিয়াছিলেন, ব্রিটিষ সেনাপতি স্যার রাল্‌ফ এবার-ক্রম্বি তাহাদিগকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। নেপোলিয়ান নিরাশ হইয়া এমিয়েন্স সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা ফ্রান্স বেল্‌জিয়ম ও রাইনের বামভাগ নিজ হস্তে রাখিলেন এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপ সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন; হলণ্ড উত্তমাশা অন্তরীপ পাইলেন এবং ইংলণ্ড সিংহল দ্বীপ নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের সন্ধি কেবল ছল মাত্র। তিনি প্রস্তুত হইয়া পুনরায় আত্মপ্রভাবপ্রদর্শনের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ানের জয়ের পর জয় লাভ এবং সুশাসন-প্রণালীতে ফ্রান্সবাসীরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ১৮০২ সালের ২রা আগষ্ট সেনেট্ তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য প্রথম কন্‌সল মনোনীত করিলেন, সমুদায় দেশবাসীরা এই নিয়োগ অনুমোদন করিল।

এই সময় নেপোলিয়ান যে একটী কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সমগ্র সভ্যজগৎ

বিশেষতঃ ফ্রান্স তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ফ্রান্সের আইন সকল সংশোধন জন্য একদল সুপণ্ডিত ব্যবহারাজীব নিযুক্ত হইলেন, কাম্বাশিরিস তাঁহাদিগের নেতা। ইঁহারা বহু পরিশ্রমপূর্ব্বক "Code Nepolean" নেপোলিয়ানের ব্যবস্থা নামে ছয় খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ পুস্তক প্রচার করিলেন। এই সকলের মধ্যে দেওয়ানী আইন সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তৎকালীন বিদ্যালয় সকল সামরিক শিক্ষাপ্রধান হইল, সঙ্গে সঙ্গে লাটিন ও অঙ্ক শিক্ষা দেওয়া হইত। নেপোলিয়ান মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিতেন না। (ক্রমশঃ)

পারিবারিক প্রসঙ্গ।

(৫১৭ সংখ্যা—১৪৩ পৃষ্ঠার পর)

সর্ব্বপ্রথমেই বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়া রমণীদিগের সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। উৎকৃষ্ট শিক্ষা দ্বারা রমণীদিগের বুদ্ধি মার্জ্জিত না হইলে—তাঁহারা নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, তরুণ বয়সে কিরূপে পরিবারের কর্ত্রী হইবেন?

অনেকে বলিবেন "হা কাপাল, শিক্ষা পাইলেই যদি রমণীগণ উপযুক্ত গৃহকর্ত্রী হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর অনেক পরিবারে লেখাপড়া-জানা মেয়ের দুর্গতি দেখিতে হইত না।"

স্বীকার করি, কোন কোন লেখাপড়া-জানা মেয়ের গৃহেও পারিবারিক শৃঙ্খলা নাই। তাই বলিয়া সকলের সম্বন্ধে ত সে কথা খাটে না। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া কথা বলা উচিত। আমরাত দুই রকমই দেখিয়াছি। আমার পরিচিতা শিক্ষিতা মেয়েদের মধ্যেই এমন সুগৃহিণী আছেন যে, তাঁহারা স্কুলে পড়ার সময় সংসারের কোন কাজই জানিতেন না। কিন্তু বিবাহের পর নিজের যত্ন ও চেষ্টায় এমন উৎকৃষ্ট রন্ধন করিতে শিখিয়াছেন ও এমন শৃঙ্খলার সহিত সংসার চালাইতেছেন যে, তাঁহাদের পরিবারে অতিথি হইয়া যথার্থই সুখী হওয়া যায়। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন লেখাপড়া-জানা মেয়ের পরিবারও দেখিয়াছি যে, তাঁহার সাংসারিক কোনও অভিজ্ঞতা নাই; না রান্নাবান্না করিতে জানেন, না সন্তানদিগের প্রতি যত্ন করিতে পারেন; স্বামী অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, কিন্তু পত্নীর বুদ্ধির দোষে সে অর্থ কোথা দিয়া যে জলের মত চলিয়া যাইতেছে, তাহার ঠিকানা নাই। খরচ বাচাঁইয়া দুটাকা সৎকার্য্যে দান করা ত দূরের কথা, বরং অপব্যয়ের জন্য মাসে মাসে ঋণও করিতে হয়। কিন্তু দুই এক জায়গায় এই রকম হইলেও ইহাতে কি

শিক্ষার দোষ দেওয়া যায় ? শিক্ষার দোষে এ রকম হয় না ; শিক্ষাপ্রণালীর দোষে হয় বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোহাস্মো বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী পুরুষদিগের পক্ষেই অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, মেয়েদের পক্ষে ত সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এক এক রাশি বয়ের বোঝা মাথায় বহিয়া এক একটা পরীক্ষার পাশ হইতে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, অথচ তাঁহাদের প্রকৃত শিক্ষার পথ পরিষ্কার হওয়া ছাড়া আসল শিক্ষা জিনিসটা অতি অল্পই হয়। গৃহকার্য্যের শিক্ষা ত হইবারই যো নাই। কেমন করিয়া হইবে ? সকালে উঠিয়াই মেয়েদিগকে একরাশি বই লইয়া পড়িতে বসিতে হইবে ; তার পর স্নানাহার, তার পর স্কুলে যাওয়া, আবার রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পড়া ;—বলুন ত ইহাতে মেয়েরা ঘরের কাজ শিখিবে কখন ?

তবু মেয়েরা বাড়ীতে মা বাপের কাছে থাকিলে, দেখিয়া শুনিয়াও অনেকটা কাজ কর্ম্ম শিখিতে পারে। কিন্তু বোর্ডিঙে থাকায় সবই যে মাটী। অথচ মফস্বলের লোকের মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখাইতে হইলে বোর্ডিঙে রাখা ভিন্নও আর উপায় নাই।

এ অবস্থায় মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত আবশ্যক। তাঁহাদের শিক্ষা-প্রণালী এমন হইবে যে, তাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে, অথচ তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞানাদিতে সুশিক্ষিতা হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের কর্ত্রী হইবার উপযোগী সাংসারিক শিক্ষাও লাভ করিবেন। মেয়েদের স্কুল এবং বোর্ডিং উভয় স্থানেই যদি এইরূপ শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়, তাহা হইলেই উচ্চ শিক্ষা দ্বারা রমণীদিগের যথার্থ উন্নতি হইবে, সমাজেরও কল্যাণ হইবে।

দুঃখের বিষয় স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি এ দেশর লোকের যথেষ্ট অনুরাগ নাই, এ বিষয়ে অর্থশালী লোকদিগের নিকট অর্থ সাহায্য পাইবারও আশা নাই, কাজেই গবর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রমণী-দিগের জন্ত স্কুল ও বোর্ডিং স্থাপন করিতে হয়। সে সকল স্কুল ও বোর্ডিঙে আবার গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নীতিই প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। যাহা হউক, মেয়েরা গৃহকার্য্য শিখুক আর না শিখুক, কোনও উন্নতিশীল চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি এখন আর কন্যাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারেন না।

কিন্তু এই রকম শিক্ষাপ্রণালীরও দোষ যে একেবারে নিবারণ করা যায় না, তাহা নহে। মেয়েরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখনই কলেজের বাহির হন, তখনই পিতামাতা তাঁহাদের বিবাহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তখন বিবাহের পরিবর্ত্তে জননী যদি কন্যাটিকে গৃহস্থালী শিখাইয়া গৃহকর্ত্রীর উপযুক্ত করেন, এবং তাহার পর বিবাহ দেন, তবে আর কোনও গোলই থাকে না।

যাহা হউক, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই যখন কোন কোন মেয়ের গৃহকার্য্য শিখিবার সুবিধা হয় না

তখন তাহার সংশোধন আবশ্যক। এইত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার কর্তৃপক্ষগণ যদি মেয়েদের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীটা উল্টাইয়া দিয়া বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে গৃহকর্ম্ম শিখিবারও বন্দোবস্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই ত ঠিক্ হয়।

অতএব মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে পরিবারের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে অক্ষম হইবেন না; লেখাপড়া না শিখিলেই অক্ষম হইবেন। কেন যে অক্ষম হইবেন, তাহা আমরা এই বামাবোধিনীরই কোন কোন প্রবন্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটী মাত্র কথা বলি।

পারিবারিক সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিতে এবং পারিবারিক সুখ ও শান্তি বর্দ্ধিত করিতে অনেক গুণের প্রয়োজন। সে সকল গুণের কথা অগ্রেই বলিয়া আসিয়াছি। একমাত্র রান্নাবান্না ও গৃহস্থালীই পারিবারিক সুখের আদর্শ নয়। শুধু রান্নাবান্না ও গৃহস্থালী একটা অ-শিক্ষিতা মেয়েও করিতে পারে। সুতরাং ঐ সকল কার্য্য অভ্যাস করিলে একজন শিক্ষিতা মেয়ে যে খুব ভাল করিয়াই গৃহ-কার্য্য করিতে পারিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা ব্যতীত গৃহাদির সাজ সজ্জা ও পারিপাট্য, দাসদাসীদিগের কার্য্যের শৃঙ্খলা, অর্থাদির সদ্ব্যবহার, অতিথি অভ্যাগতের মনোরঞ্জন, সন্তান-দিগের শিক্ষা ও শাসন—ইহা ত উৎকৃষ্ট শিক্ষা ভিন্ন কিছুতেই উত্তমরূপে সম্পন্ন হইবার কথা নয়। পূর্ব্বে অনেক গৃহকার্য্য পুরুষদিগের দ্বারা সম্পন্ন হইত। এখন বাড়ীর পুরুষ ত কেবল একজন মাত্র। তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের জন্যই অনবরত বিব্রত থাকিতে হয়। কাজেই এখন এই সকল পারিবারিক কর্ত্তব্য মেয়েদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু ঐ সকল কার্য্য ব্যতীত পরিবারে প্রকৃত পতিব্রতা রমণীর আর একটী বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য :—স্বামীর চিত্তবিনোদন করা, স্বামীর চিন্তার ভার লঘু করা, সর্ব্বকার্য্যে স্বামীর সঙ্গিনী ও সহধর্ম্মিণী হওয়া। সেকালের রমণী-দিগের এ সকল বিষয়ে ভাবনাই করিতে হইত না। আর এখন স্বামী শুধু স্ত্রীর ভাল রান্না খাইয়া এবং গৃহকর্ম্মের নিপুণতা দেখিয়াই সন্তুষ্ট হন না। তিনি বন্ধুবান্ধব-বিহীন দূরদেশে তাঁহার স্ত্রীকেই জীবনের সখীরূপে পাইতে চাহেন। অবসর-কালে স্ত্রীর সঙ্গেই সাহিত্য, রাজনীতি ও ধর্ম্মবিষয়ে কথা কহিয়া হৃদয়ের ভাব বিনিময় করিতে চাহেন, এবং দুর্ব্বলতা ও সর্ব্বপ্রকার অভাবের সময় স্ত্রীকেই সাহায্যকারিণীরূপে দেখিতে চাহেন। এই জন্যই ত প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই নারী-দিগের শিক্ষার এত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। নারীগণ শিক্ষা না পাইলে কেমন করিয়াই বা শিক্ষিত পতির উপযুক্ত সঙ্গিনী হইবেন?

তাই বলি, বর্ত্তমান আদর্শানুযায়ী পরিবার সকলের সুখশান্তি বর্দ্ধিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই রমণীদিগকে সুপ্রণালী-সঙ্গত উৎকৃষ্ট শিক্ষা দানের প্রয়োজন।

তদ্ভিন্ন পারিবারিক সুখশান্তি বিধানের জন্য এবং পারিবারিক উচ্চতম আদর্শ রক্ষা করিবার নিমিত্ত, নারীদিগের সুগভীর ধর্ম্মভাব ও সুনির্ম্মলা ঈশ্বর-ভক্তির প্রয়োজন। এ দেশের নারীগণ স্বভাবতঃই ধর্ম্মশীলা, তাঁহাদের কোমল চিত্তে সহজেই ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ হয় এবং ঈশ্বর-ভক্তি বিকশিত হইয়া উঠে। এইজন্য এ দেশের পূর্ব্বতন এক একটী পরিবারের রমণীদিগের মধ্যে আশ্চর্য্য ধর্ম্মবিশ্বাস দেখা যাইত। এক একটী রমণী পতি-পুত্রের কল্যাণের জন্য ও পারিবারিক মঙ্গল কামনায় কত ব্রত, উপবাস, দান ও দেবার্চ্চনা করিতেন, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিত লোক-দিগের পরিবার হইতে সে সকল ধর্ম্মা-নুষ্ঠান উঠিয়া গিয়াছে; কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে অবিশ্বাসী হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও আর উহাতে আস্থা নাই। এখনও যেটুকু আছে, তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা প্রবেশ করিলে, তাহাও থাকিবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রমণীদের প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসও চলিয়া গেল, অথচ তাহার স্থানে কোনরূপ নূতন ধর্ম্মভাব বিকশিত হইয়া উঠিল না। কেমন করিয়াই বা উঠিবে? বর্ত্তমান সময়ে পুরুষেরা প্রাচীন দোল দুর্গোৎসব করেন না, গুরুর কাছে মন্ত্র গ্রহণ করেন না; অথচ তাঁহারা যে দর্শন-বিজ্ঞান-সম্মত বিশ্বাসানুযায়ী কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহাও নয়। কাজেই তাঁহারা আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক প্রকার উদাসীন হইয়াই পড়িয়াছেন। তাহাদের সংসর্গে রমণীগণও ধর্ম্মানুষ্ঠান এক রকম ত্যাগই করিয়াছেন। ইহার পরিণাম কি শোচনীয়, আমরা একবার ভাবিয়া দেখি না। আমার বোধ হয় এই জন্যই আজকালকার ছেলেরা ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা স্কুল কলেজেত ধর্ম্মশিক্ষা পায়ই না, তারপর পরিবারে পিতামাতাকেও যদি ঈশ্বরার্চ্চনা করিতে না দেখে, তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মের আবশ্যকতা কিরূপেই বা উপলব্ধি করিবে?

সুতরাং প্রত্যেক পরিবারেই ঈশ্বরার্চ্চনা প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। প্রত্যেক পুরুষ স্ত্রীলোকেরই আপন আপন আত্মার কল্যাণের জন্য, সন্তানদিগের কল্যাণের জন্য প্রতিদিন পরিবারস্থ-সকলকে লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পূজা অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। পরিবারে এবং নারীজীবনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি বিকশিত না হইলে, সে পরিবারে যতই অর্থসম্পদ ও মানসম্ভ্রম থাকুক না কেন, সেখানে প্রকৃত সুখশান্তি কখনই পরিলক্ষিত হইবে না। নারী-জীবনে ধর্ম্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরভক্তি না থাকিলেই পরিবারে অন্যায় আমোদ প্রমোদ, বিলাসিতা ও সমাজবিরুদ্ধ রীতি-

নীতি প্রবেশ করিবে; তাহার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্নীতিও সুখের মুখস পরিয়া উপস্থিত হইবে। অতএব এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

এ কথা ধনী দরিদ্র, প্রত্যেক ব্যক্তির পরিবারেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত যে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কিছুতেই সুখী হইতে পারা যায় না। একটী কবিতায় আছে ;—

সুখ সুখী করে কাকে,
ধর্ম্ম যদি নাহি থাকে,
সংসারেতে কত হায়, অভাব আত্মার!
কোথায় জুড়াব প্রাণ?
চির-নির্ভরের স্থান
বিশ্বপতি বিনা বিশ্বে কোথা আছে আর?

ঠিক কথা! সংসারে শুধুই সুখের বন্দোবস্ত থাকিলে মানুষ সুখী হয় না। এই সংসারে আমাদের অভাব কত! এমন কোন্ সুখী পরিবার আছে, যেখানে রোগ আসে না, শোক আসে না, পরীক্ষা আসে না, সংগ্রাম আসে না? এমন একটি পরিবারও নাই। ধনীর পরিবারেই হউক আর দরিদ্রের পরিবারেই হউক, দুঃখ, তাপ ও বিপদ সর্ব্বত্র আসিবেই আসিবে। কিন্তু তখন মানুষ আর কাহার মুখ চাহিয়া শোকের যন্ত্রণা ও বিপদের আক্রমণ সহ্য করিতে পারে? কাহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে স্থির থাকিতে পারে?

সেত আর কাহারও নয়; একমাত্র ঈশ্বরের। যে পরিবারের লোকের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর নাই, সে পরিবারের লোক যে বিপদের আক্রমণে, শোকের দুর্দ্দিনে ও পরীক্ষা প্রলোভনে নিরুপায় হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কথাটা আমরা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারাই ভাল করিয়া বুঝাইতেছি। আমাদের পরিচিতা এক শ্রদ্ধেয়া মহিলা আছেন। সংসারে ধন জন মান-সম্পদ তাঁহার সকলই ছিল। তিনি ধর্ম্মশীলা এবং গুণবতী রমণী। তাঁহার স্বামী জ্ঞানে গুণে চরিত্রে সম্মানে সম্পদে ও স্বদেশানুরাগে একটি সহরের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন। একটী পুত্রকে সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই রমণীর পার্থিব সুখের আর কোনই অপ্রতুল ছিল না।

কিন্তু হায়! এ সুখ আর অধিক দিন রহিল না। অসময়েই তাঁহাকে বিধবা হইতে হইল। বিধবা হইয়াও বিলাত-প্রবাসী পুত্রের কথা স্মরণ করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। অবশেষে সেই পুত্রটীও নিদারুণ রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। এই অবস্থায় আমরা যখন উক্ত শ্রদ্ধেয়া রমণীকে দেখিতে গেলাম, তখন মনে করিলাম তিনি হয়ত এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন যে, আমাদের সঙ্গে ভাল করিয়া কথাও বলিতে পারিবেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার সঙ্গে যখন দেখা হইল, তখন তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া এবং কথাবার্ত্তা শুনিয়া মনে হইল, কোন দুঃখই যেন তীব্রভাবে তাঁহার

আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই; তাঁহার অন্তরের প্রবল ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি যে তাঁহার অটল নির্ভর, তাহাই যেন তাঁহাকে সমস্ত দুঃখ বিপদের তীব্রজ্বালা হইতে দূরে রাখিয়াছে। তিনি ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশান্তভাবে রুগ্ন সন্তানের সেবা করিতেছেন। এই রমণী আমাকে নিজের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন, "এই কত বৎসর পর্য্যন্ত ঈশ্বর আমাকে কোন্ সুখ দিতে বাকি রাখিয়াছেন? সকল রকম সুখইত দিয়াছেন। আর সহসা আজ আমাকে তিনি দুঃখের মধ্যে ফেলিয়াছেন বলিয়া, আমি কি তাঁহার করুণায় অবিশ্বাসী হইব? কখনই নয়। আমি সকল বিপদের মধ্যেই তাঁহার মঙ্গল-হস্ত দেখিতে পাইতেছি। আগে বুঝিতে পারি নাই, অকালে স্বামীর কেন মৃত্যু হইল? এখন পরিষ্কার বুঝিতেছি, স্বামী বাঁচিয়া থাকিলে প্রাণাধিক পুত্রের এই পীড়া দেখিয়া পাগল হইয়া যাইতেন। সুতরাং স্বামীর মৃত্যুর মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত কি নাই? কে বলিবে সন্তানের এই পীড়ার মধ্যে আবার দয়াময়ী জননীর কি মঙ্গল ইচ্ছা লুক্কায়িত আছে?"

আমিত এই মনস্বিনী রমণীর বিশ্বাসের তেজ ও নির্ভরের বল দেখিয়া বিস্মিত—স্তম্ভিত! কেবল আমিই যে এইরূপ বিস্মিত হইয়াছি, তাহা নয়। একজন ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মহিলা ধর্ম্মপ্রচারার্থ মাঝে মাঝে এই পরিবারে আগমন করেন। তিনি উক্ত শ্রদ্ধেয়া রমণীর সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "এ দেশে এরূপ ধৈর্য্যশীলা রমণী খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি বিধবা হইয়াছেন শুনিয়া আমি গেলাম তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে; কিন্তু সান্ত্বনা আর দিব কি? তিনি এমন প্রশান্তভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন যে আমি দেখিয়া অবাক্।"

যে রমণীর যথার্থ ধর্ম্মবিশ্বাস এবং ঈশ্বর-ভক্তি থাকে, তিনি দুঃখ বিপদ ও পরীক্ষা-প্রলোভনের মধ্যে এইরূপ করিয়াই অন্তরে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারেন এবং প্রশান্ত-চিত্তে জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পারেন। অতএব এখন সকলেই ভাবিয়া দেখুন পরিবারে প্রত্যেক রমণীর কতটা ধর্ম্মবিশ্বাস ও কতখানি ঈশ্বরভক্তির প্রয়োজন।

যদি রমণীগণ ঘর সংসার করিয়া বাস্তবিকই সুখী হইতে চাহেন, যদি একালের গৃহকর্ত্রীগণ উচ্চতম পারিবারিক আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সংসারের সুখশান্তি বিধান করিতে ও আপন-আপন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে যেন সুপ্রণালী-সঙ্গত উচ্চশিক্ষা, গৃহকর্ম্ম ও প্রকৃত ধর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন না করেন। তাহা করিলে পতি পুত্রকে সুখী করিতে কিম্বা নারীজীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

ভারতবর্ষীয় ও বিদেশীয় বিবাহ-সম্মিলন।

বিদেশীয়সমাজভুক্ত পুরুষ ও রমণীর সহিত যতই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কালপ্রভাবে স্বদেশীয় সামাজিক নিয়মসমূহ ক্রমে ক্রমে ততই শিথিল ভাব ধারণ করে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। প্রভূত যত্ন, অধ্যবসায় ও অনুদারতা অবলম্বন করিলেও এই স্বাভাবিক নিয়মের লঙ্ঘন হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার অকাট্য সাক্ষী। য়িহুদী, চীন, আর্য্যহিন্দু প্রভৃতি "অত্যন্ত স্বদেশীয়সমাজপ্রিয়" জাতিবর্গ যুগযুগান্তর কাল ব্যাপিয়া অমিত চেষ্টা দ্বারাও এই স্বাভাবিক নিয়মকে লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের বৈপরীত্য সাধন করা কঠিন হইতেও কঠিনতর; অনেক স্থলে একেবারেই অসম্ভব। স্বদেশী ও বিদেশী এতদুভয়ের পুনঃ পুনঃ সংস্রব ও ঘনিষ্ঠতায় কেবল যে আহার, পরিচ্ছদ ও পুরাতন সামাজিক প্রথা প্রভৃতির বিপর্য্যয় হয় তাহা নহে, বিবাহ সম্বন্ধেও নূতন নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত হইতে থাকে। এই জন্য বিবাহ সম্বন্ধে এ দেশে প্রাচীন যুগে যে প্রথা ছিল, মধ্যযুগে তাহা ছিল না, বর্ত্তমান যুগে তাহা আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বিদেশীয় সমাজের কথা দূরে থাকুক, এ দেশে এমন এক সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মণের সহিত কায়স্থের অথবা কায়স্থের সহিত নবশাখের বিবাহ হইবার প্রস্তাব শ্রবণ করিলে লোকে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া ঘৃণার সহিত এতাদৃশ প্রস্তাবকে তুচ্ছ করিতেন; কিন্তু কালপ্রভাবে হিন্দুর সহিত মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ ও পার্শী রমণীরও বিবাহ হইয়া যাইতেছে। আলোয়ারের মহারাজা বাহাদুরের এক ইউরোপীয়া পত্নী ছিলেন; পাতিয়ালার মহারাজা এক বিলাতী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়া নগরীর বাঙ্গালী বারিষ্টার মিষ্টর এইচ, দত্ত ও মিষ্টর পি, দত্ত ইউরোপীয়া রমণীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পরলোকগত বিখ্যাত মুসলমান বিচারপতি সৈয়দ আমির আলি ও বারিষ্টার এ রসুলের পত্নী বিলাতী কামিনী। হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত গুলবর্গা বিভাগের প্রধান বিচারক, সুশিক্ষিত মৌলবী চেরাগ আলির সহধর্ম্মিণী লণ্ডনের এক বণিকের কন্যা; আজমীর ইংরাজি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মিষ্টর দীননাথের পত্নী ইউরোপীয়া; পঞ্জাব প্রদেশের অমিতবিক্রম মহারাজ রণজিৎ সিংহের পুত্র দলিপ সিংহ বিলাতী রমণী বিবাহ করেন; আগ্রার রোমান কাথলিক পাদ্রী জোজেফ ইয়াকুব আলি আমেরিকান রমণীকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং কবিবর মাইকেল মধুসূদনের পত্নী ইউরোপীয়া রমণী ছিলেন। সম্রাট্

আকবরের অন্যতমা সহধর্ম্মিণী ইউরোপীয় পিতামাতার ঔরস ও গর্ভজাতা ছিলেন। মালাবার উপকূলের জামোরীন রাজার তৃতীয়া স্ত্রী পর্টুগাল দেশীয়া রমণী। কলিকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী চিকিৎসক এবং মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল ডাক্তার আর, সি চন্দ্র মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী লণ্ডনের এক ধনবান লর্ডের সহোদরা। পরলোকগত গুডিব চক্রবর্ত্তীর পত্নী ও এক ইংরাজ রমণী। *

এইরূপে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে, কালপ্রভাবে বিবাহের নিয়ম ও প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন মঙ্গল বা অমঙ্গলের নিদান, তাহা প্রতিপাদন করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষীয়া রমণীর সহিত বিদেশীয় পুরুষের বিবাহ বর্ণনা করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এইরূপ বিবাহ এদেশে অনেক বর্ষ হইতে প্রচলিত আছে; অনেকে বোধ হয় তাহা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমরা এইরূপ কতকগুলি পুরাতন কালের বিবাহ বর্ণনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এতাদৃশ বিবাহ কেবল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বা অন্যান্য সমাজে বর্ত্তমান ছিল, তাহা নহে; বঙ্গদেশে এবং বাঙ্গালি সমাজেও ইহার অভাব নাই। সুবিখ্যাত বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের কন্যা এক ইউরোপীয় পুরুষকে বিবাহ করিয়াছেন, এই ইউরোপীয় পুরুষ মনোমোহন বাবুর প্রাইবেট সেক্রেটারি ছিলেন। প্রসিদ্ধ পাদ্রী রেভরেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক কন্যা এক বিলাতী পুরুষকে পতিরূপে বরণ করেন, ঐ রমণীর বর্ত্তমান নাম মনোমোহিনী হুইলার। প্রসিদ্ধ পাদরী বমউচের স্ত্রী বাঙ্গালী রমণী ছিলেন। পাঞ্জাবের ইনস্‌পেক্টর জেনেরল অব পুলিশ, কর্ণেল ওয়ারবর্টন সাহেব মহাশয়ের পিতা একজন ভারতবর্ষীয়া মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করেন; ওয়ারবর্টন সাহেব তাঁহারই গর্ভপ্রসূত। গুজরাটের পাদ্রী রিচার্ডশন সাহেবের পত্নী একজন মহারাষ্ট্রীয়া রমণী। দক্ষিণাবর্ত্তের মুক্তিফৌজ (Salvation Army) সম্প্রদায়ভুক্ত অনেক সাহেবের সহধর্ম্মিণী এতদ্দেশীয়া স্ত্রীলোক। বরিশাল জেলার সেই বিখ্যাত পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কেম্প সাহেব, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মিষ্টর জষ্টিশ কেম্পের সন্তান। বিচারপতি কেম্পের ঘরে যে রমণী ছিলেন তিনি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক;

* এই প্রবন্ধ লিখিবার সময় অবগত হইলাম, কলিকাতা ওলড্ বৈঠকখানা রোডের বাবু অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র একটি আমেরিকান কুমারীকে বিবাহ করিয়াছেন। অক্ষয় বাবু এতদ্দেশীয় খৃষ্টান, তিনি এক্ষণে Seventh-day Advent Mission নামক খ্রীষ্টীয় সমাজভুক্ত। এতদ্ব্যতীত বারিষ্টার আর, মিত্র, বারিষ্টার এন, চাটর্জ্জি, সুপ্রসিদ্ধ সেলি বোনার্জ্জি প্রভৃতির সহধর্ম্মিণী ইউরোপীয়া রমণী।—লেখক।

পুলিস সাহেব কেম্প বাহাদুর সেই বাঙ্গালী রমণীর গর্ভজাত পুত্র।

প্রায় দুই সহস্র বর্ষকাল পূর্ব্বে মহারাজ অশোকের পিতামহ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, গ্রীশদেশীয় সেনাপতি (জেনেরল) সিলিউকশের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সিলিউকশ পঞ্জাব প্রদেশের এক ধনবান্ ক্ষত্রিয়ের কন্যাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা বাণিজ্য ব্যাপার অথবা অধিকার বিস্তার উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করিয়া যখন সংখ্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন দেখিল তাহাদের বিবাহ জন্য স্বদেশীয় স্ত্রীলোক এদেশে উপযুক্ত সংখ্যায় নাই। বিদেশীয় পুরুষেরা বাধ্য হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে লাগিল। ইউরোপীয়দিগের ভারতবাসের প্রথম সাময়িক সমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় এইরূপে বহুসংখ্যক বিদেশীয় পুরুষ এতদ্দেশীয়া স্ত্রীলোককে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রিন্স জন ফিলিপ বর্বো, জেনেরল আডাম, জেনেরল ষ্টুয়ার্ট ও কেনেডী, কর্ণেল ব্রাইন, কর্ণেল স্কুনার, কর্ণেল ফরেস্টার, কোর্টল্যাণ্ড, উইলফোর্ড, হারিংটন প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ইউরোপীয় পুরুষ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।*

খৃষ্টীয় ১৮৫৭ অব্দের শেষে কানপুর নগরে বিদ্রোহী সিপাহিদিগের হস্তে যে সকল ইউরোপীয় বীর নিহত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৃটিশ সেনাপতি কর্ণেল হুইলার অন্যতম। ইঁহার সহধর্ম্মিণীর দেহের বর্ণ, পরিচ্ছদ এবং ইঁহার আহার, ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন, কথোপকথন প্রভৃতির ধরণ ধারণ এরূপ ছিল যে, অনেকেই লেডি হুইলারকে ইউরোপীয়া বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী এতদুভয়ের মৃত্যুর পরে জানা গিয়াছিল, লেডি হুইলার একজন বাঙ্গালিনী। ডাক্তার ফিচেট্ ও কর্ণেল উইলফোর্ড নামক প্রাচ্য শাস্ত্রের পণ্ডিতদ্বয়-লিখিত বিবরণ দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত বলিয়া গণ্য হইয়াছে। মহারাজ রণজিৎ সিংহের শাসনসময়ে তাঁহার রাজ্যে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ছিল, তন্মধ্যে ইউরোপীয়দিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল যে, ইউরোপীয়েরা বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে এতদ্দেশীয়া রমণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবেন, নতুবা পঞ্জাব প্রদেশে তাঁহারা অবস্থান বা চাকুরী করিতে পাইবেন না। এই নিয়মের ফলে আলার্ড সাহেব, এবিটেবল সাহেব, জেনেরল কোরট এবং জেনেরল সেপার্ড এতদ্দেশীয়া রমণীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে জেনেরল কোরট সাহেবের পত্নী জেনেরলের সহিত ইংলণ্ড গমন করেন, তথায় রোমান কাথলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া মার্শিলিশ নগরে প্রধান বিশপ কর্ত্তৃক বাপ্তিস্ম (দীক্ষা) প্রাপ্ত হয়েন।*

* Vide Fuhrer's list of Christian monuments, N. W. P. and Oudh.

* Vide East Indian Chronologist, Calcutta, 1801.

পাঠক ও পাঠিকাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ সার উইলিয়ম জোন্সের নাম কে না শ্রবণ করিয়াছেন? ইনি ১৭৮৩ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র সার রিচার্ড সাহেব উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হয়েন। এই সার রিচার্ড সাহেবের জননী সার উইলিয়মের দ্বিতীয়া পত্নী এবং ভারতবর্ষীয়া রমণী। সার উইলিয়ম যখন এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করেন, তখন তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান ও বোম্বে নৌসেনাদলের অধিনায়ক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। পাঠিকারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, জেনেরল এবিটেবল নামে এক উচ্চপদস্থ সাহেব একজন নবাবের সর্ব্বপ্রধান বাবুরচীর সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে ঐ কন্যা বহু অর্থ এবং প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। ১৮৭৩ অব্দের অক্টোবর মাসে মিষ্টর আর, জি, মেলভিল্, আই, সি, এস, নামক জনৈক পঞ্জাবপ্রদেশীয় সিবিলিয়ন সাহেব একজন খানসামার কন্যাকে বিবাহকরণ উপলক্ষে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দণ্ডিত (সস্পেণ্ড) হইয়াছিলেন। পাঠক পাঠিকাদিগের ইহাতে বিস্ময়ের কারণ দেখি না; পাতিয়ালার মহারাজা যে ইউরোপীয়ের কুমারী কন্যাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পরিণীতা করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি ঐ মহারাজার আস্তাবলের প্রধান সহিস ছিল! মান্দ্রাজের গবর্ণর সার ফ্রান্সিস্ কুক্ জন্সন্ সাহেব বাহাদুরের পত্নীর নাম ছিল—"রাণী" জনসন; ইনি মান্দ্রাজী হিন্দুর কন্যা। বাঙ্গালা দেশের সে কালের বিখ্যাত গবর্ণর জব্ চার্ণক বাহাদুরের চারিটি কন্যার মাতা বাঙ্গালিনী ছিলেন। ইহার মধ্যে একটি কন্যা একজন ইংরাজের সহিত বিবাহিতা হইয়া বিধবা হয়েন, এই বিধবার পুনরায় বিবাহ হইয়াছিল। এইরূপে ইহাঁর চারি বার বিবাহ হয়। বাঙ্গালিনীর এই বিধবা কন্যার পরিচয় পাঠ করিয়া অনেক পাঠক পাঠিকা বোধ হয় গৌরবে উৎফুল্ল হইবেন। ইংলণ্ড রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী (দ্বিতীয় আরল অভ্ লিভারপুল) মহাশয়ের ইনি মাতামহী। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে এই বিধবা পরলোকে গমন করেন এবং বিলাতের সেন্ট্ জন সমাধিক্ষেত্রে ইহাঁর কবর হয়। তথায় ইহাঁর সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহাঁর সৎকারের সময় ভারতের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড মিণ্টোর পিতৃদেব উপস্থিত ছিলেন। ছয়টা ঘোড়া মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।*

সিন্ধিয়া রাজ্যে অর্থাৎ গোয়ালিয়র ষ্টেটে বহুকালাবধি মাইকেল ফিলোজ নামে এক পর্টুগিজ খৃষ্টীয় বংশ বর্ত্তমান আছে, ইহাঁরা রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। এই বংশের পুরুষেরা অশ্বারোহী সেনার নায়ক, বাদ্যযন্ত্রনির্ম্মাতা, অশ্ব ও হস্তিরক্ষক প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্যে নিযুক্ত

* Read the A. B. Patrika, 13th February, 1936, page 7.

ছিলেন। এই বংশের এক জন সাহেব এখন গোয়ালিয়রের একটী বিভাগের গবর্ণর আছেন। সিন্ধিয়া মহারাজগণ অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই বংশের লোকদিগের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন; ইহাঁরাও মহারাজার চাকুরী ভিন্ন আর কখন কাহারও দাসত্ব গ্রহণ করেন নাই। মাইকেল কিশোজের বংশ-সম্ভূত প্রায় সতের জন লোক এতদ্দেশীয়া রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রূপে দেখান যাইতে পারে, বহুসংখ্যক ইউরোপীয় পুরুষ এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোককে সহধর্ম্মিণী-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় সমাজে এরূপ ঘনিষ্ঠতা আর নাই বলিলেই হয়; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে পূর্ব্বকার সহানুভূতিও প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা সরস্বতী।

বাঙ্গলা ১২৮৪ সালে (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে) হুগলী জেলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর ষ্টেশনের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পালাড়ানামক গ্রামে নগেন্দ্রবালা সরস্বতী তাঁহার মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺নৃত্যগোপাল সরকার, মাতার নাম শ্রীমতী কুসুম কামিনী দাসী। নৃত্যগোপাল বাবু উচ্চশ্রেণীর মুনসেফের কার্য্য করিতেন।

তারকেশ্বর রেলওয়ের সিঙ্গুর ষ্টেশনের অদূরবর্ত্তী দলুইগাছা গ্রামে ইহাঁদের আদিম বাটী ছিল, কয়েক বৎসর হইল হুগলী কাটঘরা লেনে নূতন বাটী করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ।

আড়াই বৎসর বয়সে নগেন্দ্রবালা পিতার সহিত চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলেন; ১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি অধিকাংশ সময় এই স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহাঁর দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হুগলী জেলার সুখড়ীয়া গ্রামের অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র (মুস্তোফী) মহাশয়ের সহিত ইহাঁর পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। বিবাহের অব্যবহিত পরে প্রায় এক বৎসর কাল নগেন্দ্রবালা পালাড়ায় নিজ মাতামহীর নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৩ বৎসর বয়সে ইনি নিজ শ্বশুরালয়ে গমন করেন। এই সময়ে দারুণ যোষাপস্মার রোগে আক্রান্ত হইয়া ৫ বৎসর কাল এই রোগের এবং অন্যান্য ঔপসর্গিক রোগের তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেন। এই অবস্থায় বায়ু পরিবর্ত্তনোদ্দেশে মুর্শিদাবাদ, যাজপুর প্রভৃতি স্থানে পিতার সহিত এবং মধ্যে মধ্যে সুখড়িয়া গ্রামে শ্বশুরালয়েও অবস্থান করিতেন।

সম্ভবতঃ চট্টগ্রাম এবং উড়িষ্যা পরিভ্রমণ সময়ে ইনি কবিত্বের সংধুক্ষণ এবং পরিপোষণোপোযোগী শৈল, সমুদ্র প্রভৃতি প্রকৃতির মহান্ দৃশ্যনিচয় দর্শন করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা পাইয়াছিলেন।

অতঃপর খগেন্দ্র বাবুর সহিত কিছু দিন হুগলীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। খগেন্দ্র বাবু শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি অতি উদার প্রকৃতির লোক। এক দিকে ইনি যেমন কার্য্যকুশল এবং ইহাঁর বিষয় বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, উহার সঙ্গে সঙ্গে কবিতা, সাধারণ সাহিত্য এবং ধর্ম্ম গ্রন্থানুশীলনেও ইহাঁর বিশেষ আস্থা পরিলক্ষিত হয়। নগেন্দ্রবালার নিকট আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু অমর নাথ মিত্র খগেন্দ্র বাবুর এক জন বিশিষ্ট বন্ধু। ইহাঁরই সংসর্গে খগেন্দ্র বাবুর বৈষ্ণব ধর্ম্মে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। সেই জন্য কুমারহট্ট হালিসহর নিবাসী ভক্তপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁকে সস্ত্রীক সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সদ্গুরুর পুণ্যপ্রভাবে এবং সদুপদেশ-ফলে পতি পত্নী অশেষ শ্রেয়োলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ফলতঃ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ইহাঁদের এই মণি-কাঞ্চন-যোগবৎ শ্লাঘনীয় সম্বন্ধ ইহাঁদের জীবনে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল।

দীক্ষার পর খগেন্দ্র বাবু নিজ মনস্বিনী পত্নীকে সমভিব্যাহারে লইয়া উড়িষ্যা এবং পশ্চিমে নানা তীর্থ সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রবালা উপযুক্ত পিতা মাতার উপযুক্ত দুহিতা ছিলেন। ইহাঁর মাতা অতীব বুদ্ধিমতী, সুগৃহিণী, গম্ভীরস্বভাবা ও সাধারণ স্ত্রী-সুলভ দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধতন স্তরে অবস্থিতা। পিতা নৃত্যগোপাল বাবু স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তার জন্য সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। সাহিত্য-রসিকতা সহৃদয়তা-সাপেক্ষ। প্রায় বাল্যাবধি ইনি সাহিত্যচর্চ্চায় অনুরাগী ছিলেন, এবং অবকাশ মতে সময়ে সময়ে কবিতা রচনা করিতেন। নগেন্দ্রবালা স্নেহশীল পিতার নিরবদ্য আদর্শ অনুকরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। সেই আদর্শ সর্ব্বদা চক্ষুর পুরোবর্ত্তী থাকায় অতি অল্প বয়সেই ইনি সাহিত্যানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ১২ বৎসর বয়স হইতেই কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। সাময়িক ক্রমানুসারে ইহাঁর রচিত পুস্তকগুলির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। প্রেমগাথা। ২। ব্রজগাথা। ৩। অমিয়গাথা। ৪। নারীধর্ম্ম। ৫। গার্হস্থ্যধর্ম্ম। ৬। বসন্ত গাথা (উড়িয়া গ্রন্থের অনুবাদ)। ৭। কুসুম গাথা। ৮। সতী (উপন্যাস)।

তদ্ভিন্ন "দেবী প্রতিমা" উপন্যাস, "উষা পরিণয়," "মথুরা বিজয়" গীতাভিনয়, "সভাসিংহ" ঐতিহাসিক নাটক, "শিশু মঙ্গল" স্কুল পাঠ্য পুস্তক। ইহা ছাড়া অন্যান্য আরও কয়েক খানি গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় আছে।

ইহা ব্যতীত তিনি বামাবোধিনী, নব্য ভারত, সাহিত্য, জন্মভূমি, পূর্ণিমা, আনন্দ বাজার, আরতি, অঙ্কুর, বান্ধব, প্রভৃতি নানাবিধ মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রায়ই কবিতা প্রবন্ধ ও গল্পাদি লিখিতেন এবং ইহাঁর প্রবন্ধাদি সর্ব্বদা সাদরে এবং সাগ্রহে পরিগৃহীত হইত। ইনি উড়িয়া ভাষা ভালরূপ জানিতেন এবং উৎকল সাহিত্য নামক মাসিক পত্রিকায় সময়ে সময়ে উড়িয়া কবিতা লিখিতেন। নগেন্দ্রবালার প্রত্যেক কাব্য উজ্জল প্রতিভার পরিচায়ক। কি পদ্য, কি গদ্য, উভয় বিধ রচনায় ইনি সিদ্ধহস্তা ছিলেন। ইহাঁর গদ্য রচনাও কবিত্বপূর্ণ। ইহাঁর রচনায় বিশেষতঃ পদ্য রচনায় কি এক মধুর আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে, তাহা কেবল সহৃদয়-সংবেদ্য, ভাষায় উহা ব্যক্ত হইবার নহে। কবিতাতে ইনি ইহাঁর নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের অনুরূপ এক অপার্থিব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন। কবিতাগুলি পড়িলে বোধ হয় যে সংগীত রাজ্যে বামাকণ্ঠের মাধুরী যেমন সর্ব্ববাদি-সম্মত, কবিতারাজ্যেও যেন বামাকণ্ঠের সেইরূপ বিশেষত্ব আছে। অতি সহজ সচরাচর প্রচলিত বাঙ্গালা কথা উচ্চ গভীর ভাব প্রকাশের কিরূপ উপযোগী, নগেন্দ্রবালার প্রায় প্রতি কবিতাতেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সুলভ। জীবনে ইনি নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এবং ইহাঁর প্রণীত কাব্যাবলীতে তজ্জনিত তীব্র বিষাদ এবং নৈরাশ্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। মহাকবি বায়রণের মত ইহাঁর কবিতার কোন কোন অংশকে কিয়ৎ পরিমাণে ইহাঁর নিজ জীবনের চিত্র বলিতে পারা যায়।

অগুরু ধূপের মত ইনি স্বয়ং দগ্ধ হইয়া জগৎকে সৌরভে আমোদিত করিয়াছেন। সংসারে গুণিমাত্রকেই খলের এবং কুসংস্কারাবিষ্ট লোকের নির্যাতন অল্লাধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হয়। নগেন্দ্রবালার ভাগ্যেও ইহা ঘটিয়াছিল। প্রতিভান্বিত ব্যক্তিরা প্রায়শঃ সাধারণ রুচি এবং সহানুভূতির উর্দ্ধে অবস্থিত। এই কারণে তাঁহারা সাধারণের মধ্যে অধিকসংখ্যক বন্ধু পাইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহারা যে অতি অল্পসংখ্যক সমধর্ম্মা বন্ধু পান, তাঁহারা আন্তরিক বন্ধু; কেবল বন্ধু নন, তাঁহাদিগকে প্রতিভার উপাসক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নগেন্দ্রবালা যখন প্রথমে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার কবি-প্রকৃতিক খুল্লতাত শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র পালিত এবং বামাবোধিনীর সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়াছিলেন। এই দুই সহৃদয় এবং সদাশয় মহাত্মার সহানুভূতিই নগেন্দ্রবালার কবিত্ব বিকাশের অন্যতম কারণ। এই উৎসাহ-বারি না পাইলে এই সুরভিকুসুম হয় ত মুকুলেই শুষ্ক হইত। নগেন্দ্রবালার পূজনীয় দীক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত নিত্যসখা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এক দিকে যেমন তাঁহার এবং তাঁহার

স্বামীর আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনকল্পে যত্নবান্, সেই সঙ্গে সঙ্গে নগেন্দ্রবালার সাহিত্য-সেবা-ব্রত যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপক্ষেও সর্ব্বদা আস্থা প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারই আদেশে নগেন্দ্রবালা "ব্রজগাথা" ও "নারীধর্ম্ম" পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

নগেন্দ্রবালা যদিও ভিন্ন ভিন্ন রসাশ্রিত কবিতা প্রণয়নে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার বীণার প্রেমতন্ত্রীর ঝঙ্কার সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাণস্পর্শী। তাঁহার প্রেমগীতি গুলি প্রগাঢ় প্রেমাবেগে পূর্ণ হইয়াও অবলা-জনোচিত শালিনতায় সুসংযত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে যে উহা পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইতে হয়। অন্য কোন নব্য বঙ্গীয় কবি এবিষয়ে তাঁহাকে অতিক্রম করিয়াছেন কি না জানি না। নগেন্দ্রবালার "প্রেমগাথা" ও "ব্রজগাথা" যিনি পড়িয়াছেন, তিনি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে কি লৌকিক, কি আধ্যাত্মিক উভয়বিধ প্রেমবর্ণনেই নগেন্দ্রবালা তাঁহার নৈসর্গিক শক্তির একশেষ দেখাইয়াছিলেন। নগেন্দ্রবালা অল্প বয়সে যেরূপ সুকবি-কীর্ত্তিস্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এরূপ উদাহরণ বঙ্গদেশে—সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেও বিরল। ইনি অন্তঃপুরচারিণী সম্ভ্রান্ত হিন্দুললনা, নানাবিধ দারুণ রোগে প্রায় আজীবন জর্জ্জরিতা ছিলেন। শিক্ষালাভের সুবিধা ইহাঁর ভাগ্যে ঘটে নাই বলিলেই হয়। বাল্যকালে ইনি একটী নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইহাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষার উহাই চরম সীমা। ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রতিভা নিজের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বঙ্গদেশে নগেন্দ্রবালা ইহার একটি সুন্দর উদাহরণ। নিজের যত্নে ইনি যেমন সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এমন সুদৃষ্টান্ত পুরুষদিগের মধ্যেও বিরল। অন্তঃপুরে আবদ্ধা থাকিয়া ইনি কেবল উৎকল ভাষার নহে, ইংরাজি সংস্কৃত প্রভৃতি মার্জ্জিত ভাষার সাহিত্যের কিরূপ চর্চ্চা করিতেন, তাঁহার রচনাই তাহার পরিচায়ক। প্রায় সমস্ত মাসিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা মুক্তকণ্ঠে ইহাঁর পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনার প্রশংসা করিতেন। হেয়ার প্রাইজ্ ফণ্ডের অধ্যক্ষগণ ইহাঁর রচিত "প্রেমগাথার" কবিত্বে প্রীত হইয়া ইহাঁকে পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন। কবিবর নবীন চন্দ্র ইহাঁকে "রমণীরত্ন" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদ ও সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে ইনি "সরস্বতী" ও "সাবিত্রী" উপাধি পাইয়াছিলেন। ফলতঃ নগেন্দ্রবালার বিদ্যাবত্তা, শক্তিমত্তা এবং কোমল সৌম্য স্নেহপ্রবণ চরিত্রের অল্পমাত্রও যিনি পরিচয় পাইয়াছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, এই আখ্যাগুলি অপাত্রে অর্পিত হয় নাই। নগেন্দ্রবালা এরূপ প্রতিভান্বিতা এবং সুশিক্ষিতা হইয়াও তাবৎ গার্হস্থ্য সদ্গুণ

নিচয়ে বিভূষিতা ছিলেন। স্বভাব-সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়াও ইনি নিত্য প্রয়োজনীয় এবং সুফলোপধায়ক তাবৎ গার্হস্থ্য শিক্ষার প্রতি আস্থাবতী ছিলেন। কি রচনায়, কি বাস্তব জীবনে ইহাঁকে কোমলা নারী প্রকৃতির আত্মাস্বরূপিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহাঁর রচিত "নারী ধর্ম্ম" পুস্তকে ইনি যে সদুপদেশ দিয়াছেন, ইহাঁর গার্হস্থ্য জীবনে তৎসমুদায় প্রতিফলিত দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়। ইনি যেমন সুগৃহিণী, সেইরূপ সুপাচিকা, সীবনকুশলা এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বাভিজ্ঞা ছিলেন। রোগীর সেবা কার্য্যে ইনি যেমন সুদক্ষা ছিলেন, অনেক সুশিক্ষিতা ধাত্রী সে বিষয়ে ইহাঁর সমকক্ষ কি না সন্দেহ। আতুরের সেবা, দীনে দয়া যেন ইহাঁর স্বভাবগত ছিল। দুঃখিত এবং তাপিত ব্যক্তিগণকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্রবালা এক স্থলে গাহিয়াছেন

"হয়ে থাক যদি সুখ-শান্তিহারা,
এসগো আমার ঘরে ;
হৃদয়ের রক্ত সঁপিব গো আমি
তোমার সুখের তরে।

ইহাঁর এই উক্তি কেবল রচনা অলঙ্কার জন্য সন্নিবেশিত হয় নাই, ইহাই ইহাঁর প্রকৃতি ছিল।

ফলতঃ স্নেহশীলতা এবং স্বাবলম্বন-প্রিয়তা ইহাঁর চরিত্রের মূলভিত্তি এবং এই দুই গুণই ইহাঁর সর্ব্বোতোমুখ উৎকর্ষের প্রসূতি বলিতে হইবে। মৃদুতার এবং দৃঢ়তার এমন কমনীয় সমাবেশ স্ত্রী-জীবনে অতি অল্পস্থানেই দেখা যায়।

"মৃদু প্রকৃত্যাচ সসারমেবচ"

কালিদাসের এই উক্তির নগেন্দ্রবালা সরস্বতী একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন।

নগেন্দ্রবালার বয়স ২৯ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার অনেক বয়স পর্য্যন্ত সন্তানাদি না হওয়াতে আর হইবে না বলিয়া সকলের ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় ২৫ বৎসরে প্রথম কন্যা, পরে আর এক কন্যা জন্মে। এই দুইটী শিশু কন্যা ও স্বামী রাখিয়া গত ২৫এ এপ্রেল তাঁহার স্বামীর কর্ম্মস্থল জামালপুরে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার উপর আত্মীয় ও স্বজন এবং বঙ্গমাতার অনেক আশা ছিল, সকলই অকালে নির্ম্মূল হইল!!

(ক্রমশঃ)

সম্রাট মার্কস অরিলিয়স আণ্টোনাইনসের উপদেশ।

১২ অধ্যায়।

(শেষ)

১। গত বিষয়ের আলোচনা করিও না, ভবিষ্যৎকে ঈশ্বরের উপর স্থাপিত কর এবং বর্ত্তমানকে ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে পরিচালিত কর। ধর্ম্মানুগত ভাব এই যে তোমার যে অবস্থা, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক ; কারণ ঈশ্বর এই অবস্থাকে তোমার জন্য

এবং তোমাকে এই অবস্থার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ন্যায়ানুগত ভাব এই যে সর্ব্বদা নির্ভয়ে ও অকপটে সত্য কথা বলিবে।

২। যাহা অসাধ্য মনে কর, তাহাও সাধন কর। বাম হস্ত অভ্যাসাভাবে অন্য সকল কার্য্যে অক্ষম হইলেও লাগাম-ধারণে দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা পটু, কারণ তাহা ইহাতে অভ্যস্ত।

৩। মানুষের এ কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা যে যাহা ঈশ্বরাভিপ্রেত, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্য করিবে না এবং ঈশ্বর যাহা দিবেন, তাহাই মস্তক পাতিয়া লইবে !!

৪। জীবনের আকস্মিক ঘটনায় যে চমকিত হয়, সে কেমন হাস্যাস্পদ ও অজ্ঞ জীব !

৫। একটী দীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে কি তাহার দীপ্তি পরিত্যাগ করে ? তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার মধ্যে যে সত্য, ন্যায়-পরতা ও মিতব্যয়িতা আছে, তাহার নির্ব্বাণ হইবে কেন ?

৬। যাহা ন্যায্য নয়, তাহা করিও না; যাহা সত্য নয়, তাহা বলিও না।

৭। যখন কোনও বিষয় লইয়া বিরক্ত ও ব্যতিব্যস্ত হও, তখন একটী ভুল কর। সে এই যে যাহা ঘটিতেছে, তাহা সর্ব্ব-কালেই ঘটিয়াছে এবং সেইরূপ সর্ব্বকাল ঘটিবে এবং এখনও সর্ব্বত্র ঘটিতেছে।

৮। মৃত্যু কাহার পক্ষে ভয়ানক নয়? যাঁহার নিকটে যে সময়কার যাহা, তাহাই উত্তম এবং যিনি সুযুক্তি অনুসারে কার্য্য করিয়া যান; কার্য্য অধিক হইল বা অল্প হইল চিন্তা করেন না এবং সংসারের বিষয় অধিকক্ষণ বা অল্পক্ষণ ভাবিলেন, তাহাও ভাবেন না।

৯। হে মনুষ্য! তুমি এই পৃথিবীরূপ সাম্রাজ্যের প্রজা। তুমি এখানে ৫ বৎসর বা ৩ বৎসরের জন্য, তাহাতে কি আসে যায়? যাহা বিধিসঙ্গত, তাহা সকলের পক্ষেই ন্যায়সঙ্গত। অতএব সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় লও, কারণ যিনি তোমাকে বিদায় দিতেছেন, তিনিও ইহাতে সন্তুষ্ট।

অমলা।

(৫১৫ সংখ্যা — ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

নবম পরিচ্ছেদ।

"দুর্ব্বলের বল আশা—নহে কুহকিনী"

মনুষ্য কি ভ্রান্ত! দুই দিনের অসার সুখের লালসায় "আমার আমার" করিয়া উন্মত্ত হয়! চক্ষু মুদ্রিত করিলে কোথায় যে কি পড়িয়া রহিবে, তাহা তিলেকের তরেও বিবেচনা করিয়া দেখে না। কত শত পথিক অগ্রসর হইয়াছে, কত হইতেছে, তাহাতেও মোহান্ধ ব্যক্তির চৈতন্য উদয় হয় না। সে ভাবে আমি অজর, অমর

ও অক্ষয়। হায়! আজি যাহাকে ক্রোর-পতি দেখি, কল্য তাঁহাকেই আবার পথের ভিখারী দেখিতে পাই; আজি যে সুরম্য অট্টালিকা বহুমূল্য প্রস্তর-খচিত, দুই দিন পরে তাহাকেই আবার ধুলিসাৎ দেখিতে হইবে; তখন সেই ভগ্নাবশেষই কত মনুষ্যের মনে তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করাইয়া দিয়া কত আধ্যাত্মিক ভাবের উদ্রেক করিয়া দিবে। কত শত মহাত্মা কত কাল হইল ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সুকীর্ত্তি অদ্যাবধি মনুষ্যের হৃদয়ে তাঁহাদিগকে জাগরূক রাখিয়াছে।

বল্লালসেন মৃত; তাঁহার কীর্ত্তি জীবিত। বল্লালের সুরম্য প্রাসাদ আজি ভূগর্ভে নিহিত, কিন্তু "বল্লাল ঢিপি" আজিও বর্ত্তমান। "বল্লাল দীঘী" অদ্যাপি তাঁহার কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। "বল্লাল ঢিপি" নদীয়া জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণপুকুর গ্রামে অবস্থিত; নবদ্বীপ হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ উত্তরে। প্রবাদ আছে যে এই "বল্লাল ঢিপি" বল্লাল সেনের বাসস্থান ছিল; বর্গীর হাঙ্গামার সময় বল্লালসেনের অন্তঃপুরবাসিনীগণ ঐ ঢিপির নিম্নতলস্থ গৃহমধ্যে বাস করিতেন, এবং বহির্ভাগের দরজা বন্ধ থাকিত; কোনও বিশ্বাসী প্রহরী কর্ত্তৃক ঐ গৃহের দ্বার খোলা ও বন্ধ করা হইত; এবং এরূপ কৌশলে দরজা নির্ম্মিত হইয়াছিল যে অন্য কোনও ব্যক্তি সে দ্বার উদঘাটন করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। প্রবাদ আছে যে, যে প্রহরীর হস্তে বল্লাল পরিবারের 'জিওন ও মরণ কাটী' সে হঠাৎ একদিন বর্গির হস্তে নিহত হওয়ায় রাজ-অন্তঃপুরস্থ কুল-ললনাগণ অনাহারে রুদ্ধাবস্থায় ভূতলস্থ গৃহেই প্রাণত্যাগ করেন!!

এক্ষণে ঐ বল্লাল প্রাসাদ "বল্লাল ঢিপি।" ইহা প্রায় ৩০।৪০ হাত উচ্চ হইবে; ইহা এক্ষণে ব্রাহ্মণপুকুরের মোল্লাদিগের অধিকারস্থ; ইহা ঢোলাইয়া কৃষিক্ষেত্র করিবার চেষ্টা হইতেছে। ঢিপি হইতে প্রায় এক পোয়া পশ্চিমে গঙ্গানদী প্রবাহিত।

এই "বল্লাল ঢিপির" সন্নিকটে "বল্লাল দীঘী"; ইহা দীর্ঘে প্রায় এক পোয়া হইবে; পাড় বেশ উচ্চ; ইহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণ পাড়ে মনুষ্যের বাস; দীঘীর নাম অনুসারে ঐ গ্রামটিও "বল্লাল দীঘী" নামে অভিহিত। এখন এই দীর্ঘিকায় জল নাই; ইহা শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই দীঘীর এত দুর্দ্দশা হয় নাই; তখনও তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ইহার আবিল জল পান করিয়া অসময়ে প্রাণরক্ষা করিত। এই "বল্লাল দীঘী" মায়াপুর গ্রামের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। তখন এই মায়াপুর "মেয়াপুর" নামে অভিহিত হইত। ইহা "মিঞাপুরের" অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে মোল্লা, খোনকার, কাজী প্রভৃতি উচ্চকুলোদ্ভব মুসলমানগণ সেখানে বাস করিতেন; অদ্যাবধি তাঁহাদের মহানুভব বংশধরগণ ঐ স্থানে

বাস করেন। প্রায় দশ বৎসর হইল শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ-প্রমুখ কতকগুলি ভদ্রলোক কৃষ্ণনগরের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার দ্বারিকানাথ সরকারকে লইয়া উক্ত স্থান জরিপ করিয়া বহু প্রমাণ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্থির করেন যে এই মেয়াপুরই "মায়াপুর" অর্থাৎ চৈতন্য দেবের জন্মস্থান। এখানে মহাপ্রভুর একটী মন্দির আছে; মন্দিরের পশ্চাতে তুলসী বৃক্ষের জঙ্গল হইয়া গিয়াছে। পৌষ সংক্রান্তির দিবস নিকটস্থ গ্রামের অসংখ্য নরনারী গঙ্গাস্নানার্থ মায়াপুরে আসিয়া সমবেত হইতেন; তাহাতে এখানে একটী মেলা বসিত। অদ্যাবধি উত্তরায়ণ দিবস প্রভৃতি কতকগুলি পর্ব্ব উপলক্ষে ঐ স্থানে মেলা বসিয়া থাকে।

পৌষ মাস, প্রচণ্ড শীত; মায়াপুরে বেশ একটী জাঁকজমকের মেলা বসিয়াছে। চারিদিকে যেন আনন্দের ফোয়ারা; কেহ আসিতেছে, কেহ চলিয়া যাইতেছে; কেহ ক্রয় করিতেছে, কেহ বা বিক্রয় করিতেছে; কেহ কেহ বা মেলা পরিত্যাগ করিবার সময় আপন আপন সঙ্গীদিগের খোঁজ লইতেছে; কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীর নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সকলেই আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত; কিন্তু এক পার্শ্বে দুইটী দরিদ্র যুবক নিবিষ্ট চিত্তে কি ভাবিতেছে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। একটীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর; অপরটীর আন্দাজ ১৫ বৎসর। উভয়েরই মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ, ওষ্ঠ শুষ্ক; মস্তক মুণ্ডিত ও ধূলি-ধূসরিত; চক্ষু কোটর-প্রবিষ্ট; সর্ব্বাঙ্গ এক একটী মলিন বসনে আবৃত; মুখে হাস্য নাই; বদনে প্রফুল্লতা নাই; নয়নে মাধুর্য্য নাই; দৃষ্টির চঞ্চলতা নাই। আছে মাত্র—কার্য্যে ঔদাসীন্য; হৃদয়ে আশা ও নৈরাশ্যের ঘাত প্রতিঘাত; নয়নে অশ্রু; ভোজনে অনিচ্ছা; শয়নে অনিদ্রা; স্বপনে বিভীষিকা; ধ্যানে প্রভু। কাহারও সহিত বাক্যালাপ নাই; দুইজনে পাশাপাশি অবনত মস্তকে উপবিষ্ট হইয়া কি যেন আকাশ পাতাল ভাবিতেছে; এমন সময় ৪।৫ জন উপবীতধারী যুবক তাহাদের নিকট দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের আনন্দের রোলে দরিদ্র দুইটীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল; তাহারা মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিষ্ঠ ও উপবীতধারী; কিন্তু তাঁহাদের মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলেন না। ঠিক্ এই সময় ব্রাহ্মণ যুবকগণের মধ্যে কে একজন কহিলেন "সুরেশ, শীঘ্র চল, আর দেরী করা হবে না; তোমার অমা এখনি বিপদ ঘটাবে।" ব্রাহ্মণ-দিগের মুখে এই কথা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত জ্যেষ্ঠ দরিদ্র বালক তাহার সঙ্গীকে বলিল "তুই একটু বস্, আমি এখনি আসছি।" এই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ যুবকের বাক্য লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে গমন করিল। লোকের ভিড় ঠেলিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল; তথাপি মনের আবেগে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু এই দরিদ্র বালক

তাঁহাদিগের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা নৌকা যোগে গুড়গুড়িয়া নদীর অপর পারে উপনীত হইলেন। বালক কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িল; পুনরায় নৌকা অন্য দিক্ হইতে যাত্রী লইয়া বালকের নিকট উপস্থিত হইল: অনেকে তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠিল; দরিদ্র যুবকও সেই সঙ্গে নৌকায় উঠিয়া বসিল। মাঝী সকলের নিকটে একটী করিয়া পয়সা আদায় করিয়া লইল; কিন্তু দরিদ্র যুবকের নিকট একটীও পয়সা না থাকায় সে তাহাকে নৌকা হইতে নামাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। যুবক মহা বিপদে পড়িল; সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া নদীবক্ষে লাফাইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

স্নায়বীয় গঠন।

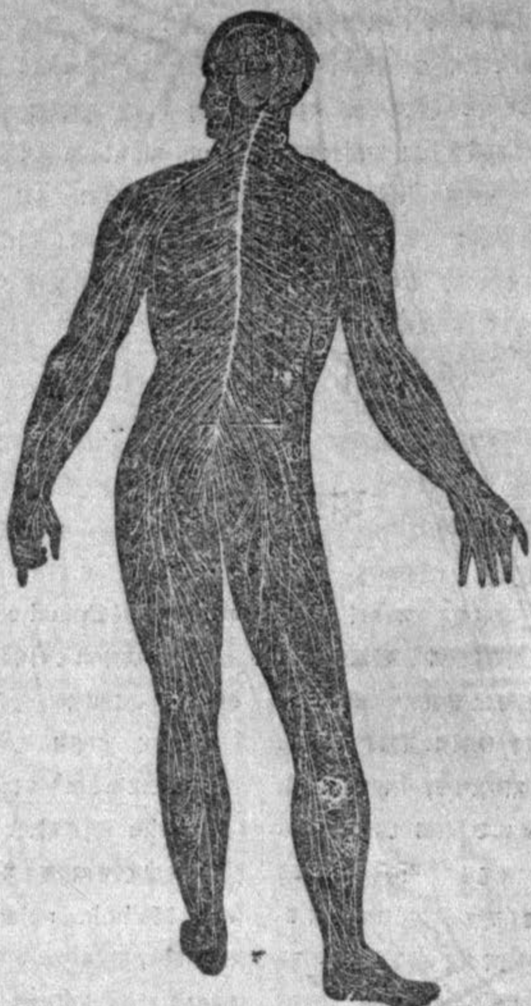
(*Nervous system*)

মানব-দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া ইহার গঠনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, ইহা স্তরে স্তরে সুপ্রণালীতে রচিত। প্রথমে অস্থিময় কঙ্কাল ইহার কাটমা। তাহার পর মাংসপেশী, শিরা, ধমনী, উপচর্ম্ম, চর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা কেমন তাহা আচ্ছাদিত! কিন্তু এই সকলের ভিতর ভিতর স্থূল ও সূক্ষ্ম স্নায়ু সকল সন্নিবেশিত। ইহা শ্বেত সূত্রবৎ। এই স্নায়ুর প্রধান কার্য্য দুইটী—গতি ও চৈতন্য শক্তি। স্নায়ু অভাবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও শারীরিক উপাদান সকল গতিহীন এবং চৈতন্যহীন জড়ের ন্যায় হইয়া থাকিত।

স্নায়বীয় গঠন একটী উর্দ্ধমূল নিম্নশাখ বৃক্ষের ন্যায়। নিম্নস্থ চিত্র দেখিলে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। মাথার খুলীর মধ্যে মস্তিষ্ক ইহার মূল, তথা হইতে মেরুদণ্ড বা পিঠের দাঁড়ার মধ্যে মোটা দড়ার মত (Spinal cord) মস্তিষ্কের শুঁড়ি কটিদেশ বা কোমর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা ১৮ বুরুল বা দেড় ফুট লম্বা।

মস্তিষ্কের প্রধান দুইভাগ—সম্মুখের ভাগ (Cerebrum) এবং পশ্চাতের ভাগ (Cerebellum) ; ইহাদের এক একটীরও দুটী করিয়া ছেদ আছে। মস্তিষ্কের পশ্চাৎদিকে Medulla oblongata নামক স্নায়ুর চাপ, বা মিলিত স্নায়ুরাশি, তাহাই ক্রমশঃ লম্বা হইয়া পিঠের দাঁড়ার ভিতর গিয়াছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও জিহ্বা এই গুলি বিশেষ বিশেষ ধমনী দ্বারা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়া দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও আস্বাদন জ্ঞান উৎপাদন করে। কিন্তু যে স্নায়ু সকল দ্বারা ত্বকে স্পর্শ জ্ঞান হয়, তাহা (Spinal cord) মেরু-রজ্জুতে সংযুক্ত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে স্নায়বীয়



কার্য্য দুই প্রকার—গতি ও চৈতন্য শক্তি। এই কার্য্য সাধনার্থ মস্তিষ্ক হইতে ১২ যোড়া এবং মেরুরজ্জু হইতে ৩১ যোড়া স্নায়ুসূত্র বিনির্গত হইয়াছে।

মেরুরজ্জুর সম্মুখ ও পশ্চাৎ দুই বিভিন্ন দিক্ হইতে যে সকল স্নায়ুসূত্র বহির্গত হইয়াছে, তাহাদের কার্য্য বিভিন্ন। সম্মুখের স্নায়ু গতি-সঞ্চারক (Motor), পশ্চাতের স্নায়ু চৈতন্য-সঞ্চারক (Sensor)। কোনও কারণে সম্মুখের স্নায়ু নষ্ট বা শক্তিহীন হইলে অঙ্গসকল গতিহীন এবং পশ্চাতের স্নায়ু নষ্ট বা শক্তিহীন হইলে অঙ্গসকল নিস্পন্দ ও চেতনাহীন হয়। মস্তিষ্ক ও মেরু-রজ্জুর মধ্যবর্ত্তী মেডুলার স্নায়ু সকলের কার্য্যও এই রূপ দেখা যায়। তবে মেডুলা ও মস্তিষ্কের গঠন ক্রমে জটিল—এক-

দিকের স্নায়ু সূত্র উল্‌টা দিকে প্রসারিত বা ঘূর্ণিত, এজন্য দক্ষিণের স্নায়ুর হানিতে বাম দিকের অঙ্গের পীড়া লক্ষিত হয়। পক্ষাঘাত, মৃগী প্রভৃতি রোগ স্নায়ু-ঘটিত। মৃগী রোগে মস্তিষ্কের দক্ষিণ গোলার্দ্ধে রক্ত জমিলে বাম অঙ্গ শক্তিহীন হইয়া পড়ে। আজ সামান্যতঃ কিছু বলা হইল, স্নায়বীয় গঠন ও তাহার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

বেথুন কলেজ

ছাত্রী-সমাজে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

এ জগৎ কিরূপে সৃষ্টি হইল এবং কেমন করিয়াই বা ইহার কার্য্য সমুদয় চলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ গভীর চিন্তা করিতেছেন। তাঁহারা কেহ বলিতেছেন ইহা অন্ধ শক্তির কার্য্য; কেহ বলিতেছেন অজ্ঞাত কোনও জ্ঞান-শক্তি ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে; এই প্রকার এক এক জন এক এক প্রকার মীমাংসায় উপনীত হইতেছেন। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালে তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদিগের প্রাণে এ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। কথিত আছে, একদা বরুণ তাঁহার পুত্র ভৃগুকে বলিয়াছিলেন;—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি,
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম।

অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয় এবং যাঁহার দ্বারা ইহারা উৎপন্ন হইয়া জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া স্থিতি করে, তাঁহাকে বিশেষ রূপে জান, তিনি ব্রহ্ম।

ভৃগু ইহা শুনিয়া তপস্যায় রত হইলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার নিকটে 'অন্ন' জগতের জীবনী শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। অন্ন আহার করিয়া জীবগণ জীবিত থাকে এবং মৃত্যুর পরে তাহাদের দেহ যখন মৃত্তিকাতে পরিণত হইয়া যায়, তখন তাহা হইতে পুনরায় শস্যাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং অন্ন ছাড়া আর কোনও পদার্থ জগতের জীবনী শক্তি হইতে পারে না, এই রূপ বিবেচনা করিয়া ভৃগু পিতার নিকটে গিয়া আপনার মত জানাইলেন। বরুণ শুনিয়া কহিলেন, "তুমি স্থূল বুঝিয়াছ, যথার্থ জ্ঞান তোমার হয় নাই, যাও, আবার তপস্যায় রত হও।"

ভৃগু কিছুকাল তপস্যা করিয়া মনে করিলেন যত ক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে, ততক্ষণই জীবগণ জীবিত থাকে, অতএব প্রাণই সার বস্তু। তিনি পিতার নিকটে গিয়া এইরূপে বলিলে পিতা উত্তর দিলেন "এখনও তোমার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় নাই, তুমি আরও কিছুদিন তপস্যা কর।"

ভৃগু পুনরায় তপশ্চারণ করিয়া বুঝিলেন —অচেতন প্রাণ সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ নয়, চিন্তাশীল মনই তাহার কারণ। জগৎময় ইহার কার্য্য দেখিতেছি। তিনি পিতার নিকট নিবেদন করিলেন "পিতঃ! মনই সারবস্তু, মন হইতেই সর্ব্বভূত উৎপন্ন হইয়াছে, মনদ্বারা সকলই জীবিত রহিয়াছে এবং অবশেষে মনঃকল্পিত সকলই মনেতেই প্রবেশ করে।"

বরুণ ভৃগুকে আরও সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিতে আদেশ করিলে তিনি পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। বহু বৎসর তপস্যা করিয়া বুঝিলেন মন চঞ্চল ও মলিন। তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান সকল তত্ত্বের মূলে এবং ইহা স্থিরবুদ্ধি ও নির্ম্মল। তখন ভৃগু পিতার নিকটে গিয়া বলিলেন;—"বিজ্ঞান হইতেই সর্ব্ব জীবের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ।" পিতা বলিলেন তুমি "অনেক দূর আসিয়াছ, এইবার আরও গভীর রূপে ধ্যান ও তপস্যা কর।"

ভৃগু পুনরায় তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং কিছুদিন পরে সৃষ্টির মূলে প্রেম-স্বরূপ আনন্দময় পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিলেন। তখন তিনি আসিয়া পিতাকে বলিলেন,—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-
সংবিশন্তি।"

আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে নিশ্চয়ই এই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া তাঁহাতে স্থিতি করে।

বরুণ তখন সন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুকে বলিলেন "তুমি এখন যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছ।" পরে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সাধনে রত হইবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিলেন।

শ্রীহিরণ্ময়ী সেন।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যানের পত্নী গত ৩০এ আগষ্ট পরলোকগত হইয়াছেন। ইংলণ্ডেশ্বর এক দীর্ঘ সমবেদনাপূর্ণ পত্র লিখিয়াছেন। রাশি রাশি সহানুভূতিসূচক তার-সংবাদ আসিতেছে।

২। লেডী মিণ্টোর ধাত্রীফণ্ডে লক্ষ টাকার অধিক হইয়াছে। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী ও রাজপরিবারের অনেকে দান করিয়াছেন।

৩। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানার মেরী টিও সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়সী রমণী ছিলেন, ১০৭ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাঁহার জন্মোৎসব হয়, তাহাতে নৃত্য করিয়াছিলেন।

৪। ফরাসী রমণীদের পুরুষবেশ পরিধানের সাধ। এই সাধ মিটাইবার জন্য ৩০ টাকা করিয়া দিয়া ৮টী রমণী লাইসেন্স লইয়াছেন।

৫। স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ ময়মনসিংহের প্রায় ৪০০ শত রমণী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন "আনন্দক্ষেত্র" নামে এক বার্ষিক মেলা করিবেন। শ্রীমতী শরৎকামিনী দেবী চৌধুরী "আনন্দমোহনের" সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনী-লেখিকাকে ২৫৲ টাকা পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন।

৬। দাদাজী নৌরজী ৮১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৮২ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে আরও দীর্ঘজীবী করুন্।

৭। মহীশূরে ওয়েসলিয়ান মিশন লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের জন্য মেরী কালবার্ট হোলড্সওয়ার্থ মেমোরিয়াল হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মহীসুরের রাজমাতা ইহাতে ১০ সহস্র টাকা দিয়াছেন এবং মহারাজা এই হাসপাতাল খুলিয়াছেন।

৮। গত বর্ষের ন্যায় এবৎসরও আট্লাণ্টিক মহাসাগরের উত্তরঙ্গ বহিয়া ইংলণ্ডের অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে।

৯। বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী সরলাবালা মিত্র বি এ শিক্ষয়িত্রীর শিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

১০। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ধনী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের মৃত্যুসংবাদে আমরা দুঃখিত হইলাম। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লক্ষ টাকা দিয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধ বৃত্তি স্থাপন করেন। এরূপ বদান্যতা আরও অনেক।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। স্বপ্ন তত্ত্ব—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। স্বপ্নের কারণ, উৎপত্তি ও ফলাফল বিষয়ক পুস্তক। যাঁহারা স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের ফল জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক আশ্চর্য্য তত্ত্ব পাইবেন।

২। সুকন্যা বিভুবালা—মূল্য ৵০ আনা। বামাবোধিনী হইতে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

৩। প্রহেলিকা রত্নমালা—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা মাত্র। এই পুস্তকে বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ অনেকগুলি প্রহেলিকা রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে।

৪। সরলা—শান্তিলতা দেবী প্রণীত। একটী সুন্দর ছোট গল্প। ইহা পাঠে পাঠিকাগণ নির্দ্দোষ আমোদ লাভ করিবেন। বামাবোধিনীর গ্রাহকগণ বিনামূল্যে পাইবেন। মফস্বল হইতে ডাক খরচ ৴৫ দিলে বামাবোধিনীর সহিত পাঠান যায়।

বামারচনা।

জননী।*

উচ্ছ্বসিত যমুনার নিরাবিল স্নিগ্ধ তটে,
আমাদের উদ্বেলিত আকুল হৃদয় পটে,
জননী গো, জননী গো, শুদ্ধ চিতাটি তোমার
বরষের এই দিনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া, যেন
উঠে এক বার!
দুটি স্নিগ্ধ আঁখি তারা মা আমার, মা আমার,
বহু দিন, বহু বর্ষ এ দেশে ফোটে না আর।
তব অমিয় বচন-সুধা, স্নেহ-সিক্ত হ'য়ে
মঙ্গল সঙ্গীত মত ধ্বনিয়া উঠে না গেহে!
হবে বা মঙ্গল কোন এ বিধান বিধাতার,
জানি না বুঝি না কিছু, স্নেহময়ী, মা আমার।
প্রতি বরষের এই অশ্রু-ভরা-দিনগুলি
তোমার সমাধি তলে করুণ ক্রন্দন তুলি,
তোমারে জাগাতে আসে।
স্নেহের শীতল বক্ষে কত ক্ষমা ছিল, তাই
যুক্ত করে উর্দ্ধ মুখে আজিও সে ক্ষমা চাই।
জ্ঞানকৃত অপরাধ অজ্ঞানিত দোষ ত্রুটী
কর ক্ষমা স্নেহময়ী প্রণমি চরণে লুটি।

৮ই ভাদ্র, কলিকাতা।

শ্রীনরলা দত্ত।

বরষা।

অহো! আজ ধরাতল কিবা শোভা ধরে,
বিহঙ্গম পশু আদি কলরব করে!
গুড় গুড় ডাকিতেছে মেঘ থেকে থেকে,
উড়িতেছে পক্ষিগণ শূন্যে ডেকে ডেকে।
ঝর ঝর পড়িতেছে বরিষার বারি,
কিরূপ আনন্দ হয় বলিতে না পারি।
মাঝে মাঝে উঠিতেছে যেন হুঙ্কারিয়া,
বাজ বজ্র চলি যায় সেই পথ দিয়া।
যূঁই বেলা চারা গাছে কত শোভা পায়,
সুগন্ধে মানব-মন কতই মাতায়!
হংস হংসী সুখে খেলা করে সরোবরে,
চাতক চাতকী জলধারা পান করে।
এখন ঈশ্বরে ভাই করহ স্মরণ,
যাঁহার কৃপায় শোভা হয়েছে এমন।

কুমারী সুনীতি দেবী, (৯ বৎসর বয়স)
বেনারস।

দেখিতেছ সব?

তুমি কি স্বরগ হতে দেখিতেছ সবি—
শোকাতুর জননীর ম্লান মুখচ্ছবি?
তুমি কি স্বরগ হতে শুনিতেছ সব—
দুঃখিনী মাতার তব ক্ষীণ কলরব?
কেন তবে তুমি দাদা! এত উদাসীন
হাসাইতে মার তব বদন মলিন?
ফিরে এস তুমি দাদা! আমাদের মাঝে,
তব অদর্শন শোক বুকে বড় বাজে।
তোমার স্নেহের সেই সুনীতি* ভগিনী।
প্রাণের অধিক তব চির-সোহাগিনী,
আসিয়ে এখানে দাদা! দেখে হও সুখী,
হয়েছে তাহার এক সোণামুখী খুকী।
তুমি কি স্বরগ হতে দেখিতেছ সব,
কুসুমের মত খুকী সুন্দর পেলব।

শ্রীমতী সুরুচিবালা সেন।

* আমার দিদি।

* জননীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 519. November, 1906.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৪ বর্ষ। ৫১৯ সংখ্যা। কার্ত্তিক, ১৩১৩। নবেম্বর, ১৯০৬। ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

স্ত্রী গ্রাজুয়েট—শ্রীহট্টের ব্রাহ্ম বাবু সদয়চরণ দাসের কন্যা কুমারী সরোজিনী দাস এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীহট্টের ইনি প্রথম লেডী গ্রাজুয়েট—বোধ হয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েরও প্রথম বাঙ্গালী স্ত্রী-গ্রাজুয়েট।

ভারত রমণীদের মধ্যে বাঙ্গালী রমণীরা উচ্চ-শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান এবং তাঁহাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মমহিলাগণ উচ্চতর স্থান অধিকার করিতেছেন।

শিক্ষার্থিনীর বিলাত যাত্রা—শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিবার জন্য হিন্দু বিধবা শ্রীমতী সরলা মিত্র বি এ বোম্বাইয়ে গিয়া তাঁহার সহযোগিনী মুসলমান যুবতী কুমারী কাহজীর সহিত একযোগে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট উভয়কে ১ম শ্রেণীর পাথেয় দিয়াছেন এবং শিক্ষা ও বোর্ডিঙের সমুদায় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারা মেরিয়েট ট্রেণ কলেজে দুই বৎসর কাল রীতিমত শিক্ষালাভ করিবেন।

হিন্দু ও মুসলমান দুইটী উপযুক্ত অধ্যাপিকা দ্বারা এই দুই সমাজের স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ সহায়তা হউক, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

শান্তিসংস্থাপকের পুরস্কার—আমেরিকার সুযোগ্য প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুযভেল্ট রুষ ও জাপানিদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য স্থলেও শান্তি স্থাপনের সহায়তা করিয়াছেন। এ জন্য নোবেল বার্ষিক পুরস্কার ৪০ হাজার ডলার তাঁহাকে প্রদান করা হইবে।

রুষভেল্ট মহাশয়ের অধিনায়কের উপযুক্ত যে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, [illegible] তিনি জগতের নিকট চিরশ্রদ্ধা হইবেন [illegible] পুরস্কার তাঁহার পক্ষে সামান্য।

দুই ছবি কত স্বতন্ত্র—লর্ড কর্জন

কোন কার্য্যই সুদীর্ঘ উচ্চ গর্জ্জন না করিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। লর্ড মিণ্টো গত ব্যবস্থাপক সভায় বিনা বাক্য-ব্যয়ে ৪ মিনিটের মধ্যে দুইটী আইন মঞ্জুর করিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি "বাক্যেতে পণ্ডিত" নহেন, তাঁহার নিকট আমরা অধিক কার্য্যের প্রত্যাশা করি।

মৎস্য-নর—চট্টগ্রামের কক্সবাজারের নিকট মহেশ খালে একটী আশ্চর্য্য মৎস্য ধৃত হইয়াছে। তাহার মস্তক ও বক্ষঃস্থল মনুষ্যবৎ এবং লাঙ্গুল মৎস্যাকৃতি।

ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কিছুই অসম্ভব নয়।

পারস্যের রাজনীতি সংস্কার—পারস্যরাজ ইয়োরোপের দৃষ্টান্তে স্বরাজ্যে এক পার্লামেণ্ট গঠন করিতেছেন, তাহাতে রাজধানী টিহারান্ হইতে ৬০ এবং মফস্বল স্থান সকল হইতে ৯৬, মোট ১৫৬টী সভ্য হইবে, তাহাদের অধিকাংশের মতে সকল কার্য্য ধার্য্য হইবে।

জাপান পাশ্চাত্য জাতি সকলের অনুকরণে শাসনতন্ত্রের উন্নতিসাধনে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তদ্দর্শনে এসিয়ার পারস্য, চিন, কাবুল প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্য সকল আত্ম-সংশোধনে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা শুভ লক্ষণ।

গ্রাজুয়েটের জালিয়াতি—নারীমান জামজি লিমুওয়ালা নামক পার্শি যুবক আশ্চর্য্য মেধার পরিচয় দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৭ বৎসর বয়সে প্রশংসার সহিত এল, এল, বি উপাধি প্রাপ্ত হয়। এই ব্যক্তি এক চেক জাল করিয়া বম্বের সেসন জজের বিচারে কঠিন পরিশ্রম সহ ৫ বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার পিতা গবর্ণমেণ্টের দয়া ভিক্ষা করাতে দণ্ড কমাইয়া এক বৎসর করা হইয়াছে।

এদেশের পিতা মাতারা সন্তানের নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষায় উদাসীন হইয়া তাহাদিগকে কেবল বিদ্বান্ ও কৃতী দেখিতে চান, তাহারই এ কুফল।

কিউবা বিদ্রোহ—আমেরিকার কিউবা প্রদেশে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে। ইহা দেখিয়া প্রেসিডেণ্ট রুযভেল্ট তাঁহার সেক্রেটারী টাফ্‌ট এবং বেকন নামক আর এক মন্ত্রীকে হাভানা নগরে পাঠাইয়া দেন এবং কিউবার সমুদ্রতটে অনেক গুলি রণপোত সজ্জিত করেন। তিনি লিখিয়া পাঠান শান্তি-রক্ষার জন্য আমেরিকার দায়িত্ব আছে; কিউবা গবর্ণমেণ্ট যদি বিদ্রোহীদিগের সহিত মিটমাট করিতে না পারেন, যুক্তরাজ্য যথা কর্ত্তব্য সাধন করিবেন। গোলযোগের শান্তি না দেখিয়া টাফ্‌ট কিউবার শাসনভার লইয়াছেন।

স্বার্থপর রাজাদিগের নীতি "পা'ক শক্র পরে পরে।" তাহারা প্রতিবাসীদিগকে দুর্ব্বল করিয়া আপনাদিগের বল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। কিন্তু অপর রাজ্যে কলহ বিবাদ শান্তি করিবার জন্য নিজের মস্তকে গুরুতর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করা আমেরিকার প্রেসিডেণ্টেরই উপযুক্ত।

দৈব দুর্ঘটনা—সংপ্রতি হংকংয়ের বন্দরে টাইফুন ঝটিকা হইয়া ৫ হাজার চীন মরিয়াছে এবং প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

আমীরের ভারতাগমন—কাবুলের আমীর আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম

সপ্তাহে আগ্রায় আসিয়া লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন স্থির হইয়াছে।

রাজসদস্য নিয়োগ—মাননীয় রায় শ্রীরাম বাহাদুরের পরিবর্ত্তে মুন্সি মাধবলাল যুক্ত প্রদেশের প্রতিনিধি হইয়া ভারত-ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন। (২) হাইকোর্টের সুযোগ্য উকীল বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রতি-নিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

খুল্লনা।*

খুল্লনা বণিক্-বালা—শাপভ্রষ্টা স্বর্গ-বিদ্যাধরী. একদা দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় স্বর্গবিদ্যাধরী রত্নমালা নৃত্য করিতেছিলেন—দেবর্ষি নারদ গায়ক—স্বর্গবাসী যাবতীয় দেবদেবী সেই সভায় উপস্থিত—রাগ-রাগিণীগণ দেবর্ষি-কণ্ঠে মূর্ত্তিমান্—শ্রোতৃ-বৃন্দ সকলেই নৃত্যগীতবাদ্যে বিমোহিত! সহসা কোনও গূঢ় কারণে বিদ্যাধরী রত্ন-মালার মনশ্চাঞ্চল্য প্রযুক্ত তাল ভঙ্গ হইল—সেই অপরাধে দেবী ভগবতী তাঁহাকে মর্ত্ত্যলোকে জন্ম লইবার জন্য অভি-সম্পাত করিলেন। বিদ্যাধরী কাতরকণ্ঠে দেবীর অনেক স্তুতিবাদ করিলেন, কৃপা ভিক্ষা করিলেন, শাপ বিমোচনার্থ দেবীর মনস্তুষ্টিকর যাহা কিছু করিবার সকলই করিলেন—তাঁহার মর্ত্ত্যে আগমন কিছুতেই রহিত হইল না। পরিশেষে রত্নমালা বলিলেন—"মর্ত্ত্যে যাইব, তোমার দাসী হইয়া তোমার ব্রত পূজা প্রকাশ করিব—তোমার শ্রীচরণে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া মর্ত্ত্যলীলা সমাপন করিব—মা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হও।"

তখন দেবী ভগবতী রত্নমালার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ পুরঃসর বলিলেন—"তুমি পুত্রবতী হইবে। ইছানী নগরের বণিক্ লক্ষপতি সদাগরের পত্নী রম্ভাবতীর গর্ভে তোমার জন্ম হইবে। উজানী নগর-বাসী পরমশৈব ধনপতি সদাগর অপুত্রক—তোমাকে বিবাহ করিয়া অপত্যবান্ হইবে। এই কথা শেষ হইতে না হইতে রত্নমালার দেব-দেহ অদৃশ্য হইল।"

স্মরণাতীত কাল হইতে সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গৌড় একটী সমৃদ্ধিশালী হিন্দু রাজ্য ছিল। ইহার স্থানে স্থানে গৌড়ে-শ্বরের বিপুল বিক্রম ও অসামান্য ভুজবলের অনুরূপ বলবীর্য্যশালী বহুল সামন্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজধানীতে সকল জাতীয় লোকেই বসবাস করিত—স্বাধীন রাজ্যে, স্বাধীন জাতির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের যেরূপ প্রসার সম্ভব, এই বঙ্গদেশের পক্ষে সেকালে তাহার কোন প্রকার ত্রুটী ছিল না। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অনেক বণিকই অর্ণবপোতে স্বদেশীয় দ্রব্যজাত লইয়া ও সমুদ্র-পারে

* কবিকঙ্কণ চণ্ডীর 'খুল্লনা' আখ্যায়িকা অবলম্বনে লিখিত।

বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের প্রভূত ধন বৃদ্ধি করিতেন।

উজানী নগরে (আধুনিক বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের অনতিদূরবর্ত্তী গ্রামে) বিক্রমকেশরী নামে একজন সামন্ত রাজা এই সময়ে রাজত্ব করিতেন। ধনপতি দত্ত নামে তাঁহার একজন রাজবণিক্ ছিলেন এবং উজানীর অনতিদূরবর্ত্তী ইছানী গ্রামে লক্ষপতি সদাগর বাস করিতেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী রম্ভাবতী। রম্ভাবতীর গর্ভে পূর্ব্বোক্ত শাপভ্রষ্টা স্বর্গবিদ্যাধরী রত্নমালার জন্ম হইল। ভূমিষ্ঠা হইলে রত্নমালার নাম হইল খুল্লনা—অসাধারণ রূপলাবণ্য ও গুণশালিত্ব দেখিলে অদ্যাপি আমাদের দেশের লোকে প্রায়ই তাহার সহিত স্বর্গ-রাজ্যের একটা পূর্ব্ব সম্বন্ধের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন—প্রায়ই তাঁহাকে শাপভ্রষ্টা বলিতে সঙ্কোচ করেন না—এরূপ স্থলে প্রকৃত শাপভ্রষ্টা রত্নমালা যে অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? খুল্লনা বাল্যকালেই অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালিনী। দুই এক বৎসর করিয়া তাঁহার একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অতিবাহিত হইল—তখনও বিবাহের উদ্যোগ অনুষ্ঠান নাই—নানা স্থান অনুসন্ধানে উপযুক্ত পাত্র মিলিয়া উঠে নাই।

সে কালে এদেশের বড় লোকের মধ্যে কপোত উড়াইবার খেলা একটী ব্যসনের মধ্যে পরিগণিত ছিল। বড়লোকেরা কপোত-মিথুন লইয়া একবারে তিন চারি পাঁচ বা ততোধিক জনে আপনাপন পুংকপোত উড়াইয়া দিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে যাঁহার কপোত আসিয়া অগ্রে তাহার কপোতিনীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইত, তাঁহারই খেলায় জয় হইত।

এইরূপ কপোত উড়াইবার খেলায় আবিষ্ট হইয়া একদিন উজানীর রাজবণিক্ ধনপতি সদাগর নগরের অন্যান্য বণিক্-সন্তানের কপোতের সহিত আপনার খেতাই নামক কপোত উড়াইয়া দিলেন। অপর সকলের কপোত শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল, কিন্তু ধনপতির খেতাই আর ফিরিল না—গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া ইছানীনগরের দিকে ধাবমান হইল।—ধনপতি সদাগর সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া নদী নালা, বন জঙ্গল অতিক্রম করিতে করিতে ক্রমে ইছানী নগরে উপনীত হইলেন। পুরোহিত-সন্তান জনার্দ্দন (ওরফে জনাই ওঝা) তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, তিনিও তৎপশ্চাৎ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া শুনিলেন যে নিকটবাসিনী কোনও বণিক্ বালিকা সদাগরের খেতাই কপোতকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। অনুসন্ধানে জানা গেল যে তিনি লক্ষপতি সদাগরের দুহিতা—সম্পর্কে ধনপতির শালিকা—পত্নী লহনার পিতৃব্য-পুত্রী।—খুল্লনা বণিক্ বালা, তরুণবয়স্কা, বিলক্ষণ পরিহাসপটু। ধনপতি তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন—"আপনি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু ধরিয়া রাখিয়াছেন—স্ত্রীজাতির উপর পরুষ ভাব প্রকাশ

পুরুষের পক্ষে অবিহিত, না হইলে আমি বলপূর্ব্বক আমার শ্বেতাইকে লইয়া যাইতে পারিতাম—তাহাতে কাজ নাই, আপনি ভালয় ভালয় আমার কপোত আমাকে দিন, নতুবা বিক্রমকেশরী রাজার নিকট জানাইব।” এস্থলে ধনপতি আপনার নাম ধামাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেও ক্রটী করিলেন না। খুল্লনাও তাঁহাকে আপনার ভগ্নীপতি বলিয়া চিনিলেন, তবে এইমাত্র বলিলেন যে—“আপনি অতশত বলিলে কি হইবে, আপনার পাখী প্রাণ-ভয়ে পলাইয়া আমার শরণ লইল, অতএব অনুগত জনের আনুকুল্য জন্য প্রাণপর্য্যন্ত পণ করা কর্ত্তব্য বোধে আমি তাহাকে আশ্রয় দিয়াছি, আমি পারাবত-চোর নহি—আপনি যে সাধু ধনপতি দত্ত রাজ-বণিক্ তাহাও কাহার অবিদিত নহে, সকলই সত্য—তবে যদি পারাবত লইবেন, তবে আমার নিকট দাঁতে কুটা করিয়া ভিক্ষা করিয়া লউন, আমি দিতে প্রস্তুত আছি।”

ধনপতি খুল্লনার রূপ যৌবনে মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, কি উপায়ে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তখন তাহারই চিন্তায় আকুল হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলেন এবং জনার্দ্দন ওঝাকে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন। জনার্দ্দন লক্ষপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া খুল্লনার এতাধিক বয়সেও বিবাহ হইতেছে না কেন, কন্যাকাল অতীত হইয়াছে, অতঃপর বিবাহ না দিলে ধর্ম্মনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ইত্যাদি অনেক কথার পর লক্ষপতি তাঁহাকে পাত্রান্বেষণের ভারার্পণ করিলেন। তিনি দেশ দেশান্তরের যাবতীয় গন্ধবণিকের নাম করিয়া একে একে সকলেরই কুলে অল্পাধিক দোষ দেখাইয়া কেবল মাত্র উজানীর ধনপতি দত্তই যে একমাত্র নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক পুরুষ তাহাই বুঝাইলেন। জনার্দ্দন উপযুক্ত ঘটক বটে, একদিনেই সব পাকাপাকি হইল—লক্ষ-পতি ধনপতিকে কন্যাদানে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু লক্ষপতির পত্নী রম্ভাবতী অন্তরালে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন, সাধুর সংকথা শুনিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি নিকটস্থ হইলে বলিলেন—সপত্নীর উপর কেমন করিয়া কন্যাদান করিবার সংকল্প করিলে—বিশেষতঃ লহনা তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—তাহার আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমস্তই তুমি সুবিদিত হইয়াও এমন কাজ কেন করিলে—আমি খুল্লনাকে গলায় বাঁধিয়া অজয়ের জলে ডুবিয়া মরিব।

লক্ষপতি পত্নীকে এই মাত্র বলিলেন যে আমি জ্যোতির্ব্বিদের নিকট অবগত হইয়াছি—খুল্লনা অন্য পাত্রে বিবাহিতা হইলে বিধবা হইবে, সপত্নী-যোগ তাহার নিয়তি।

রম্ভাবতী দ্বিতীয় উত্তর করিলেন না—ধনপতির সহিত খুল্লনার বিবাহ অবধারিত হইয়া গেল। আমাদের দেশের পুরুষের বহুবিবাহ নিষেধ জন্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সপত্নীদ্বেষ বাল্যাবধিই উত্থিত

করিবার যোগ আনা ব্যবস্থা তাঁহারা আপনারাই করিয়া থাকেন—সেঁজুতির শিবপূজা কালে বালিকা মাত্রেই সপত্নীর অকল্যাণ কামনা করেন। সপত্নীকে তাঁহারা বদ্ধবৈর জ্ঞান করেন—সপত্নী সঙ্গে সংসারকে ঘোর বিড়ম্বনাময় বলিয়া জানেন। এজন্য স্বামীকে স্বতঃপরতঃ পুনর্ব্বিবাহ হইতে নিবৃত্ত করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। সপত্নী-কলহে সংসারের লক্ষ্মীশ্রী থাকে না, সংসার শান্তিময় হইতে পায় না – চির অশান্তিতে জলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায়। কিন্তু কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রাদুর্ভাবে এক কালে সেই হিন্দু সমাজে বহুবিবাহের স্রোত অবাধে প্রবাহিত হইয়া কত বালিকাকে সাধবা সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে আজি কালি হিন্দুসমাজ তাহার অপকারিতা অনেকটা বুঝিতে পারায় বহু বিবাহ প্রথা শনৈঃ শনৈঃ হিন্দুসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

রম্ভাবতী তখনই আপনার আত্মীয় স্বজনগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, বালিকা যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা প্রভৃতি কুটুম্বিনীগণে লক্ষপতির গৃহ পূর্ণ হইয়া গেল। ধনপতিকে সেইখানে আহ্বান করা হইল—সকলেই চক্ষু ভরিয়া খুল্লনার ভাবী স্বামীকে দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, সকলেই তাঁহাকে দেবদুর্ল্লভরূপা খুল্লনার উপযুক্ত পতি বলিয়া মানিয়া লইলেন। সেইদিন ধনপতি জনাই ওঝাকে লইয়া উজানী প্রত্যাগমন করিলেন। ক্রমে একথা অপ্রকাশ রহিল না, ধনপতির প্রথমা পত্নী লহনার কানে উঠিল। লহনাও পূর্ব্ব রাত্রিতে দুঃস্বপ্ন দুর্লক্ষণ দেখিয়াছিল। ক্রমে পতির দারান্তর গ্রহণবার্ত্তা শ্রবণে তাহার মনে দারুণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। প্রাচীনা দাসী দুর্ব্বলা মাত্র তাহার সম্বল—প্রভুপত্নীর ভাবী দুঃখের কথা শুনিয়া দুর্ব্বলাও দুঃখিত হইল সন্দেহ নাই। ধনপতি অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া লহনাকে অভিমানে পরিপূর্ণা দেখিলেন, তাহার সন্তোষ সাধনার্থ সদাগর সাংসারিক দুঃখ কষ্টের কথা তুলিয়া তাঁহার রন্ধন-কষ্ট পরিহার জন্য পাচিকা নিয়োগের প্রস্তাব করিলেন, ভবিষ্যতে যাহাতে তাহাকে কোন প্রকার সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করিতে না হয়, তাহারও আশ্বাস দিলেন। লহনার মন কিছুতেই বুঝিল না, তাহার অভিমানের মাত্রার অপচয় দেখা গেল না, বরং বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। সপত্নী-যন্ত্রণা যে কত দূর মনস্তাপের ব্যাপার, তাহা কবির লেখনী অনেকটা স্পষ্টীকৃত করিয়াছে,—লহনা দুর্ব্বলাকে বলিতেছে,—

কহ দুয়া জীবন উপায়।

দিব তোর কানে হেম, চিন্তহ আমার ক্ষেম,
কেমনে সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায়।
একলা ঘরের দারা, আছিলাম স্বতন্তরা,
নিতে দিতে আপনি গৃহিণী।
দিদি, বিধাতা আমারে বাম, পরে নিবে ধন ধাম,
পোড়ে মোর মরমে আগুণি।
খুড়া হয়ে দেয় সতা, কারে কব দুঃখ কথা,
কারে বা করিব অভিমান।

বরঞ্চ মরণ ভাল, এ মোর হৃদয় শেল,
সই এবে কর সমাধান।
† † † †
শোকানলে পোড়ে মন, দাবানলে যেন বন,
আঁখি জল নিবারিতে নারি।
এ শোক রহিল মনে, স্বামী দিব আন জনে,
সঞ্চয় করিয়া ধন সারী।
বহুব্যয় করি কড়ি, করিলাম খাট পিঁড়ি,
সগল্লাদ নিহালী প্যামরী।
চন্দন কুসুম শুরা, কুঙ্কুম কস্তুরী চুয়া,
কারে দিব মন্দির মশারি।

কবি মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় লহনার মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু আজি কালি যেরূপ ব্যসন বিলাসের জিনিস হইয়াছে—সুন্দর ট্রঙ্ক, মনোরম বাক্স,—রমণীয় পরিচ্ছদ—সেমিজ, বডি, কাপড়ের মধ্যে কিংখাপ, সাটিন, গহনার মধ্যে চুড় তাড়, ব্রেসলেট, নেকলেশ, কত বলিব? সে সকল তখনকার কালে এতটা সুপ্রচুর ছিলনা। সুগন্ধি দ্রব্যেরই প্রচলন কত—অটো ডি রোজ, নিরোলী, খসখস, চামেলী গোলাপের সার—সে কালের কবির সম্বল চন্দন কস্তুরী চুয়া, পিঁড়ি, খড়ে ছাওয়া, মাটির ঘর * মশারি—তাহাই ছাড়িতে বা সপত্নীকে তাহারই অংশ দিতে প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

---

* চালের কাড়িয়া খড় আনিল আঁতুড়ি।
সে মুও দুয়ারে আনি পুজে ষষ্ঠী বুড়ী ॥

তখনকার কালে লক্ষপতি সদাগরও যে খড়ের ঘরে বাস করিতেন, তাহা ইহাতেই বুঝা যাইতেছে। পাকা বাড়ীতে রাজা রাজড়ারাই যে বাস করিতেন—মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতির রাজাদিগের আধুনিক বাসগৃহ দেখিলে তাহাতেও অনেকটা সন্দেহ জন্মে।

অন্যত্র—আসিবেন মোর পতি, উড়ি যাও শীঘ্র গতি, পুনরপি বৈস মোর চালে।—খুল্লনা।

অবিশ্বাসের শাস্তি।

কলাবতী আপন চারি মাসের শিশুকে তক্তপোষের উপর শোয়াইয়া ছাদে গেল এবং কনিষ্ঠা লীলাবতীকে বলিয়া গেল "দেখিস খোকা যেন পড়ে না"। লীলা খানিক বসিয়া থাকিল, কিন্তু তাহার দিদি আর নামে না। তাহার বাল্যসখী "বিজলী" আজ শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাই সে তাহার সহিত গল্প করিতেছে। খোকা খেলিতে খেলিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহা দেখিয়া লীলা মাতার শিক্ষামত সান্ধ্য আরাধনার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িল।

পরে ইতস্তত করিয়া দিদির অপেক্ষায় রহিল না। খোকাত ঘুমাইয়া আছে, আমি ততক্ষণ যাই না কেন, ইহা মনে করিয়া হাত পা ধুইয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজার ঘরে গেল। ধূপগন্ধে সুবাসিত, দীপালোকে আলোকিত, পুষ্পস্তবকে সুসজ্জিত, পবিত্র গৃহখানিতে গিয়া স্বীয় আসন পরিগ্রহ করত দেবতার

বন্দনাদি করিয়া মহিম্নস্তব পাঠ করিতে লাগিল। দিবা অবসানে সূর্য্যকিরণ অপসারিত হইলে ধরণীর আলোক ফুরাইল। আর দীপালোক ছাড়া বাহিরের অন্ধকার বিদূরিত হয় না।

খোকা যেই পাশ ফিরিল, অমনি বিছানা হইতে গড়াইয়া পড়িল। তাহার ক্রন্দন-ধ্বনি লীলার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবা মাত্র মন অসংযুক্ত হইয়া পড়িল, সে সত্বর দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া ছুটিল এবং খোকাকে তুলিয়া কোলে লইতেছিল, এমন সময়ে কলাবতী আসিয়া ভগ্নীকে কুপিত স্বরে কহিল—

"কোথা গিয়াছিলি ছেলে ফেলে? যা যা আর তোর নিতে হবে না।"

এই বলিয়া উহাকে ঠেলিয়া ফেলিল। লীলা অনপেক্ষিত আঘাতে হেলিয়া পড়িল। তক্তপোষের কোণে যে পেরেক ছিল, তাহা উহার মাথায় ফুটিয়া রক্তপাত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু সরলা বালিকা সেজন্য ব্যথিত না হইয়া বরং খোকা যে উহার অনুপস্থিতিতে এমন ক'রে পড়ে গেল, ইহাই তাহার ভয় ও ভাবনা। সে নীরবে এক ঘটি জল লইয়া, দালানের এক পাশে বসিয়া আহত স্থানে আছড়া দিতেছে। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া কোমল গণ্ড প্লাবিত করিতেছে।

কলাবতী ও লীলাবতী, শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। এই ভদ্রলোকটী গবর্ণমেণ্ট আফিসে চাকরী করিতেন। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়াতে পদচ্যুত হইয়াছেন। সম্প্রতি একটী বয়ন বিদ্যালয়ের কার্য্য-ভার লইয়াছেন এবং ইনি তাহার এক জন পরিচালক। দেশের জন্য বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে. পরিবারের মধ্যে উক্ত দুটী কন্যা ও স্ত্রী। জ্যেষ্ঠা কলাবতী বিবাহিতা, কনিষ্ঠা লীলাবতী কুমারী।

কলার বিদ্যাশিক্ষা ঘটনাক্রমে ভালরূপে না হওয়াতে লীলার প্রতি তাহার বিষদৃষ্টি।

কলাবতী বিবাহ হইয়া কেবল দুই তিন বার শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন। শাশুড়ীঠাকুরাণীর কোপদৃষ্টিতে পতিত হওয়াতে সেখানে তাহার যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে। উহার স্বামীর প্রতি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যবস্থা সত্ত্বেও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা নহে ছাত্র-জীবনে দুই স্ত্রী লইয়া বহু সন্তানের পিতা হইয়া সংসারে দৈন্য বৃদ্ধি করেন। বরং স্ত্রীকে আপাতত কিছুদিন পিত্রালয়ে সমর্পণ করিয়া রাখাই শ্রেয় ভাবিলেন।

লীলার বিবাহ সম্বন্ধে অনেক বাছাই হইতেছে। সকল সদ্গুণের সঙ্গে স্বদেশভক্ত পাত্র চাই। লীলার মাতা "প্রিয়ম্বদা" ধর্ম্মশীলা রমণী। গার্হস্থ্য আশ্রমেই প্রধান কর্ত্তব্য স্বীয় ধর্ম্মরক্ষণ—এবিষয়ে তিনি বাল্য জীবনে সম্পূর্ণ শিক্ষা পাইয়াছিলেন বটে, তথাপি অল্প বয়স হইতে জননী পদে অধিষ্ঠিতা হইয়া আপন জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। কুম্ভকার সুদক্ষ সত্ত্বেও মাটির দোষে

মনের মত ঘট প্রস্তুত হয় না। লীলা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বাগানের ফুলগুলি তুলিয়া আনে, পূজার স্থান স্বহস্তে মার্জ্জনা করে, পরে শিক্ষামত নিজেও দেবতার আরাধনায় নিযুক্ত হয়। মাতা বলিয়া দিয়াছেন সর্ব্বাগ্রে বিশ্বজননীর পূজা করিবে, পরে গর্ভধারিণীর ও জন্মভূমি জননীর সেবা করিবে। কেবল ছেলেরা যেমন একা মায়ের যত্ন করিতে সমর্থ হয় না মেয়েরা না করিলে, সেইরূপ দেশমাতার জন্য ভাই বোনে মিলিয়া শুশ্রূষা না করিলে তাঁহার উদ্ধার হবে না। লীলাবতী মাতার আজ্ঞাপালিকা ও ভক্তিমতী। তাহার কুসুমকোমল হৃদয়ে এখনি সুগন্ধি ফুলের বাতাস বহিতেছে।

কলাবতী কিছুই বুঝে না। সে নূতন চুমকী-বসান বিলাতী চুড়ি কিনিবার জন্য মাতাকে ব্যস্ত করিতেছিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিলাতী বস্ত্রের অভাবে তাহার সর্ব্বদা কষ্ট অনুভব হয়। স্বদেশের মোটা সূতার কাপড় পরিয়া গায়ে ছড় যাইতেছে, তাহার মুখে এইরূপ প্রতিদিন শুনা যায়। সে দিন তাহার নবাগতা বন্ধুটীর নিকটে ঐ প্রসঙ্গ করিতেছিল। কলার মাতা আজ লীলাকে এসময়ে পূজার ঘরে না দেখিয়া বাহিরে খুঁজিতেছিলেন। কন্যাকে তদবস্থায় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে নিরুত্তর রহিল। কিন্তু কলাবতী সপ্রতিভ হইয়া কহিল "কি আবার হবে? কিছুত নয়।" মাতা কহিলেন ঐ যে রক্ত পড়ছে কেন দেখিত? তখন নিকটে গিয়া উভয়েই দেখিলেন। কলাবতী কহিল "তা আমি কি করব? খোকা পড়ে গিয়েছিল, এমন বোকা মেয়ে, একটু মায়া দয়া নাই, তাকে ফেলে পূজা কর্ত্তে গেছেন। ছেলের যদি কিছু হতো, তবে উহাঁর ঠাকুর পূজাতেই আমার সব হতো!!"

"ছি! ছি কলা, এখন তুমি বড় হয়েছ, এখন আর ঠাকুর দেবতার কথায় অভক্তি প্রকাশ করিও না" মাতা গম্ভীর স্বরে কহিলেন।

কলাবতী।—কি! আমি অভক্তি করিলাম? আমার ও সকল কথা ভাল লাগে না, রাত দিন ঠাকুর ঠাকুর করে যেন পাগল! বুড়ো হলে বয়ান্তরে ধরে বুঝি। তা আমি তোমার মতন বয়সে যখন পৌছিব, তখন ভক্তি করিব।

মাতা কুপিতা হইয়া কহিলেন "এই জন্য তোর অমন দশা। চুপ করে থাক, আমার সন্তানের মুখে আমি এমন কথা শুনিতে চাই না, উহাতে বড় কষ্ট পাই। আমি তোর সুবুদ্ধির জন্য সুমতির ব্রত গ্রহণ করিব"।

কলাবতী অতি গর্ব্বভরে কহিল "না না, আমার জন্য কিছু করিতে হইবে না। ও সকল কুসংস্কার রেখে দেও। ঈশ্বর আছেন, আর নাই আছেন, আমি আর তার কি করিব?"

এমন হতবুদ্ধি কন্যার ব্যবহার দেখিয়া মাতার দুঃখে ও ক্ষোভে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কহিলেন "দেখ কলা,

আর আমার সম্মুখে এমন কথা কখনও মুখে আনিস না। যে সন্তান ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, তাহাকে আমি ভাল বাসিতে পারি না। ধর্ম্ম অপেক্ষা জগতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। অধার্ম্মিকের মুখ দেখিলেও পাপ হয়।" ইহা শুনিবা মাত্র অভিমানিনী ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া খোকাকে কোল হইতে নামাইয়া ফেলিয়া কাঁদিতে লাগিল ও লীলাকে কহিল "পোড়ার মুখী, তোর জন্যইত মা আমাকে এত শক্ত কথা বলিলেন। খোকা পড়ে গেল। উনি ভারি ধর্ম্মিষ্ঠ হয়েছেন। পূজা কচ্ছিলেন—ছাই কচ্ছিলেন।" পরে সেখান হইতে উঠিয়া নীচের ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল।

শশধর বাবু সায়ংকালীন সন্ধ্যা সমাপনান্তে, কতকগুলি দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র লইয়া, ছাদের উপর মুক্ত বায়ুতে ল্যাম্পের আলোতে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া দেখিতেছিলেন। নীচেকার এ সকল তত্ত্ব কিছুই জানিতেন না। কলাবতীর মাতা মলিনমুখে স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। লীলাও তাঁহার পশ্চাতে ছিল।

লীলার পিতা উহাদিগকে বসিতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণ সকলেই নীরব। পরে তিনি যখন কাগজ পড়া শেষ করিয়া মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে কলাবতী সেখানে নাই। তখন লীলাকে বলিলেন "তোমার দিদি আজ কোথায়?" লীলা কহিল তিনি নীচের ঘরে শুইয়া আছেন। কেন, কিছু অসুখ হয়েছে কি? পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন। লীলা উত্তর করিল "না, তা কিছু নয়"। তখন শশধর পত্নীর দিকে চাহিয়া সোৎসুক নেত্রে বলিলেন "কি ব্যাপারখানা, তুমিও যে বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছ, আজ কি বেয়াইবাড়ীর নূতন আলোচনা কিছু আছে?" প্রিয়ম্বদা মৃদুস্বরে কহিলেন "না আমার নিজের দুরদৃষ্ট নিজেই ভোগ করিব"। পরে লীলাকে কহিলেন "যাওত তোমার দিদিকে বল গিয়া খোকা কাঁদিতেছে, তুমি শীগ্‌গীর চল। লীলা মাতার আজ্ঞানুসারে ভগ্নীকে ডাকিতে গেল।

লীলা চলিয়া গেলে লীলার মাতা স্বামীর নিকট আদ্যোপান্ত সকল কথা বলিলেন। শশধর কন্যার এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, "তবে উহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দেও। স্বামীর উপদেশে যদি কোনও সুফল হয়"। প্রিয়ম্বদা তখন আপত্তি-সহকারে বলিলেন "না না, তাও কি হয়! লোকে বলবে যে মেয়েকে দুটো খেতে দিতে পাল্লে না, তাই একটাকে ঘাড়ে করে রেখে গেল। শাশুড়ী আরও খোঁটা দিবে, না তা আমি কখনও পারিব না"।

তখন শশধর কহিলেন, তবে আমি এইবার কলাবতীকে কিছু বলিব। প্রিয়ম্বদা কহিলেন আচ্ছা তাই ভাল, কিন্তু দেখিও উহার স্বভাব বড় একগুঁয়ে তুমি ক্রোধভরে শক্তকথা বলো না। মেয়ে

এখন ডাগর হয়েছে। ইহা শুনিয়া শশধর বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তবে তোমরা যাহা জ্ঞান কর গিয়ে, আমি আর কি করিব ?"

আবার খানিক পরে কহিলেন "আমি এখন কেবল এই সকল অনবরত ভাবিব? না, যাঁহার রাজত্বে বাস করি, সর্ব্বক্ষণ যে করুণার দান ভোগ করিতেছি, তাহার বিষয় কিছু চিন্তা করিব ? এ গৃহত চিরদিনের নহে, এখান হইতে একদিন যে যেতে হবে"।

প্রিয়ম্বদা তখন স্বামীকে বিরক্ত দেখিয়া কহিলেন "দেখ জগতে কুসন্তান অনেক দেখা যায়, কিন্তু কুমাতা বিরল। আমি সে সময় অবশ্য উহাকে রাগের মাথার শক্ত কথা বলেছি। কিন্তু আমার অনুতাপ হইতেছে। আমি ভগবানের কাছে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি। পিতা-মাতার পাপেই কুসন্তান জন্মে।"

এই বলিয়া কলাবতীর মাতার হৃদয়ের বাঁধ খুলিয়া গেল ও দর দর ধারে অশ্রুজল গণ্ড বাহিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(৫১৮ সংখ্যা—১৭১ পৃষ্ঠার পর)

১৮৮৬ সালের মে মাসে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ব্রিটিষ বন্দরস্থ সমুদায় ফরাসী জাহাজ বলপূর্ব্বক অধিকার করিলেন। নেপোলিয়ন ফ্রান্স-পর্য্যটক সমুদায় ইংরাজকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইলেন। ফরাসী সৈন্যেরা হানোভার লুট করিয়া নেপ্‌লস্ আক্রমণে উদ্যত হইল। নেপোলিয়ন এই সময় প্রভূত সৈন্য ও রণপোত সংগ্রহপূর্ব্বক ইংলণ্ড আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। এইটী তাঁহার জীবনের একটা প্রধান উচ্চাভিলাষ; কিন্তু তাহা কখনও পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইংরাজেরা ভয়ে দেড় লক্ষাধিক সামরিক সৈন্য সুসজ্জিত করিলেন এবং তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক স্থল-সৈন্য লালকোট ধারণ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের দক্ষিণ তীরে পাহারা দিতে লাগিল। কিন্তু বোনাপার্টির মতলব ফিরিল, তিনি ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তে ডানিউব নদীর দিকে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী এখনও সুপ্রসন্ন, তিনি এদিকে শ্রেষ্ঠতম জয়লাভ করিয়া যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলেন। এই সময় নেপোলিয়নের জীবন-নাশের জন্য এক ভয়ঙ্কর ষড়্‌যন্ত্র হয়, কিন্তু তাঁহার চিরজাগ্রত পুলিস তাহা ধরিয়া ফেলে। পিচেকগ্রু ও মোরো নামক তাঁহার দুই জন সেনাপতি এই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। পিচেকগ্রু কারাগারে গোপনে হত হন; মোরো নির্ব্বাসিত হন। কিন্তু বোরবন রাজ-